বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ্

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জানাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

বশিরহাট 'নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল

সাহায্য মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

বঙ্গানুবাদ

মেশকাত-মাছাবিহ

তৃতীয় ভাগ

এলমের পরিচ্ছেদ

শরিয়তের এলম কোরআন, হাদিছ, এজমা, কেয়াচ ইত্যাদি। যে জ্যোতিঃ ইমানদারের অন্তরে নবুয়তের প্রদীপ হইতে প্রজ্জলিত হয়, উহা হজরতের কথা কার্য্য ও অবস্থা, তদ্দ্বারা আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত, তাঁহার ছেফাত, কার্য্য কলাপ ও আহকামের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যদি এই এলম মানুষ দ্বারা শিক্ষা করা হয়, তবে 'কছবি' নামে অভিহিত হয়, নচেৎ উহা এলমে-লাদুন্নি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই এলমে-লাদুন্নি অহি, এলহাম ও ফেরাছাত এই তিন প্রকার। শব্দ ও মর্ম সহ যে কালাম আল্লাহতায়ালা হইতে জিবরাইল মারেফাত নবিগণের অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়, উহা (কোরআন), তাহার যে কলেমার অর্থ নবি (ছাঃ)এর অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়, আর তিনি উহা নিজ শব্দে প্রকাশ করেন উহা হাদিছ। মোশাহেদা কালে কখন জিবরাইলের মধ্যস্থতা ব্যতীত স্বয়ং খোদা অহি প্রেরণ করিয়া থাকেন। কখন হজরত জিবরাইল তাঁহার অন্তরে কোন কথা নিক্ষেপ করেন।

আল্লাহ অদৃশ্য ভাবে বান্দাগণের অন্তরে যাহা নিক্ষেপ করেন, উহা এলহাম। কোন বিষয়ের লক্ষণ আদি দ্বারা অদৃশ্য হইতে যে জ্ঞান অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়,

উহা কেরাছাত। নবি (ছাঃ) কেবল আয়তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, হাদিছের কথা উল্লেখ করেন নাই, ইহা 'আয়ত' শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, কেননা কোরআন শরিফের আয়তগুলি এত অধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছে, উহার হাফেজগণের সংখ্যা এত অত্যধিক হইয়াছে যে, উহা তাওয়াতোরের দরজাতে উপনীত হইয়াছে, স্বয়ং আল্লাহতায়ালা ধ্বংস ও পরিবর্তন হইতে উহার রক্ষণা বেক্ষণের ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সত্ত্বেও যখন উহার আয়তগুলি লোকদিগের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া ওয়াজেব হইল, তখন যে হাদিছগুলি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই এবং উহার হাফেজগণের সংখ্যা তত অধিক নহে, তৎসমস্ত লোকদিগের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া সমধিক জরুরি হইবে। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত কোরআন শরিফের অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকা—নবি (ছাঃ)এর একটী মোজেজা, অসংখ্য হাফেজগণের অন্তরে উহা স্থায়ী থাকিলে এবং অসংখ্য লোকের নিকট উহা পৌছিয়া 'তাওয়াতোরের দরজায় উপনীত হইলে, উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে, এই হেতু নবি (ছাঃ) আয়তগুলি লোকদের নিকট পৌছাইতে এত তাকিদ করিয়াছেন। ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মর্ম্ম।

মোজহের বলিয়াছেন, আয়তের অর্থ মর্ম্ম বাচক কোন কথা, যেরূপ من صمت نجا যে ব্যক্তি মৌনাবলম্বন করিল, সে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইল।"

الدين النصيحة "দীন হইতেছে কল্যাণ কামনা করা।" অর্থাৎ আমার হাদিছ অতি ক্ষুদ্র হইলেও লোকদিগের নিকট পৌছাইয়া দাও।

সমধিক প্রকাশ্য মতে আয়তের অর্থ মর্ম্মবাচক কথা, ইহাতে কোরআন ও হাদিছ উভয় বুঝা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়

(১) আমরের পুত্র আবদুল্লাহর উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, একটী আয়ত হইলেও উহা আমার পক্ষ হইতে (লোকদিগকে) পৌছাইয়া দাও। ইছরাইল বংশধরগণ হইতে (উপদেশমূলক কাহিনী) বর্ণনা কর, ইহাতে দোষ নাই। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়। বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

আয়তের অর্থ কোরআন শরিফের আয়ত, হাদিছও ইহার অন্তর্গত হইবে কিম্বা উহার অর্থ এই, যে ব্যবস্থাটি তাঁহার উপর অহি করা হইয়াছে, এই অহি মৎলু ও গয়রমতলু উভয় প্রকার হইয়া থাকে, ইহাতে কোরআন ও হাদিছ উভয় বুঝা যাইতেছে।

তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে এলম প্রচার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আরও ইহাতে বুঝা যায় যে, হাদিছের একাংশ বর্ণনা করা জায়েজ হইবে।

বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক কাহিনী সকল বর্ণনা কালে কোন দোষ নাই। মোজহের বলিয়াছেন যে, ইহার সর্ত্ত এই যে, যেন উক্ত ঘটনাবলীর অমূলক হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস কিম্বা প্রবল ধারণা না হয়।

সৈয়দ জামালদ্দিন বলিয়াছেন, এক হাদিছে য়িহুদীদিগের কেতাব পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, আর এই হাদিছে উহার অনুমতি বুঝা যায়। এই বিরোধ ভঞ্জন এইরূপে হইতে পারে যে, এই হাদিছের অর্থ বনি ইছরাইল সম্প্রদায়ের আশ্চর্য্যজনক ঘটনাগুলি বর্ণনা করা। যেরূপ উজা বেনে ওনোকের ঘটনা এবং বনি-ইছরাইলগণের গোবৎস পূজা হেতু নিজেদিগকে হত্যা করিয়া তওবা করা, ইহাতে জ্ঞানীদিগের উপদেশ লাভ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যে হাদিছে নিষেধ আছে, উহার অর্থ তাহাদের কেতাবগুলির আহকাম উদ্ধৃত করা, কেননা আমাদের নবি (আঃ)এর শরিয়ত দ্বারা সমস্ত শরিয়ত ও দীন মনছুখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উহা ফেরাছাত। নবি (ছাঃ) কেবল আয়তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, হাদিছের কথা উল্লেখ করেন নাই, ইহা 'আয়ত' শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, কেননা কোরআন শরিফের আয়তগুলি এত অধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছে, উহার হাফেজগণের সংখ্যা এত অত্যধিক হইয়াছে যে, উহা তাওয়াতোরের দরজাতে উপনীত হইয়াছে, স্বয়ং আল্লাহতায়ালা ধ্বংস ও পরিবর্ত্তন হইতে উহার রক্ষণা বেক্ষণের ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সত্ত্বেও যখন উহার আয়তগুলি লোকদিগের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া ওয়াজেব হইল, তখন যে হাদিছগুলি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই এবং উহার হাফেজগণের সংখ্যা তত অধিক নহে, তৎসমস্ত লোকদিগের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া সমধিক জরুরি হইবে। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত কোরআন শরিফের অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকা—নবি (ছাঃ)এর একটী মোজেজা, অসংখ্য হাফেজগণের অন্তরে উহা স্থায়ী থাকিলে এবং অসংখ্য লোকের নিকট উহা পৌছিয়া 'তাওয়াতোরের দরজায় উপনীত হইলে, উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে, এই হেতু নবি (ছাঃ) আয়তগুলি লোকদের নিকট পৌছাইতে এত তাকিদ করিয়াছেন। ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মর্ম্ম।

গোজহের বলিয়াছেন, আয়তের অর্থ মর্ম্ম বাচক কোন কথা, যেরূপ من صمت نجا যে ব্যক্তি মৌনাবলম্বন করিল, সে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইল।"

الدين النصيحة "দীন হইতেছে কল্যাণ কামনা করা।" অর্থাৎ আমার হাদিছ অতি ক্ষুদ্র হইলেও লোকদিগের নিকট পৌছাইয়া দাও।

সমধিক প্রকাশ্য মতে আয়তের অর্থ মর্ম্মবাচক কথা, ইহাতে কোরআন ও হাদিছ উভয় বুঝা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়

(১) আমরের পুত্র আবদুল্লাহর উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, একটী আয়ত হইলেও উহা আমার পক্ষ হইতে (লোকদিগকে) পৌছাইয়া দাও। ইছরাইল বংশধরগণ হইতে (উপদেশমূলক কাহিনী) বর্ণনা কর, ইহাতে দোষ নাই। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়। বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

আয়তের অর্থ কোরআন শরিফের আয়ত, হাদিছও ইহার অন্তর্গত হইবে কিম্বা উহার অর্থ এই, যে ব্যবস্থাটি তাঁহার উপর অহি করা হইয়াছে, এই অহি মৎলু ও গয়রমৎলু উভয় প্রকার হইয়া থাকে, ইহাতে কোরআন ও হাদিছ উভয় বুঝা যাইতেছে।

তিবি বলিয়াছেন, ইহাতে এলম প্রচার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আরও ইহাতে বুঝা যায় যে, হাদিছের একাংশ বর্ণনা করা জায়েজ হইবে।

বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক কাহিনী সকল বর্ণনা কালে কোন দোষ নাই। বোজর্গেরা বলিয়াছেন যে, ইহার সর্ত্ত এই যে, যেন উক্ত ঘটনাবলীর অমূলক হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস কিম্বা প্রবল ধারণা না হয়।

ছৈয়দ জামালদ্দিন বলিয়াছেন, এক হাদিছে য়িহুদীদিগের কেতাব পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, আর এই হাদিছে উহার অনুমতি বুঝা যায়। এই বিরোধ ভঞ্জন এইরূপে হইতে পারে যে, এই হাদিছের অর্থ বনি ইছরাইল সম্প্রদায়ের আশ্চর্য্যজনক ঘটনাগুলি বর্ণনা করা। যেরূপ উজা বেনে ওনোকের ঘটনা এবং বনি-ইছরাইলগণের গোবৎস পূজা হেতু নিজেদিগকে হত্যা করিয়া তওবা করা, ইহাতে জ্ঞানীদিগের উপদেশ লাভ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যে হাদিছে নিষেধ আছে, উহার অর্থ তাহাদের কেতাবগুলির আহকাম উদ্ধৃত করা, কেননা আমাদের নবি (আঃ)এর শরিয়ত দ্বারা সমস্ত শরিয়ত ও দীন মনছুখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাম্বিহোল-গাফেলিন কেতাবে ফকিহ আবুল্লাএছ ছামারকান্দি ছনদ সহ লিখিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন তোমরা বনি-ইছরাইলদিগের ঘটনাবলী বর্ণনা কর, কেননা তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল।

তৎপরে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, একদল বনি-ইছরাইল রওয়ানা হইয়া একটী গোরস্তানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি আমরা নামাজ পড়িয়া আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করি, তবে তিনি আমাদের জন্য কোন মৃত জীবিত করিয়া দিবেন। সেই মৃত মৃত্যুর সংবাদ আমাদিগকে অবগত করাইয়া দিবে। তৎপরে তাহারা নামাজ পড়িয়া নিজেদের প্রভু খোদাতায়ালার নিকট দোয়া করিলেন। ইহাতে হঠাৎ এক ব্যক্তি নিজের মস্তককে গোর হইতে বাহির করিয়া দিল, তাহার মস্তকের কেশ কাল ও সাদা মিশ্রিত ছিল। সে বলিল, হে লোকেরা, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? আমি ১০ বৎসর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি, মৃত্যু যন্ত্রনা এখনও আমা হইতে তিরোহিত হয় নাই, যেন এখনই উহা হইতেছে। আপনারা দোয়া করুন, যেন আমি যে অবস্থায় ছিলাম, খোদা আমাকে সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার ললাটে ছেজদার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথাকে হজরতের হাদিছ বলিয়া অভিহিত করে, তাহার বাসস্থান দোজখ হইবে। অতএব নিরক্ষর ছুফি ছুরাগুলির ও রাত্র দিবার নামাজগুলির সম্বন্ধে জাল হাদিছ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাদের স্থান দোজখ হইবে। জাল হাদিছ প্রস্তুত করা গোনাহ কবিরা, ইহা এই হাদিছ হইতে বুঝা যাইতেছে। শেখ আবু মোহম্মদ জোএনি বলিয়াছেন, ইহা কাফেরি কার্য্য, কেন না ইহাতে শরিয়তকে তুচ্ছ জানা হয়। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন হাদিছ পাঠ করে, অথচ সে জানে যে, উহাতে সে ভুল করিতেছে, সে ব্যক্তি এই হুকুমের অন্তর্গত হইবে। যে ব্যক্তি একটী হাদিছকে জাল জানা সত্বেও উহা উল্লেখ করে, সেও দোজখের উপযুক্ত হইবে।

যে ব্যক্তি কোন রাবি কর্ত্তৃক একটী হাদিছ বর্ণনা করে, কিম্বা কোন কেতাবে দেখিয়া উহা বর্ণনা করে, অথচ সে উহার অসত্যতার কথা অজ্ঞাত থাকে, তাহার পক্ষে উক্ত হুকুম বলবৎ হইবে না। তিনি বলিয়াছেন, নবি

(ছাঃ)এর উপর মিথ্যা আরোপ করা হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব। ছনদ হিসাবে যাহা ছহিহ হইয়াছে, উহা ব্যতীত কোন হাদিছ বর্ণনা করা জায়েজ নহে। ডিবির কথার মর্ম এই যে, প্রমাণ হীন কথা হাদিছ বলিয়া বর্ণনা করা জায়েজ নহে, ইহাতে হাছান ও জইফ ছনদের হাদিছ বর্ণনা করা নাজায়েজ হওয়া বুঝা যায় না। অধিকাংশ হাদিছ হাছান, আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, জইফ ছনদের হাদিছ ফাজায়েলে-আ'মাল সম্বন্ধে বর্ণিত হইলে, উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে। মূল কথা কোন প্রকার ছনদ থাকিলে, উহা বর্ণনা করা জায়েজ হইবে।

যে কথার কোন প্রকার বিশ্বাসযোগ্য ছনদ নাই, উহার মর্ম উত্তম হইলেও উহা নবির হাদিছ বলিয়া বর্ণনা করা জায়েজ হইবে না।

হজরত আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, এছনাদ দীনের অন্তর্গত, যদি এছনাদ না হইত, তবে যে যাহা ইচ্ছা করিত, তাহাই বলিত।

এমাম এবনো হাজার বলিয়াছেন, যে হেতু এছনাদ দ্বারা সত্য হাদিছকে জাল হাদিছ হইতে পৃথক করা সম্ভব হইয়া থাকে, এই হেতু উহা অবগত হওয়া ফরজে কেফায়া।

بلغوا عنى ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসী লোকের ধারাবাহিক ছনদে বর্ণনা করা, দ্বিতীয়, যেরূপ হাদিছ শ্রবণ করিয়াছে, অবিকল সেইরূপ বর্ণনা করা।

জাল হাদিছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ হওয়ার হাদিছটী বোখারি, মোছলেম, আহমদ, তেরমেজি, নাছায়ি, এবনো মাজা, আবু দাউদ, হাকেম, তেবরাণি, দারকুৎনি, খতিব, এবনো আদি প্রভৃতি এক বিরাট দল ছাহাবা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এবনো ছালাহ বলিয়াছেন, এই হাদিছটী 'মোতাওয়াতের। মোতাওয়াতের হাদিছগুলির মধ্যে কোনটী ইহার তুল্য শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। কেন না বিরাট দল ছাহাবা ইহার রাবি, কেহ কেহ বলিয়াছেন, ৬২ জন ছাহাবা ইহার রাবি, বেহেশ্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবা তাঁহাদের অন্তর্গত আছেন। এইরূপ দশজন ছাহাবা কোন হাদিছ একযোগে রেওয়াএত করিয়াছেন, বলিয়া আমরা জানিনা, তৎপরে প্রত্যেক শতাব্দীতে উহার রাবিগণের সংখ্যা অধিক হইতে অধিকতর হইয়াছে।—মেঃ, ১।২১৭-২১৯।

(২) ছামোরা বেনে জোন্দোব ও মোগিরা বেনে শো'বার উক্তি;—নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমা হইতে এরূপ একটী হাদিছ বর্ণনা করে যে, সে ধারণা করে যে, নিশ্চয় উহা জাল, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদিগের অন্যতম।—মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা;—

এই হাদিছে يُرٰى এবং يَرٰى দুই রেওয়াএতে পঠিত হইয়া থকে, প্রথম শব্দের অর্থ ধারণা করা হইয়া থাকে, দ্বিতীয় শব্দের অর্থ জানে, কেহ কেহ দ্বিতীয় অর্থ 'ধারণা করে' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ ও أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ

এই দুই রেওয়াএত আছে, প্রথম রেওয়াএতের অর্থ মিথ্যাবাদিদের অন্যতম, দ্বিতীয় রেওয়াএতের অর্থ মিথ্যাবাদিদ্বয়ের মধ্যে একজন।

কাজি বলিয়াছেন, প্রথম রেওয়াএত অধিকাংশের মত; কেবল আবু নইম এছফেহানি দ্বিতীয় রেওয়াএত করিয়াছেন।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি একটী কথা জাল বলিয়া বিশ্বাস কিম্বা প্রবল ধারণা করিয়াও উহা হজরতের হাদিছ বলিয়া বর্ণনা করে, সেই ব্যক্তি গোনাহগার হইবে। আর যে ব্যক্তি উহা জাল বলিয়া বিশ্বাস কিম্বা প্রবল ধারণা না করিয়া বর্ণনা করে, সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে না, যদিও অন্যে উহা জাল বলিয়া বিশ্বাস কিম্বা ধারণা করিয়া থাকে।

জোন্দোব কিম্বা জোন্দাবের পুত্র ছামোরা, ফাজার বংশোদ্ভূত ছিলেন, ইনি আনছারদিগের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি নবি (ছাঃ)এর হাদিছের হাফেজ ও বহু হাদিছ রেওয়াএত কারী ছিলেন, একদল লোক তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। তিনি ৫৯ হিজরীর শেষ ভাগে বাছরাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

শো'বার পুত্র মোগিরা ছাকাফ সম্প্রদায়ের ছিলেন, খোন্দক যুদ্ধের দিবস মুছলমান হইয়া ছিলেন, মদিনা শরিফে হেজরত করিয়া আগমন করিয়াছিলেন, কুফা শহরে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, তিনি তথায় হজরত মোয়াবিয়ার আমির ছিলেন, এতদাবস্থায় ৭০ বৎসর বয়সে ৫০ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। মেঃ, ১০২ .২ ।

(৩) মোয়াবিয়ার উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন; আল্লাহ যাহার কল্যাণ কামনা করেন, তাহাকে দীনের ফকিহ্ করিয়া দেন, ইহা ব্যতীত নহে যে, আমি (এলম) বণ্টন করিয়া থাকি আর আল্লাহ (বুঝিবার শক্তি) প্রদান করেন।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

আল্লাহ যাহার মঙ্গল কল্যাণ কামনা করেন, তাহাকে শরিয়ত, তরিকত ও হকিকতের আলেম বানাইয়া দেন।

দারমি এমরাণ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, আমি হাছানকে একটী বিষয় সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিয়াছিলেন বলিয়াছিলাম, ফকিহগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ধিক তোমাকে; তুমি কি কখন কোন ফকিহকে দেখিয়াছ ? যে ব্যক্তি সংসারবিরাগী, পরকালে আগ্রহশীল, নিজের ধর্ম্ম কার্য্যে সূক্ষ্মদর্শী ও নিজের প্রতিপালকের এবাদতে সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন, সেই ব্যক্তি ফকিহ।

অন্য রেওয়াএতে আছে—আল্লাহ যাহার হিত কামনা করেন, তাহাকে দীনের ফকিহ করেন এবং নিজের সত্য পথে এলহাম করেন।

হজরত বলেন, আমি এলম বণ্টন করিয়া থাকি, উহা বুঝিবার শক্তি; অর্থ অনুধাবন করার ক্ষমতা এবং তদনুযায়ী আমল করার সামর্থ আল্লাহতায়ালা প্রদান করিয়া থাকেন।

এমাম এবনো হাজার বলিয়াছেন, যদি ও নবি (ছাঃ) সমান ভাবে সকলের নিকট কোরআন ও হাদিছ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ছাহাবাগণের বুঝিবার শক্তি বিভিন্ন প্রকার হইয়াছিল। বরং বুঝিবার শক্তি ও নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের ক্ষমতাতে তাবেয়িগণের মধ্যে একে অন্য অপেক্ষা সমধিক অগ্রগামী ছিলেন।

মোয়াবিয়া আবু ছুফ্ইয়ানের পুত্র, ইনি কোরায়শি বনি ওমাইয়া বংশধর ছিলেন, তাহার মাতার নাম হেন্দ বেন্তে আৎবা, তিনি ও তাঁহার পিতা মক্কা অধিকৃত হওয়ার দিবস মুছলমান হইয়াছিলেন। তিনি নবি (ছাঃ)এর কাতেবগণের (লেখকগণের) মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি কোরআন শরিফের কিছু লেখেন নাই। তিনি হজরতের পত্র লিপিবদ্ধ করিতেন। এবনো-আব্বাছ ও আবু ছইদ তাঁহা হইতে রেওয়াএত

করিয়াছেন। তিনি হজরত ওমারের জামানাতে শামদেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তথায় ঐ অবস্থায় ছিলেন, ৪০ বৎসর ঐ পদে ছিলেন, চারি বৎসর হজরত ওমারের (রাঃ) খেলাফত কালে, হজরত ওছমান (রাঃ)এর খেলাফতের সমস্ত সময়ে, হজরত আলি ও এমাম হাছানের খেলাফতের সমস্ত সময়ে, তিনি তথায় ঐ পদে ছিলেন, ইহা পূর্ণ ২০ বৎসর হইবে। তৎপরে এমাম হাছান (রাঃ) ৪১ হিজরিতে তাঁহার উপর খেলাফতের ভার অর্পণ করিলেন, সেই সময় হইতে তিনি ২০ বৎসর যাবৎ স্বাধীন খলিফা হইয়াছিলেন। তিনি শেষ বয়সে বলিতেন, হায় আমি যদি জি-তাওয়া নামক স্থানের একজন সাধারণ কোরাএশি হইতাম, এবং এই খেলাফতের কিছুরই অধিকারী না হইতাম, তবে ভাল হইত। তিনি ৭৮ হিজরীতে রজব মাসে দেমাশ্‌কে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হজরত নবি (ছাঃ)এর তহবন্দ, চাদর, পিরাহান, কয়েকটী চুল ও নখ ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার কাফনে হজরতের পিরাহান, চাদর ও তহবন্দ শামিল করিয়া দিও, আমার নাসিকার ছিদ্রে, মুখে এবং ছেজদার স্থানগুলিতে তাঁহার চুল ও নখ পূর্ণ করিয়া দিও এবং আমাকে দয়াশীলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়াশীলের উপর সমর্পণ করিও।—মেঃ, ১।২১৭।

(৪) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির তুল্য (সৎস্বভাব রাশির) পাত্র, যাহারা অজ্ঞতার যুগে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ইছলামে তাহারাই শ্রেষ্ঠ হইবেন যদি তাহারা ফকিহ আলেম হয়েন।—মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

মানব প্রকৃতি স্বর্ণ রৌপ্যের খনির তুল্য, পার্ব্বত্য খনির যোগ্যতার যেরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ মানব প্রকৃতির যোগ্যতার তারতম্যের জন্য স্বভাব চরিত্রের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন খনিতে স্বর্ণ কোনটিতে রৌপ্য ও কোনটীতে অন্যান্য ধাতু উৎপন্ন হয়, এইরূপ প্রকৃতির হিসাবে কাহারও স্বভাব শ্রেষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর বা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, কাহারও স্বভাব কদর্য্য ও ভ কদর্য্য হইয়া থাকে।

যেরূপ বহু কষ্ট পরিশ্রম দ্বারা পার্ব্বত্যখনি হইতে রত্নরাজি আবিষ্কার করা হয়, সেইরূপ কঠোর সাধ্য সাধনা দ্বারা মানব-চরিত্র সংশোধিত, পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

যেরূপ পার্ব্বত্যখনি হইতে রত্নরাজি বাহির করা হয়, সেইরূপ মানব প্রকৃতি হইতে এলম ও হেকমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

জাহেলিএতের জামানাতে বংশের হিসাবে ও অর্থের হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব স্থির করা হইত, ইছলামে এলমের হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করার ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে।—মেঃ, ১।২২০।

(৫) এবনো-মছউদের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, দুই ব্যক্তি কিম্বা বিষয় সম্বন্ধে ব্যতীত হিংসা জায়েজ নহে। (১) এক ব্যক্তি, আল্লাহ যাহাকে অর্থ সম্পদ দান করিয়াছেন, তৎপরে তাহাকে উহা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। (২) এক ব্যক্তি, আল্লাহ যাহাকে 'হেকমত' প্রদান করিয়াছেন, তৎপরে সে তদনুযায়ী কার্য্য করে (কিম্বা আদেশ করে) এবং উহা শিক্ষা প্রদান করে।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

শরিয়তে যেষ হিংসা জায়েজ নহে, যদি জায়েজ হইত, তবে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির সম্বন্ধে উহা জায়েজ হইত। حسد শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম পরের উন্নতির ক্ষতি কামনা করা, দ্বিতীয় পরের তুল্য হওয়ার কামনা করা, ইহাকে غبطه বলা হয়। এস্থলে حسد শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইবে।

এই হাদিছে যে হেকমত শব্দ আছে, উহার এক অর্থ এলম ও আমলে সত্য প্রাপ্তি, দ্বিতীয় অর্থ শরিয়তের আহকামের এলম। মোঃ, ১।২২১।

(৬) আবু হোরায়রার উক্তি ;

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তিনটী কার্য্য ব্যতীত তাহার সৎকার্য্য বন্ধ হইয়া যায় (১) স্থায়ী দান, (২) যে এলম দ্বারা উপকার সাধিত হয়, ৩। যে সৎপুত্র তাহার জন্য দোয়া করে। মোছলেম।

—২

টীকা ;—

মানুষ মরিয়া গেলে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদির ছওয়াব বন্ধ হইয়া যায়, কেবল তিনটী সৎকার্য্যের ছওয়াব স্থায়ী থাকে, প্রথম স্থায়ী দান, যথা জমি অকফ করা, কেতাব রচনা করা, কূড়া ও পুষ্করিনী খনন করা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইহার পরে আসিতেছে।

দ্বিতীয় যে এলমের দ্বারা লোকদের হিত সাধন করা হয়, আকায়েদ, তফছির, হাদিছ, ফেকহ, অছুলে হাদিছ এই এলমের অন্তর্গত।

তৃতীয়, যে সৎপুত্র তাহার জন্য দোয়া করে।

এবনোল-মালেক বলিয়াছেন, সৎপুত্র থাকিলে, সে পিতার জন্য দোয়া না করিলেও তাহার ছওয়াবের অংশ পিতা পাইয়া থাকে, অবশ্য পুত্রের পক্ষে পিতার জন্য দোয়া করা উচিত। মেঃ, ১।২২২।

৭। আবু হোরায়রার উক্তি ;

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পার্থিব ক্লেশ রাশির মধ্য হইতে একটী ক্লেশ কোন ইমানদার হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহার বিপদ রাশির মধ্য হইতে একটী (মহা) বিপদ উদ্ধার করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রের সঙ্কট বিমোচন করিয়া দেয়, আল্লাহ দুনইয়া এবং পরজগতে তাহার সঙ্কট দূর করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুছলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখে, আল্লাহ্ দুনইয়ায় এবং পরজগতে তাহার দোষ গোপন করিয়া রাখেন।

বান্দা যতক্ষণ তাহার (মুছলমান) ভ্রাতার সাহায্যে তৎপর থাকে, আল্লাহ সেই বান্দার সহায়তাতে তৎপর থাকেন।

আর যে ব্যক্তি এলম অন্বেষণ উদ্দেশ্যে কোন পথে চলে, আল্লাহ তদ্দ্বারা তাহার জন্য বেহেশতের দিকে পথ সহজ করিয়া দেন।

যে কোন সম্প্রদায় আল্লাহতায়ালার গৃহ সমূহের মধ্যে কোন গৃহে এই উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, আল্লাহতায়ালার কেতাব পাঠ করে এবং পরস্পরে আপনাদের মধ্যে অধ্যাপনা করে, তাহাদের মধ্যে শান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত

তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ নিজের নৈকট্য প্রাপ্তদিগের নিকট তাহার সমালোচনা করেন। যাহার আমল তাহাকে পশ্চাদবর্ত্তী করিয়াছে, তাহার কুল তাহাকে অগ্রবর্ত্তী করিতে পারেনা। মোছঃ।

টীকা ;—

যে মহাজন দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবসর দিয়া কিম্বা আংশিক বা সম্পূর্ণ ঋণ মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার সঙ্কট উদ্ধার করিয়া দেয়, আল্লাহ দুনইয়া ও আখেরাতে তাহার উদ্ধার করিয়া দেন।

যে ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীন লোককে বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয়, কিম্বা কোন লোকের গোপনীয় দোষ ঢাকিয়া রাখে, আল্লাহ দুইজগতে তাহার দোষ ঢাকিয়া দেন। যে ব্যক্তির দোষ লোক সমাজে প্রসিদ্ধ না হইয়া থাকে, তাহার গোপনীয় দোষ ঢাকা মহা ছওয়াবের কার্য্য, কিন্তু যাহার দোষ জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দোষের কথা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করা মোস্তাহাব। তাহাকে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে, সাধ্যানুসারে উহার প্রতিবাদ করিবে। আর ইহাতে অক্ষম হইলে, যদি ফাছাদের আশঙ্কা না হয়, তবে উহা শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবে।

যে ব্যক্তি দুনইয়াতে সৎকার্য্য করিতে ত্রুটী করিয়াছে, পরকালে সে উচ্চ বংশের জন্য উচ্চ সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইবে না, কেননা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ কুলের জন্য হইয়া থাকে না, বরং সৎকার্য্যের জন্য হইয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সমধিক পরহেজগার ব্যক্তিই সমধিক শরিফ।

ইহার প্রমাণ এই যে, অধিকাংশ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আলেমগণের প্রশংসার যোগ্য কুল ছিল না, বরং অধিকাংশ প্রাচীন আলেম দাসবংশোদ্ভূত ছিলেন, ইহা সত্বেও তাহারা এই উম্মতের সৈয়দ ও রহমতের উৎস হইয়া গিয়াছেন, পক্ষান্তরে উচ্চ বংশোদ্ভূত লোকেরা আলেম না হওয়ার জন্য নিজেদের দেশে অপরিচিত ও অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়া গিয়াছেন।

এই হেতু হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ এই দীনের দ্বারা কতক সম্প্রদায়কে উন্নত ও কতক সম্প্রদায়কে অবনত করিবেন।

এই মত নিম্নোক্ত হাদিছ হইতে সমর্থিত হয়, নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে ছফিয়া আমার ফুফি, হে ফাতেমা আমার কন্যা, তোমরা আমার নিকট কেয়ামতের দিবস তোমাদের আমল উপস্থিত করিও, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বংশকে উপস্থিত করিও না, কেননা আমি তোমাদিগকে খোদার আজাব হইতে উদ্ধার করিতে পারিব না।

হজরত আবু এজিদ (রাঃ)এর একজন মুরিদ তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার পদানুসরণ করিত, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, খোদার শপথ, যদিও তুমি আবু এজিদের চর্ম্ম খুলিয়া লইয়া পরিধান করিতে, তবুও তুমি যতক্ষণ তাঁহার আমলের তুল্য আমল না কর, ততক্ষণ তাঁহার দরজা সমূহের মধ্য হইতে এক শরিষা পরিমাণ দরজা সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

আবু হোরায়রার উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিবস প্রথমেই যে ব্যক্তির হিসাব লওয়া হইবে সে উক্ত ব্যক্তি হইবে যে খোদার পথে শহিদ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আনয়ন করা হইবে, পরে তিনি নিজের সম্পদরাশি তাহাকে প্রকাশ করিবেন, ইহাতে সে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি এই সম্পদরাশি পাইয়া কি কার্য্য করিয়াছ? তদুত্তরে সে বলিবে, তোমার পথে যুদ্ধ করিয়াছি, এমন কি আমি শহিদ হইয়াছিলাম। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, কিন্তু তুমি এই হেতু সংগ্রাম করিয়াছ যে, তোমাকে বীর বলিয়া অভিহিত করা হইবে। তাহাত বলা হইয়াছে। তৎপরে তাহার উপর আদেশ দেওয়া হইবে, তখন তাহাকে অধো মস্তকে আকর্ষণ করা হইবে, এমন কি তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

আর এক ব্যক্তির হিসাব লওয়া হইবে, যে এলম শিক্ষা করিয়াছিল, উহা শিক্ষা দিয়াছিল এবং কোরআন পাঠ করিয়াছিল। তাহাকে আনয়ন করা হইবে, তৎপরে তিনি তাহাকে নিজের সম্পদরাশি অবগত করাইবেন, ইহাতে সে উহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহ বলিবেন, তুমি ইহা পাইয়া কি কার্য্য করিয়াছিলে। সে বলিবে, আমি এলম শিক্ষা করিয়াছিলাম, উহা শিক্ষা প্রদান করিয়া ছিলাম এবং তোমার জন্য কোরআন পাঠ করিয়াছিলাম। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ।

কিন্তু তুমি এই হেতু এলম শিক্ষা করিয়াছিলে যে, লোকে বলিবে, নিশ্চয় তুমি আলেম, আর এই হেতু কোরআন পড়িয়াছিলে যে, লোকে বলিবে, উক্ত ব্যক্তি কারী, সত্যই তাহা ত বলা হইয়াছে।

তৎপরে তাহার উপর আদেশ প্রদান করা হইবে, পরে তাহাকে অধোমুখে টানিয়া লওয়া হইবে, এমন কি সে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

(তৃতীয়) এক ব্যক্তি—আল্লাহ তাহাকে ধন ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাকে সর্ব্ববিধ সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে আনয়ন করা হইবে, পরে তিনি তাহাকে নিজের সম্পদ রাশি অবগত করাইবেন, ইহাতে সে উহা স্মরণ করিবে। আল্লাহ বলিবেন, এতৎসম্বন্ধে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিবে, আমি এমন কোন পথ ত্যাগ করি নাই, যাহাতে দান করা তুমি পছন্দ করিয়া থাক, কিন্তু আমি তোমার জন্য উহাতে সদ্ব্যয় করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, কিন্তু তুমি এই হেতু করিয়াছ যে, বলা হইবে যে, ঐ ব্যক্তি দাতা। সত্যই ইহা বলা হইয়াছে। তৎপরে তাহার প্রতি আদেশ করা হইবে এবং তাহাকে অধোমুখে টানা হইবে, তৎপরে সে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।—মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা;—

এই হাদিছে রিয়াকার শহীদ, আলেম, কারী ও দাতার শাস্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সর্ব্ববিধ সম্পদের অর্থ টাকা কড়ি, আছবাব পত্র, জমি ও পশুকুল।

যে পথে দান করা আল্লাহতায়ালার পছন্দনীয়, যেরূপ মছজেদ, মাদ্রাছা নির্ম্মাণ করা, জাকাত ও বিবিধ প্রকার ছদকা প্রদান করা।

(২) আমরের পুত্র আবদুল্লাহর উক্তি;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাগণ হইতে এলম উঠাইয়া লইবেন না। অর্থাৎ উহা কাড়িয়া লইবেন না, কিন্তু আলেমগণকে মারিয়া ফেলিয়া এলম উঠাইয়া লইবেন, এমন কি যখন তিনি কোন আলেমকে বাকি রাখিবেন না, তখন লোকেরা নিরক্ষরদিগকে নেতা স্থির করিবে, তাহারা

জিজ্ঞাসিত হইবে, তাহারা বিনা এলম ফৎওয়া দিয়া নিজেরা ভ্রান্ত হইবে এবং (লোকদিগকে) ভ্রান্ত করিবে। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

শেষ জামানাতে আল্লাহ কোরআন, হাদিছ সংক্রান্ত এলম উঠাইয়া লইবেন, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, লোকদের অন্তর হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া আছমানে তুলিয়া লইবেন, বরং ইহার অর্থ এই যে, তিনি আলেমদিগকে মারিয়া ফেলিবেন, ইহাতে এলম আপনা আপনি উঠিয়া যাইবে, সেই সময়ে লোকেরা নিরক্ষরদিগকে নেতা অর্থাৎ খলিফা, কাজি, মুফতি, এমাম ও পীর স্থির করিবে এবং তাহাদের নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিবে। সেই নিরক্ষর নেতাগণ এলম না জানিয়া বিপরীত ফৎওয়া দিয়া নিজেরা ভ্রান্ত হইবে এবং লোকদিগকে ভ্রান্ত করিবে।—মেঃ, ১।২৪৫।

(১০) শফিকের উক্তি ;—

আবদুল্লাহ-বেনে মছউদ (রাঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল, হে আবু আবদুর রহমান, সত্যই আমি পছন্দ করি যে, আপনি প্রত্যেক দিবসে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, সাবধান! আমাকে উহা হইতে এই হেতু বিরত রাখে যে, আমি না পছন্দ করি যে, আমি তোমাদিগকে বিরক্ত করিয়া ফেলি। সত্যই আমি উপদেশ দ্বারা তোমাদের ঐরূপ তত্বাবধান করিয়া থাকি, যেরূপ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তদ্দ্বারা আমাদের তত্বাবধান করিতেন, আমাদের বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় (তিনি অধিক সময় আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন না) বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ,—

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, প্রত্যহ ওয়াজ না করিয়া মধ্যে মধ্যে ওয়াজ নছিহত করা শ্রেয়, কেন না প্রত্যহ ওয়াজ নছিহত শুনিলে, লোকদের বিরক্তির কারণ হইয়া পড়ে। যে সময় ওয়াজ শুনিলে লোকদের শান্তি অনুভব হয়, সেই সময় ওয়াজ নছিহত করা উচিৎ, প্রাচীন পীর ও উপদেষ্টাগণ এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতেন।—মেঃ, ১।২২৫।

শকিক, আবি ছালমার পুত্র, তাঁহার কুনইয়াত নাম ছিল আবু ওয়াএল, ইনি আছাদ বংশ সম্ভূত ছিলেন, তিনি নবি (ছাঃ)এর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার নিকট কোন হাদিছ শ্রবণ করেন নাই। তিনি বিশ্বাস ভাজন ও প্রামাণ্য আলেম ছিলেন, তিনি হজরত ওমার, এবনো মছউদ প্রভৃতি বহু ছাহাবার নিকট হইতে হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, বহু হাদিছ রেওয়াএত কারি ছিলেন, হাজ্জাজের সময় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—ঐ।

(১১) আনাছের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) যখন কোন কথা বলিতেন, তখন তিনি উহা তিনবার উল্লেখ করিতেন, এমন কি যেন তাঁহা হইতে বুঝা যাইতে পারে। আর যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছালাম করার ইচ্ছা করিতেন, তখন তাহাদিগকে তিনবার ছালাম করিতেন।—বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

হজরত (ছাঃ) কোন জটীল কথা বলিতে ইচ্ছা করিলে, তিনবার উহা বর্ণনা করিতেন, মানুষ বোধ শক্তিতে তিন প্রকার হইয়া থাকে, অধম, মধ্যম ও উত্তম, একবার বলিলে উত্তম শ্রেণীর লোক উহা বুঝিতে পারিত, দ্বিতীয় বার বলিলে, মধ্যম শ্রেণীর লোক উহা বুঝিতে পারে। তৃতীয় বার বলিলে, অধম শ্রেণীর লোক উহা বুঝিতে পারিত। এই হেতু কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনবার বলিলে বুঝিতে না পারে, সে কখনও বুঝিতে পারিবে না।

লেখক বলেন, স্মৃতি শক্তিতেও মানুষ তিন প্রকার হইয়া থাকে, উত্তম শ্রেণীরা একবার বলিলে, উহা স্মরণ করিয়া লইতে পারে। মধ্যম শ্রেণীরা দুইবার বলিলে, উহা স্মরণ করিয়া লইতে পারে। নিম্ন শ্রেণীরা তিনবার বলিলে, উহা স্মরণ করিয়া লইতে পারে।

কোন কোন ওয়াএজ কটিন কথাগুলি একাধিক বার উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা এই হাদিছের উপর আমল করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি বিরাট দলের নিকট উপস্থিত হইলে, এক ছালাম সকলে শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না, কাজেই তিনি সম্মুখের লোকদিগকে একবার ছালাম দিতেন, ডাহিনদিকের লোকদিগকে দ্বিতীয় বার ছালাম দিতেন, তৎপরে বামদিকের লোকদিগকে তৃতীয় বার ছালাম দিতেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন,

তিনি কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, অনুমতি লাভের জন্য তিনবার পর্য্যন্ত ছালাম দিতেন। ইহাতেও অনুমতি না পাইলে, তিনি ফিরিয়া যাইতেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি অনুমতি লাভের জন্য একবার ছালাম দিতেন, সেই বাটীতে প্রবেশ করা কালে তাহিয়াতের ছালাম দ্বিতীয় বার দিতেন, সেই বাটী হইতে বাহির হওয়া কালে বিদায়ের ছালাম তৃতীয় বার দিতেন। এই তিন ছালাম প্রত্যেকের জন্য ছুন্নত। মেঃ, ১।২২৫।

(১২) আবু মছউদ আনছারির উক্তি,—

এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার যান বাহন (উষ্ট্র) অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, আপনি আমাকে অন্য যানের উপর আরোহন করাইয়া দিন। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমার নিকট এরূপ কোন যান নাই। তৎশ্রবণে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমি এরূপ লোকের সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, যে তাহাকে যানের উপর আরোহণ করাইয়া লইবে। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করে, তাহার জন্য উক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারির ছওয়াবের তুল্য ছওয়াব হইবে। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা,—

একজনের উষ্ট্র অচল হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতে সে ব্যক্তি হজরতের নিকট একটী উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিতে অনুরোধ করে। হজরতের নিকট এমন কোন উষ্ট্র ছিল না, অন্য এক ব্যক্তি বলিল, হুজুর আমি ওছমান কিম্বা এবনো-আওফের সন্ধান বলিয়া দিতেছি, তাঁহারা এরূপ লোককে উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইতে পারেন।

হজরত বলিলেন, তুমি একটী সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছ, উক্ত সৎকার্য্য কারির যেরূপ ছওয়াব হইবে, তোমার সেইরূপ ছওয়াব হইবে। আমর আনছারির পুত্র আবু মছউদ, ইনি দ্বিতীয় আকাবাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। সমধিক ছহিহ মতে তিনি উক্ত যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। একটী কূপের নাম বদর, মুছলমানগণ সেই কূপের নিকট এক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই হেতু উক্ত যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধ বলা হয়।

উক্ত ছাহাবা কুফার অধিবাসি হইয়াছিলেন, হজরত আলি (রাঃ)এর খেলাফত কালে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র বশির ও অন্যান্য বহু লোক তাঁহা হইতে হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।—মে, ১১২৬।

(১০) জরিরের উক্তি ;—

আমরা মধ্যাহ্নকালে রাছুলে-খোদা (ছাঃ)এর নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট বস্ত্রহীন শ্বেত ও কাল রেখা বিশিষ্ট কম্বল কিম্বা পশমি চাদর পরিধানকারী ও গলদেশে তরবারি স্থাপন কারী একদল লোক উপস্থিত হইল, তাহাদের অধিকাংশ কিম্বা তাহাদের সকলেই মোজার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তাহাদের শোচনীয় দৈন্যদশা দর্শনে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর মুখ মণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন, পরে বহির্গত হইয়া বেলালকে আদেশ দিলে, তিনি আজান ও একামত দিলেন, পরে হজরত নামাজ পড়িয়া খোৎবা পাঠ করিয়া বলিলেন, "হে লোকেরা, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করিও যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি (আদম) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আয়েতের শেষ পর্য্যন্ত—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পর্য্যবেক্ষণ-কারী।"

আরও তিনি ছুরা হাশরের এই আয়ত পড়িলেন ;—

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন গবেষণা করে যে, সে কল্যকার (কেয়ামতের) জন্য কি প্রেরণ করিয়াছে।"

মনুষ্য যেন নিজের দীনার, নিজের দেরম, নিজের বস্ত্র, নিজের গমের এক ছা', নিজের খোর্মার এক ছা', এমন কি বলিলেন, যদিও খোর্মার অর্দ্ধেক হয় দান করে। তখন আনছার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি (দেরম দীনার পূর্ণ) একটী থলে আনয়ন করিল যাহা (উত্তোলনে) তাহার করদ্বয় প্রায় অক্ষম হইতে ছিল, বরং অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরে লোক সকল তাহার অনুসরণ করিল, এমন কি খাদ্য সামগ্রী ও বস্ত্র পুঞ্জের দুইটী স্তূপ দেখিতে পাইলাম। তখন দেখিলাম, হজরতের মুখমণ্ডল জ্যোতিষ্মান (প্রফুল্ল) হইয়া পড়িয়াছে, যেন উহা স্বর্ণ মণ্ডিত। তৎপরে হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি ইছলাম ধর্ম্মে উৎকৃষ্ট নিয়ম স্থাপন করে, তাহার জন্য উহার ছওয়াব এবং যাহারা তাহার পরে

তদনুযায়ী কার্য্য করে তাহাদের ছওয়াব লাভ হইবে, কিন্তু তাহাদের ছওয়াবের কিছু পরিমাণ হ্রাস করা হইবে না। আর যে ব্যক্তি ইছলাম ধর্ম্মে কোন কুৎসিত রীতি প্রবর্ত্তন করে, তাহার জন্য উহার গোনাহ্ এবং যাহারা তাহার পরে তদনুযায়ী কার্য্য করে, তাহাদের গোনাহ্ অর্পিত হইবে, কিন্তু তাহাদের গোনাহের কিছু পরিমাণ হ্রাস করা হইবে না।—মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

এই হাদিছে বেদয়াতে হাছানা প্রবর্ত্তন করার ছওয়াবের কথা ও বেদয়াতে-ছাইয়েবা প্রচলন করার গোনাহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

জরির আবদুল্লাহর পুত্র, তাহার কুনইয়াত আবু ওমার, যে বৎসরে হজরত নবি (ছাঃ) এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তিনি সেই বৎসর মুছলমান হইয়াছিলেন। জরির বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ)এর এন্তেকালের ৪০ দিবস পূর্ব্বে মুছলমান হইয়াছিলাম। তিনি কুফা শহরে আগমন করতঃ কিছু কাল তথায় বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি 'কারকিছিয়া' নামক স্থানে গমন করেন, তিনি ৫১ হিজরীতে তথায় এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে বহু লোক হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।—মেঃ, ১১২২৩।

(১৪) এবনো-মছউদের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে নিহত হয় নাই যে, তাহার রক্তপাতের অংশ আদমের প্রথম পুত্রের উপর অর্পিত না হয়, কেন না সে-ই প্রথমে এই হত্যা প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিল।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা ;—

হজরত আদম (আঃ)এর শরিয়তের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, হজরত হাওয়া (আঃ) এক গর্ভে যুগল সন্তান হইত, একটী পুত্র ও একটী কন্যা, এক গর্ভে যে পুত্র ও কন্যা হইত, তাহাদের উভয়ের মধ্যে নেকাহ করা ঐ শরিয়তে হারাম ছিল, এই হেতু এক গর্ভের পুত্র অন্য গর্ভের কন্যার সহিত বিবাহ করিত হাবিলের সঙ্গে যে কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই কন্যা অপেক্ষা কাবিলের সহজাত কন্যাটী সমধিক সুন্দরী ছিল, হজরত আদম (আঃ) কাবিলের সহজাত

কন্যাকে হাবিলের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, এই হেতু কাবিল হিংসা পরবশ হইয়া হাবিলকে হত্যা করিয়াছিল, এই হত্যা কাণ্ডের পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও হত্যা করিয়াছিল না, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, দুনইয়াতে যে কেহ মানুষ হত্যা করিবে, ইহার গোনাহের অংশ কাবিলের উপর পতিত হইবে, যেহেতু সে প্রথম হত্যাকারী।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই হাদিছ হইতে বুঝা যায় যে, কাবিল হজরত আদম (আঃ)এর প্রথম সন্তান, কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মূলক কথা, উহার অর্থ কাবিল প্রথম হত্যাকারী।—মেঃ, ১।২২৮।

لا يزال من امتى মোয়াবিয়ার হাদিছটী আল্লাহ ইচ্ছা করেন ত এই উম্মতের ছওয়াবের অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১) কছির বেনে কএছের উক্তি;—

আমি দেমাশকের মছজেদে আবুদ্দারদার সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় একব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবুদ্দারদা, আমি রাছুল (ছাঃ)এর মদিনা নগরী হইতে তোমার নিকট এরূপ একটী হাদিছের জন্য আগমন করিয়াছি যে, আমি অবগত হইয়াছি যে, নিশ্চয় তুমি উহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়া থাক, আমি অন্য কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্যে আগমণ করি নাই। আবুদ্দারদা বলিলেন, নিশ্চয় আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি এলম সন্ধান উদ্দেশ্যে কোন পথে গমন করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উজ্জ্বল বেহেশতের পথ সমূহের মধ্যে একটি পথে লইয়া যান। নিশ্চয় ফেরেশতাগণ এলম অন্বেষণকারির সন্তোষ উদ্দেশ্যে নিজেদের ডানাগুলি বিছাইয়া দেন। নিশ্চয় আলেমের জন্য আছমানের

অধিবাসিগণ, জমির অধিবাসিগণ ও পানি গর্ত্তস্থ মৎস্য সকল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে। নিশ্চয় যেরূপ নক্ষত্র মালার উপর পূর্ণিমার রাত্রের চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব, সেইরূপ তাপসের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব, নিশ্চয় আলেমগণ নবিগণের উত্তরাধিকারী, সত্যই নবিগণ দীন ও দেরম ত্যাগ করিয়া যান নাই, ইহা ব্যতীত নহে যে, এলম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আহমদ, তেরমেজি, আবুদাউদ, এবনো-মাজা ও দারমি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং তেরমেজি উক্ত রাবির নাম কয়েছ বেনে কছির বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা ;—

এলমের অর্থ দীন সংক্রান্ত যে কোন এলম হউক, অল্প হউক, আর বিস্তর হউক, উন্নত ধরণের হউক, আর অনুন্নত ধরনের হউক। শুবয়োল্-ঈমান কেতাবে আছে—ছওরি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে এলম অন্বেষণ অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট বিষয় আমি জানি না। এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছেন, নফল নামাজ অপেক্ষা এলম চেষ্টা করা সমধিক শ্রেষ্ঠ। এমাম মালেক বলিয়াছেন, এলম একটী হেকমত, উহা একটী জ্যোতিঃ—আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, উহার দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এবনো-মালেক বলিয়াছেন, বেহেশতের বহু পথ আছে। প্রত্যেক প্রকার সৎকার্য্য উহার এক একটী পথ, এলম উহার সমধিক নিকটস্থ ও বৃহৎ পথ। ছুফিগণ বলিয়াছেন, সৃজিত প্রাণিসমূহের সংখ্যা গুলির পরিমাণ খোদা প্রাপ্তির পথ আছে। ইহা এলমে মা'রেফাত এবং একপ্রকার এলম। সৈয়দ জামালদ্দিন বলিয়াছেন, সত্য সত্যই ফেরেশতাগণ নিজেদের পালক বিছাইয়া দিয়া থাকেন। এবনোল-কাইয়েম আহমদ বেনে শোয়াএব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বাছরাতে কোন মোহাদ্দেছের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট এই হাদিছটী বর্ণনা করিলেন, উক্ত সভাতে একজন মো'তাজেলা (ভ্রান্ত) ছিল। সে এই হাদিছের উপর বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, খোদার শপথ, সত্যই কল্য আমি জুতা পায় দিয়া চলিব এবং তদ্দ্বারা ফেরেশতাগণের পালকগুলি মর্দ্দন করিব। সে ব্যক্তি তাহাই করিল এবং জুতাদ্বয়সহ চলিতে লাগিল, ইহাতে তাহার পদদ্বয় অবশ হইয়া গেল এবং উভয়টী অধম হইয়া কীটের খোরাক হইল।

তেবরাণি বলিয়াছেন, আমি এহইয়া ছাজির পুত্রকে বলিতে শুনিয়াছি, আমরা কোন মোহাদ্দেছের দ্বার দেশে গমন উদ্দেশ্যে বাসোরার গলি কুচাতে চলিতেছিলাম, আমরা তাড়াতাড়ি চলিতেছিলাম, আমাদের সঙ্গে একজন বেদাতি নির্ভীক লোক ছিল, সে বলিতেছিল, তোমরা ফেরেশতাগণের পালক সমূহের উপর হইতে পা উত্তোলন কর, উক্ত পালকগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিও না। হাদিছের উপর বিদ্রূপ বশতঃ সে ইহা বলিয়াছিল, সেই স্থান ত্যাগ করার পূর্ব্বে তাহার পদদ্বয় অবশ হইয়া গেল এবং সে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িয়া গেল।

ছোনান ও মাছানিদে আছে, ছাফওয়ান বেনে আছছাল বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমি এলম চেষ্টা করিতে আগমন করিয়াছি। হজরত বলিলেন, এলম অন্বেষণকারীর উপর ধন্যবাদ, ফেরেশতাগণ এলম শিক্ষার্থিকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, নিজেদের পালক দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলেন, একে অন্যের উপর আরোহন করতঃ প্রথম আছমান পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকেন। শেখ এবনো-কাইয়েম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। হাকেম এই হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন।

কেহ কেহ উহার অর্থে বলেন, ফেরেশতাগণ এলমের সম্মানের জন্য শিক্ষার্থির জন্য নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিম্বা উড়িয়া যাওয়া রহিত করিয়া দিয়া তাহাদের নিকট অবতরণ করিয়া থাকেন, অথবা তাহাদের সহায়তা করিয়া উহার অনুসন্ধানের পথ সুগম করিয়া দেন, বা তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করেন ও তাহাদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

আছমানের ফেরেশতাগণ, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাশি, হজরত সোলেমান সকলেই আলেমে-হাক্কানিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যেহেতু আলেমগণের প্রশংসা করার জন্য তাহারা পরিচিত হইয়াছেন এবং তাহাদের কথা দ্বারা ইহারা গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

আলেমগণের ফৎওয়া অনুসারে দুনইয়া বাসিদের স্থায়িত্ব ও কল্যাণ সাধিত হয়, এই হেতু ইহারা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জগতের জীবিত ও মৃত সকলের কল্যাণ এই আলেম সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সাধিত হয়।

পানি গর্ভস্থ মৎস্য সকল বলিয়া সমস্ত প্রকার জল জন্তু অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, ভূমির অধিবাসিগণ অপেক্ষা সামুদ্রিক জন্তুগুলি সংখ্যাতে বেশী, কেন না জমিতে চাল্লিশত আলমের এবং সমুদ্রে ছয় শত আলমের বাসস্থান স্থির করা হইয়াছে।

সামুদ্রিক জীবগুলি পানি দ্বারা জীবিত থাকে, আর আলেমে-রাব্বানিদিগের বরকতে পানি বর্ষণ হইয়া থাকে, হাদিছে আছে;—তাঁহাদের বরকতে তোমাদের উপর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে এবং তোমরা জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাক।

এস্থলে আলেমের অর্থ—যে আলেম এলমের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন এবং শরিয়তের ফরজ ও ছুন্নতগুলি আদায় করার পরে এলম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, সেই আলেম। আবেদের অর্থ—যে তাপস অধিক সময়ে এবাদত কার্য্যে সংলিপ্ত, এবাদত কিসে কিসে ছহিহ হয় তৎসমস্ত অবগত হওয়া সত্বেও সর্ব্বদা নফল এবাদতে নিমগ্ন থাকে।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, ইমানদার আবেদ হইলেও যদি আলেম না হয়, তবে তাহার জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রকার গুণে গুণান্বিত আলেম ও আবেদ হওয়া এই হেতু জরুরি যে, উপরোক্ত গুণ বর্জ্জিত আলেম ও আবেদের কোন নির্দ্দিষ্ট দরজা হইতে পারে না, বরং তাহারা দোজখের উপযুক্ত হইয়া থাকে, কেন না আমল কারির আমল (জরুরি) এলম ব্যতীত ছহিহ হইতে পারে না, আরও আমল ব্যতীত এলমের পূর্ণতা লাভ হয় না, বরং হাদিছে আছে; নিরক্ষরের জন্য একবার আক্ষেপ এবং আলেমের জন্য ৭ বার আক্ষেপ। আরও হাদিছে আছে;—"যে আলেমের এলমের দ্বারা কোন উপকার সাধিত না হয়, সেই আলেম কেয়ামতের দিবস সমধিক শাস্তি গ্রস্ত হইবে।"

কারণ সেই আলেম নিজে ভ্রান্ত, অন্যদিগকে ভ্রান্তকারী হইয়া থাকে।

কাজি বলিয়াছেন, আলেমকে চন্দ্রের সহিত এবং আবেদকে নক্ষত্রমালার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, কারণ যেরূপ চন্দ্রের আলোকে দুনইয়া আলোকিত হয়, সেইরূপ আলেমের হেদাএতের নূরে দুনইয়াবাসিগণ উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন। যেরূপ তারকামালা নিজেরা আলোকিত, কিন্তু অন্যদিগকে আলোকিত করিতে পারে না, সেইরূপ আবেদেরা নিজেরা এবাদতের নূরে আলোকিত, কিন্তু অন্যদিগকে হেদাএতের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ করিতে পারে না।

নবিগণের ওয়ারেছ আলেমগণ হইবেন, কেন না নবিগণ টাকাকড়ি, বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া যান নাই, তাঁহারা এলম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন, নবি (ছাঃ)এর নিকট বনু-নোজাএর সম্প্রদায়ের লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি, ফাদাক ও খয়বরের জমি তাঁহার এন্তেকাল পর্য্যন্ত ছিল, হজরত শোয়াএব (আঃ)এর বহু ছাগল ছিল, হজরত আইউব ও এবরাহিম (আঃ) বিরাট সম্পদ শালী ছিলেন, তবে উপরোক্ত হাদিছ ছহিহ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, নবিগণের উপরোক্ত সম্পদগুলি উম্মতগণের জন্য অকফ করা হইয়াছিল, কাজেই তাহাদের সন্তানগণ ও স্ত্রীগণ তৎসমস্তের উত্তরাধিকারি হন নাই।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বাজারে একদল ব্যবসায়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা যে এস্থলে আছ, অথচ নবি (ছাঃ)এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মছজেদে বিতরণ করা হইতেছে। তাহারা ব্যস্ত ত্রস্তভাবে মছজেদের দিকে ধাবিত হইয়া কোরআন, জেক্র ও এলমের মজলিশ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না. ইহাতে তাঁহারা বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা কোথায়? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহাই হজরত (ছাঃ)এর পরিত্যক্ত সম্পদ—যাহাতে তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে, ইহা তোমাদের পার্থিব সম্পদ নহে।—মে, ১।২২৯।

শিয়ারা বলিয়া থাকে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হজরত ফাতেমা (রাঃ)কে ফাদাক নামক উদ্যান হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন যাহা তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—হজরত ফাতেমা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, হে আবু কোহাফার পুত্র, তুমি নিজের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি লইতেছ, পক্ষান্তরে আমি নিজের পিতার সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারিব না, ইহা কি ন্যায় বিচার হইতে পারে? তদুত্তরে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি নবি (ছাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, আমরা আম্বিয়া সম্প্রদায়, আমরা কাহারও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইব না; কিন্তু ইহা কোরআনের আয়তের বিপরীত।

আয়তটী এই;—

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين •

অনুবাদ;—"এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তান সন্ততি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন—পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের তুল্য."

আরও কোরআন শরিফের ছুরা নমলে আছে ;—

و ورث سليمان داؤد ●

"এবং ছোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইলেন।"

আরও কোরআন শরিফের ছুরা মরয়েমে আছে ;—

فهب لي من لدنك ولياً يرثني و يرث من آل يعقوب ◎

"অতঃপর তুমি আমার জন্য নিজের নিকট হইতে একজন ওলী প্রদান কর যে আমার ও ইয়াকুবের বংশধরগণের ওয়ারেছ হয়।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, নবিগণের ওয়ারেছ হইয়া থাকে।

আমাদের উত্তর ;—

হজরত আবু বকর (রাঃ) হজরত ফাতেমার সহিত কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি হজরত নবি (ছাঃ)এর মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, নবিগণের কোন উত্তরাধিকারী হয় না, এই হেতু তিনি ফাদাক উদ্যানকে হজরত ফাতেমার অধিকারে প্রদান করেন নাই। হজরত নবি (ছাঃ)এর সম্পত্তির স্বত্ব ওয়ারেছগণের প্রাপ্য হইলে, হজরত ফাতেমার ৷৹ আটআনা, তাঁহার বিবিগণের ৵৹ দুইআনা ও চাচা হজরত আব্বাছের ।৵৹ ছয়আনা প্রাপ্য হইত। যদি হজরত আলি ও ফাতেমার সহিত তাঁহার বিদ্বেষ ভাব থাকা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে তিনি নিজের কন্যা আএশা ও অন্যান্য বিবিগণকে বঞ্চিত করিতেন না, ইঁহাদের সহিত তাঁহার কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না, আর আব্বাছ (রাঃ)কে কেনই বা বঞ্চিত করিবেন, ইনিত প্রথম হইতে তাঁহার খেলাফতের সহায়তাকারী ও পরামর্শ দাতা ছিলেন।

ছহিহ বোখারি, ১,৪৩৩ পৃষ্ঠা ;—

ان عمر بن الخطاب رض بمحضر من الصحابة فيهم علي و العباس و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام و سعد بن ابي وقاص انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء و الارض ان تعلمون ان رسول الله صلعم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا اللهم نعم ثم اقبل علي على و العباس فقال انشدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلعم قد قال ذلك قال اللهم نعم ◎

"নিশ্চয় ওমার বেনেল খাত্তাব (রাঃ) কতকগুলি ছাহাবার সমক্ষে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আলি, আব্বাছ, ওছমান, আবদুর রহমান বেনে আওফ, জোবাএর বেনে আওয়াম ও ছা'দ বেনেল অক্কাছ ছিলেন, আমি তোমাদিগকে ঐ খোদার কছম দিতেছি যাহার হুকুমে আছমান ও জমির স্থায়ী রহিয়াছে, তোমরা জান কি যে নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের সম্পত্তির অধিকারি কেহ হইবেন না, আমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, উহা ছদ্‌কা (অকফ), তাঁহারা বলিলেন, আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, হাঁ (তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন)। তৎপরে তিনি আলি ও আব্বাছের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের উভয়কে কছম দিতেছি, তোমরা জান কি যে, রাছুলাল্লাহ (ছাঃ) উহা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আল্লাহতায়ালার নাম স্মরণ করিয়া বলিতেছি, (হাঁ, তিনি উহা বলিয়াছিলেন)।

শিয়াদের অছুলে-কাফির ১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

عن ابي عبد الله قال أن العلماء ورثة الانبياء و ذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا و انما ورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظا وافرا ۞

"আবু আবদুল্লাহ জা'ফর বেনে ছাদেক (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আলেমগণ নবিগণের ওয়ারেছ, কেন না নবিগণ দেরম ও দীনার ত্যাগ করিয়া যান নাই, ইহা ব্যতীত কিছু নহে যে, তাঁহারা তাঁহাদের হাদিছ সমূহের মধ্যে কতক হাদিছ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি তৎসমূহ হইতে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছে, সত্যই সে ব্যক্তি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে।"

এই হাদিছে বুঝা গেল যে, হজরত নবি (ছাঃ) এলমে-দীন ব্যতীত বিষয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের জন্য ত্যাগ করিয়া যান নাই।

শিয়া ও ছুন্নিদিগের সমস্ত বিদ্বান্ এক বাক্যে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ)এর মুখে কোন হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে উহার 'মোতাওয়াতের' হাদিছের তুল্য অকাট্য সত্য, যেহেতু হজরত আবুবকর (রাঃ)

উহা স্বয়ং নবি (ছাঃ)এর পাক মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, কাজেই তিনি উহা কোরআনের তুল্য অকাট্ট দলীল বুঝিয়া অন্যান্য লোকদের নিকট ভবস্ত করা আবশুক বুঝেন নাই।

কোরআন শরিফের ছুরা হাশরে আছে ;—

و ما افاء الله علي رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكن الله يسلط رسله علي من يشاء و الله على كل شيء قدير ⊙

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتمى و المسكين و ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منهم ⊙

অনুবাদ ;—"আল্লাহ তাহাদের মধ্য হইতে লুণ্ঠিত যাহা কিছু রাছুলকে দিয়াছেন, তোমরা উহার উপর ঘোটক ও উষ্ট্র ধাবিত কর নাই, কিন্তু আল্লাহ নিজের রাছুলগণকে যাহার উপর ইচ্ছা করেন পরাক্রান্ত করেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিশালী, আল্লাহ নিজের রাছুলকে গ্রামবাসিদের নিকট হইতে যে লুণ্ঠিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন, তাহা আল্লাহ রাছুল, আত্মীয়গণ, পিতৃহীনগণ, দরিদ্রগণ ও মোছাফেরগণের জন্য হইবে, যেন উহা তোমাদের ধনীদের সম্পদ না হইয়া পড়ে।" এই আয়াত ফাদাক ও খয়বরের অর্দ্ধেকাংশের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে।

এই আয়তেই বুঝা যায় যে, এই ফাদাক ও খয়বরের অর্দ্ধেকাংশ আল্লাহ-তায়ালা কয়েকটী সম্প্রদায়ের জন্য অক্‌ফ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

শিয়ারা বলিয়া থাকেন, কোরআনের আয়ত উল্লিখিত ফারাএজি স্বত্ব হাদিছের দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ইহার এক উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, হজরতের মুখে শুনা হাদিছ—কোরআনের তুল্য অকট্য দলীল, দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কোরআনের এই ছুরা হাশরের আয়তে বুঝা যায় যে, নবি (ছাঃ)এর পরিত্যক্ত ফাদাক ইত্যাদি উত্তরাধিকারিগণের প্রাপ্য হইতে পারে না। উহা অক্‌ফের সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাজেই এক আয়তের হুকুম অন্য আয়ত কর্ত্তৃক মনছুখ হইয়াছে।

কোরআনের ছুরা নেছার আয়তে বুঝা যায় যে, কয়েকটী স্ত্রীলোক ব্যতীত সমস্ত স্ত্রীলোক হালাল হইবে, কিন্তু কোরআন শরিফের ছুরা আহজাবের ৭ রুকূর এই আয়তে;—

ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابداً ○

বুঝা যায় যে, রাছুলের স্ত্রী সকল উম্মতের উপর হারাম। সেইরূপ ছুরা নেছার ২য় রুকূতে পুত্র কন্যার পিতৃ সম্পত্তির অংশীদার হওয়া বুঝা গেলেও ছুরা হাশরের আয়তে হজরত পরিত্যক্ত ফাদাক ইত্যাদি অকফ সম্পত্তির অন্তর্গত হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এইরূপ কাফের সন্তান সন্ততি, গোলাম ও পিতা হত্যাকারী ওয়ারেছ হইতে পারে না।

এইরূপ শিয়ারা এমামগণ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, এমামগণ, তরবারি, কোরআন শরিফ, আঙ্গুটী ও পোষাক নির্ব্বাচিত পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রকে প্রদান করেন নাই।

মোহাদ্দেছ ও ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হজরত ওমারের খেলাফত কালে খয়বর ও ফাদাককে হজরত আলি ও আব্বাছের অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, পরে হজরত আলি হজরত আব্বাছের উপর পরাক্রান্ত হইয়া উহা নিজের অধিকারে লইয়া ছিলেন, হজরত আলির পরে এমাম হাছানের তৎপরে এমাম হোছাএনের পরে আলি বেনে হোছাএনের ও হাছান বেনে হাছানের পরে জায়েদ বেনে হাছানের অধিকারে ছিল।

যদি ফাদাক হজরত নবি (ছাঃ)এর অকফের সম্পত্তি না হইত, তবে হজরত আলি, এমাম হাছান ও এমাম হোছাএন প্রভৃতি হজরতের চাচা আব্বাছ ও হজরতের বিবিগণকে অষ্ট আনা অংশ প্রদান করেন নাই কেন?

হজরতের তরবারি, জেরা, দোল দোল নামক অশ্বতর হজরত আলিকে দেওয়া হইয়াছিল। হজরতের ফুফির পুত্র জোবাএর বেনেল আওয়ামকে কিছু ও মোহাম্মদ বেনে মোছলেমা আনছারিকে কিছু দেওয়া হইয়াছিল, যদি হজরতের সম্পত্তি ফারাএজ অনুসারে বণ্টন হইত, তবে তাঁহার চাচা ও বিবিগণ তৎসমস্তের অংশ পাইতেন।

ছহিহ বোখারি, ১।৪৩৫—৪৩৬ পৃষ্ঠা ;—

মালেক বেনে আওছ বলিয়াছেন, আমি হজরত ওমারের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট তাঁহার দ্বার রক্ষক 'ইয়ারফা' উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি কি ওছমান, আবদুর রহমান বেনে আওফ, জোবাএর ও ছা'দ বেনে আবি অক্কাছ সম্বন্ধে অনুমতি দিবেন, তাঁহারা অনুমতি চাহিতেছেন। ইহাতে তিনি তাঁহাদের জন্য অনুমতি দিলেন ; তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ছালাম করিয়া বসিলেন। তৎপরে ইয়ারফা অল্পক্ষণ বসিয়া বলিতে লাগিল, আপনি কি আলি ও আব্বাছের জন্য অনুমতি দিবেন ? তিনি বলিলেন হাঁ, তিনি উভয়ের জন্য অনুমতি দিলেন, উভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ছালাম করিয়া বসিয়া পড়িলেন, আব্বাছ বলিলেন, হে আমিরোল-মো'মেনিন, আপনি আমার মধ্যে এবং এই ব্যক্তির মধ্যে বিচার ব্যবস্থা করুন, আল্লাহতায়ালা বনু নজির সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হইতে যাঁহা নিজের রছুলকে প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উভয়ে বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছিলেন। ইহাতে ঐ দল অর্থাৎ ওছমান ও তাঁহার সঙ্গিগণ বলিলেন, হে আমিরোল-মো'মেনিন, আপনি উভয়ের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা করিয়াদিন এবং একজে অন্য হইতে শান্তি প্রদান করুন। ইহাতে (হজরত) ওমার বলিলেন, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। আমি তোমাদিগকে উক্ত আল্লাহতায়ালার কছম দিতেছি যাহার অনুমতিতে আছমান ও জমিন স্থায়ী আছে। তোমরা জান কি নিশ্চয় নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আমাদের ওয়ারেছ কেহ হইবে না, আমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছি উহা ছদকা (অকফ) হজরত (ছাঃ) ইহা নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ঐ জামায়াত (ছাহাবাগণ) বলিলেন, নিশ্চয় তিনি উহা বলিয়াছিলেন। তৎপরে (হজরত) ওমার, আলি ও আব্বাছের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদিগকে আল্লাহ-তায়ালার কছম দিতেছি, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহা বলিয়াছিলেন, ইহা তোমরা জান কি ? উভয়ে বলিলেন, সত্যই তিনি উহা বলিয়াছিলেন। (হজরত) ওমার বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছি, সত্যই আল্লাহ এই বিনা যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্বন্ধে নিজের রাছুলের জন্য এরূপ বিশিষ্ট ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন যাহা তিনি তাহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রদান করেন নাই।

তৎপরে তিনি আয়ত পড়িলেন—

وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ◎

ইহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর জন্য খাস। খোদার কছম, তিনি তোমাদিগকে বাদ দিয়া উহা নিজের জন্য সঞ্চয় করেন নাই এবং তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য খাস করিয়া লন নাই, বরং তিনি উহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন এবং তোমাদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি উহা হইতে এই সম্পদ বাকি রহিয়াছে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এই সম্পত্তি হইতে নিজের পরিজনের জন্য তাঁহাদের বৎসরের খোরাক প্রদান করিতেন। তৎপরে উহার অবশিষ্টাংশ লইয়া আল্লাহতায়ালার পথে নির্দ্ধারিত সম্পদের ন্যায় ব্যয় করিতেন। (অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র, ঘোটক ও মুছলমানদিগের হিতকর কার্য্য সমূহে ব্যয় করিতেন)। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জীবদ্দশাতে এইরূপ ভাবে ব্যয় করিতেন।

তোমাদিগকে কছম দিয়া বলিতেছি, তোমরা ইহা জান কি? তাঁহারা বলিলেন হাঁ। তৎপরে (হজরত) ওমার আলি ও আব্বাছকে বলিলেন, তোমাদিগকে খোদার কছম দিয়া বলিতেছি তোমরা উভয়ে ইহা জান কি? (তাঁহারা বলিলেন, হাঁ)। (হজরত) ওমার বলিলেন—তৎপরে আল্লাহতায়ালা নিজের নবীকে পরজগতে উঠাইয়া লইলেন। তখন আবুবকর বলিলেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর প্রতিনিধি, পরে তিনি উক্ত সম্পত্তি অধিকারে লইয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহা যে ভাবে ব্যয় করিতেন, তিনিও সেই ভাবে ব্যয় করিতে লাগিলেন। আল্লাহ জানেন, নিশ্চয় তিনি তৎসম্বন্ধে সত্যবাদী, সাধু, সত্যপথ প্রাপ্ত সত্যের অনুসরণ কারী। তৎপরে আল্লাহ আবুবকরকে ইহ জগৎ হইতে উঠাইয়া লইলেন, তৎপরে আমি আবুবকরের প্রতিনিধি। আমি নিজের খেলাফত কালে উহা নিজের অধিকারে রাখিয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে ভাবে উহা ব্যয় করিতেন এবং আবুবকর যে ভাবে উহা ব্যয় করিতেন, আমিও সেই ভাবে উহা ব্যয় করিতাম আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই আমি তৎসম্বন্ধে সত্যবাদী, সাধু, সত্যপথ প্রাপ্ত ও সত্যের অনুসরণ কারী। তৎপরে তোমরা

উভয়ে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সমালোচনা করিতে লাগিলে, তোমাদের উভয়ের দাবি এক এবং কার্য্য এক। হে আব্বাছ, তুমি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের অংশ যাচ্ঞা করিলে এবং ইনি অর্থাৎ আলি নিজের স্ত্রীর অংশ তাঁহার পিতার পক্ষ হইতে তলব করিলেন। তখন আমি তোমাদের উভয়কে বলিয়াছিলাম, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের ওয়ারেছ কেহ হইবে না, আমরা যাহা ত্যাগ করিয়াছি, উহা ছদকা। যখন উহা তোমাদের নিকট সমর্পণ করিতে আমার ইচ্ছা হইল, আমি বলিলাম, যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাদের হস্তে এই শর্ত্তে সমর্পণ করিতে পারি যে, তোমাদের উপর খোদার অঙ্গীকার ও ওয়াদা থাকিল যে, রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) যেরূপ উহা ব্যয় করিয়াছিলেন ও আবুবকর যেরূপ উহা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং আমি উহার অধিকারি থাকা কাল তক যেরূপ ব্যয় করিয়াছি, তোমরা উভয়ে সেইরূপ ব্যয় করিবে। ইহাতে তোমরা উভয়ে বলিলে, আপনি উহা আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন। এই হেতু আমি উহা তোমাদের উভয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে আল্লাহতায়ালার কছম দিতেছি, আমি উক্ত সম্পত্তি তাহাদের উভয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম কি না? ছাহাবার জামায়াত বলিলেন, হাঁ। তৎপরে তিনি আলি ও আব্বাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহতায়ালার কছম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি তোমাদের উভয়ের নিকট উহা সমর্পণ করিয়াছিলাম কি না? উভয়ে বলিলেন, হাঁ। হজরত ওমার বলিলেন, এক্ষণে তোমরা আমার নিকট হইতে অন্য প্রকার বিষয়ের ব্যবস্থা চাহিতেছ? উক্ত খোদার কছম যাহার হুকুমে আছমান ও জমি স্থায়ী আছে, আমি এতৎ সম্বন্ধে তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবস্থা করিতে পারিব না। যদি তোমরা উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পার, তবে উহা আমার উপর সমর্পণ কর, আমি তোমাদের উক্ত কার্য্য করিতে যথেষ্ট হইব।

এই হাদিছটী একটু কম বেশী ভাবে ছহিহ বোখারির ২।৫৭৬-৯৯৮।১০৮৫ পৃষ্ঠায় ও ছহিহ মোছলেমের ২।৯০-৯১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

ছহিহ বোখারি, ২।৫৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك
ابن اوس انا سمعت عائشة زوج النبي صلعم تقول ارسل ازواج

النبي صلعم عثمان الى ابى بكر يسالنه ثمنهن مما افاء الله علي رسوله صلعم فكنت انا اردهن فقلت لهن الا تتقين الله الم تعلمن ان النبي صلعم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه انما يأكل آل محمد في هذا المال. فانتهى ازواج النبى صلعم الي ما اخبرتهن قالت فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن على ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين و حسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول الله صلعم حقا ●

জুহরি বলেন, আমি এই হাদিছটী জোবাএরের পুত্র ওরওয়ার নিকট বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন, মালেক বেনে আওছ সত্য কথা বলিয়াছেন। আমি নবি (ছাঃ)এর স্ত্রী (হজরত) আএশাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, নবি (ছাঃ)এর বিবিগণ ওছমানকে আবুবকরের নিকট পাঠাইলেন, আল্লাহ বিনা যুদ্ধে নিজ রাছুলকে যে সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত আবুবকরের নিকট নিজেদের অংশ তলব করিতেছিলেন। ইহাতে আমি তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা কি খোদার ভয় করিতেছ না? তোমরা কি জান না যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আমাদের ওয়ারেছ কেহ হইবে না, আমরা যে, বস্তু ত্যাগ করিয়াছি, উহা ছদকা। হজরত নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন। মোহম্মদের আওলাদ এই সম্পদ ভোগজাত করিবেন। যখন তিনি হজরতের বিবিগণকে এই সংবাদ দিলেন, তখন হইতে তাহারা নিরস্ত হইয়া গেলেন। এই ছদকা (অকফ) আলির কর্তৃত্বাধীনে ছিল; আলি আব্বাছকে বাদ দিয়া উহার কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, ইনি তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপর পরাক্রান্ত হইলেন। তৎপরে উহা হোছান বেনে আলির কর্তৃত্বাধীনে তৎপরে হোছাএন বেনে আলীর কর্তৃত্বাধীনে, তৎপরে আলি বেনে হোছাএন ও হাছান বেনে হাছানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, উভয়ে ধারাবাহিক ভাবে উহার পরিচালনা করিতেন, তৎপরে উহা জায়দ বেনে হাছানের আয়ত্বাধীনে ছিল। উহা সত্যই নবি (ছাঃ)এর অকফ ছিল।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

عن عائشة ان فاطمة و العباس اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما ارضه فدك و سهمه من خيبر فقال ابو بكر سمعت النبي صلعم يقول لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل آل محمد في هذا المال و الله لقرابة رسول الله صلعم احب الي ان اصل من قرابتي ●

(হজরত) আএশার উক্তি ;—নিশ্চয় (হজরত) ফাতেমা ও আব্বাছ (র) আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইয়া ফাদাকের জমি ও খয়বরের অংশ মিরাছিস্বত্ব বলিয়া তলব করিয়াছিলেন। ইহাতে আবুবকর বলিয়াছিলেন, আমি রাছুলুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব হইবে না, আমাদের পরিত্যক্ত বিষয় ছদকা, এই সম্পত্তিতে হজরতের আওলাদের খোরাক হইবে। খোদার কছম, রাছুলুল্লাহর আত্মীয়তার হক বজায় করা আমার আত্মীয়তা অপেক্ষা আমার নিকট সমধিক প্রীতিজনক।"

ছহিহ বোখারি, ২।১১৬ পৃষ্ঠা ছহিহ মোছলেম, ২।৯২ পৃষ্ঠা ;—

عن ابي هريرة ان رسول الله صلعم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة ●

আবু হোরায়রার উক্তি ;—

নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার ওয়ারেছগণ দীনারের (টাকা কড়ির) অংশ প্রাপ্ত হইবে না, আমার স্ত্রীদিগের খোরাক ও কর্ম্মচারিগণের খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, উহা ছদকা হইবে।

মেশকাত ৩৫৩ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ;—

ان رسول الله صلعم كانت له فدك فكان ينفق منها و يعود منها على صغير بني هاشم و يزوج منها ايامهم و ان فاطمة رضي الله عنها سالته ان يجعلها لها فابى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلعم حتى مضى لسبيله فلما ان ولي ابو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلعم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ان ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت امرا منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق و اني اشهدكم اني رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلعم و ابي بكر و عمر ●

নজর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর ফাদাক উদ্যান ছিল, তিনি উহার আয় হইতে ব্যয় করিতেন, তদ্দ্বারা বনি হাশেমের নাবালেগদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাহাদের বিধবাদিগের বিবাহ করাইয়া দিতেন। সত্যই ফাতেমা (রাঃ) হজরতের নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন উহা তাঁহাকে দান করেন, ইহাতে তিনি উহা দান করিতে অস্বীকার করেন। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত কাল তক ফাদাকের ঐরূপ অবস্থা ছিল, এমন কি তিনি এন্তেকাল করিয়া যান। তৎপরে যখন আবুবকর খলিফা নিয়োজিত হন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জীবিতাবস্থায় তৎসম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করিতেন, তিনি ও সেইরূপ কার্য্য করিতেন। তৎপরে ওমার খলিফা পদে নিয়োজিত হইয়া পূর্ব্বতন দুইজনের কার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিতেন, এমন কি তিনি এন্তেকাল করিয়া যান। তৎপরে মারওয়ান উহা নিজের সম্পদরূপে পরিণত করেন। তৎপরে উহা (খলিফা) ওমার বেনে আবদুল আজিজের অধিকারে আসিলে, তিনি বলেন, "আমি এইরূপ একটী বিষয় দেখিলাম যাহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমাকে প্রদান করেন নাই, উহা আমার হক হইতে পারে না। আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি, আমি উহা এরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তন করিব যাহা নবি (ছাঃ), আবুবকর ও ওমারের সময় ছিল।"

উপরোক্ত হাদিছ সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলি অকফ ছিল, উহাতে ফারাএজি স্বত্বের ন্যায় বণ্টন চলিতে পারে না, ইহা স্বয়ং নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, বহু ছাহাবা, বিশেষতঃ হজরত আব্বাছ ও আলি ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। যদি ইহা ফারাএজ হিসাবে ভাগ বাটোয়ারা হইত, তবে হজরত আলি হজরত আব্বাছের ।৵৹ স্বত্ব ও হজরতের বিবিগণের ৵৹ স্বত্ব আত্মসাৎ করিয়া গোনাহগার হইবেন কি? বরং এই অকফের সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী কে হইবেন, ইহা লইয়া হজরত আলি ও হজরত আব্বাছের মধ্যে বিসম্বাদ হইয়াছিল। হজরতের জীবদ্দশাতে স্বয়ং তিনি মোতাওয়াল্লী ছিলেন, তৎপরে প্রথম খলিফা ও দুই বৎসর যাবৎ হজরত ওমার মোতাওয়াল্লী ছিলেন। তৎপরে তিনি হজরত আলি ও আব্বাছকে মোতাওয়াল্লী করিয়াছিলেন। তৎপরে হজরত আলি উহার একমাত্র মোতাওয়াল্লী হইলে, হজরত আব্বাছের সঙ্গে তাহার বিসম্বাদ উপস্থিত হয়,

হজরত ওমার (রাঃ) এই বাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া দিয়া উভয়কে মোতাওয়াল্লী স্থির করিয়া দেন। তৎপরে হজরত আলির আওলাদেরা উহার মোতাওয়াল্লী থাকেন।

এস্থলে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হয়, উহা এই যে, যদি হজরতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভাগ বাটোয়ারা নাই হয়, তবে হজরতের বিবিগণ নিজ নিজ ঘরের মালিক হইলেন কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, হজরত (ছাঃ) নিজের বিবিগণকে ঘরগুলি হেবা করিয়া দখল দিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারা ফারাএজ সূত্রে প্রাপ্ত হন নাই। বরং হেবা সূত্রে তাঁহারা গৃহগুলির মালিক হইয়াছিলেন, এই হেতু কোরআন শরিফে قرن في بيوتكم, বিবিদের ঘর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, শিয়া ও ছুন্নিদিগের স্বীকৃত মতে হজরত হাছান এন্তেকালের পূর্ব্বে হজরত আএশার নিকট অনুমতি চাহিয়া ছিলেন যে, তাঁহার নানার গোরের নিকট তাঁহাকে দফন করিতে যেন সুযোগ দেওয়া হয়। যদি হজরত আএশা উক্ত গৃহের মালিক না হইতেন, তবে এই অনুমতি গ্রহণের কোনই অর্থ হইতে পারে না।

এস্থলে আরও কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, প্রথম এই যে, ছহিহ বোখারির ২।১০৮৫ পৃষ্ঠায় আছে;—

قال العباس يا امير المؤمنين اقض بيني و بين الظالم استبا •

আব্বাছ বলিলেন, হে আমিরোল-মো'মেনিন, তুমি আমার মধ্যে ও এই অত্যাচারির মধ্যে বিচার ব্যবস্থা করিয়া দাও উভয়ে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেন।

ছহিহ মোছলেমের ২।৯০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني و بين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن ◎

তৎপরে আব্বাছ বলিলেন, "হে আমিরোল-মো'মেনিন, তুমি আমার মধ্যে এবং এই মিথ্যাবাদী, পাপী, অঙ্গীকার-নষ্টকারি গচ্ছিত হরণকারির মধ্যে বিচার ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

হজরতের চাচা হজরত আলির সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রকার কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

ছহিহ মোছলেমের টীকা নাবাবীর ২।৯০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

মাজুরি বলিয়াছেন, আব্বাছের পক্ষে প্রকাশ্য অর্থের হিসাবে এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা উপযুক্ত হইতে পারে না, হজরত আলির মধ্যে ঐ বর্তমান থাকা দূরের কথা, কতক দোষ থাকাও অসম্ভব. নবি (ছাঃ) এবং তিনি যাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত বেগোনাহ বলিয়া আমরা কাহাকেও ধারণা করি না, কিন্তু আমরা ছাহাবাগণের সম্বন্ধে সৎ-ধারণা করিতে এবং তাহাদের জাত হইতে সর্ব্বপ্রকার দোষ স্খলন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আর যদি হাদিছের অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করার দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে উহার রাবিদের মিথ্যা বলার কথা স্বীকার করিতে হইবে। এই হিসাবে কোন কোন লোক নিজের নোছখাতে এইরূপ কথাগুলি লেখা হইতে বিরত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি রাবিদের ভুলের কথা স্বীকার করিয়াছেন। মাজুরি বলিয়াছেন, যদি এরূপ কথা বজায় রাখা জরুরি হয় এবং রাবিদের ভ্রমের কথা স্বীকার না করা হয়, তবে ইহাই বলা সমধিক যুক্তিযুক্ত হইবে যে, হজরত আব্বাছ নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহসূচক ভাবে ইহা বলিয়াছিলেন, কেন না তিনি তাঁহার পুত্রের তুল্য ছিলেন, যাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না এবং নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে যাহা হইতে নির্দ্দোষ জানিতেন তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, হজরত আলি ভ্রমসঙ্কুল কার্য্য করিয়াছেন, এই ধারণায় হজরত আব্বাছ উহা হইতে সাবধান করার উদ্দেশ্যে উক্ত শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যদি জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছা প্রনোদিত হইয়া কার্য্য করিতেন, তবে হজরত আলি উপরোক্ত প্রকার দোষে দোষান্বিত বলিয়া অভিহিত হইতেন, আর হজরত আলি নিজ বিশ্বাস মতে ধারণা করিতেন না যে, উক্ত কার্য্যে তাহার ভ্রমসঙ্কুল পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। যদি কোন মালিকি মতাবলম্বি ব্যক্তি বলে যে, নবিজ (খোর্ম্মা ভিজান পানি) পানকারী ফাছেক, আর কোন হানাফী মজহাবধারি বলে যে, সে ফাছেক হইবে না তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশ্বাস মতে সত্যপরায়ন। এইরূপ সদর্থ গ্রহণ করা জরুরী. কেননা খলিফা (হজরত) ওমার, ওছমান, ছা'দ, জোবাএর ও আবদুর রহমান এই ছাহাবাগণের মজলিশে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহারা অহিত কার্য্যে কঠিন প্রতিবাদকারী হইলেও এইরূপ কথার প্রতিবাদ করেন নাই, ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা এই ঘটনার লক্ষণ দ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্য অর্থের ধারনায় ইহা বলেন নাই, তিরস্কারভাবে ইহা বলিয়াছিলেন

মোছলেম শরিফের হাদিছে আছে, হজরত ওমার বলিয়াছিলেন, তোমরা আবুবকরকে মিথ্যাবাদী, গোনাহগার, বিশ্বাসঘাতক ও গচ্ছিত হরণকারী ধারণা করিয়াছিলে, কিন্তু খোদা জানেন যে, তিনি সত্যবাদী, সজ্জন, সত্যপথ প্রাপ্ত ও সত্যের অনুসরণকারী ছিলেন।

তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী, গোনাহগার, বিশ্বাসঘাতক ও গচ্ছিত হরণকারী ধারণা করিয়াছিলে, কিন্তু খোদা জানেন যে, আমি সত্যবাদী, সজ্জন, সত্যপথ প্রাপ্ত ও সত্যের অনুসরণকারি।

ইহার প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নহে, তাঁহারা উভয়ে যে প্রথম দুই খলিফাকে এইরূপ ধারণা করিতেন, তাহাও নহে।

যদি শিয়ারা হজরত আবুবকর ও ওমারের সম্বন্ধে উক্ত কথাগুলির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেন, তবে হজরত আলির সম্বন্ধে কথিত কথাগুলির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিবেন কি?

প্রথম খলিফাদ্বয় যে এই কার্য্যে অত্যাচারকারী ছিলেন না, উহার প্রমাণ এই যে, এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের ২১১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ উক্ত সম্পত্তি ছদকা স্বরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন, হজরত আলিও নিজ খেলাফত কালে সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আবুদাউদ রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত আলি (রাঃ) খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তিগুলি অকফ স্বরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন, উহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন নাই।

খলিফা ছাফ্‌ফাহ ইহাদ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, যখন তিনি প্রথম খোৎবা পড়িতে দণ্ডায়মান হন, তখন একজন লোক গলদেশে কোরআন শরিফ স্থাপন করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আমি তোমাকে খোদার কছম দিয়া বলিতেছি, তুমি আমার মধ্যে ও আমার প্রতিবাদীর মধ্যে এই কোরআন দ্বারা ব্যবস্থা প্রদান করিবে। তখন খলিফা বলিলেন, তোমার প্রতিবাদী কে? সে বলিল, আবুবকর ফাদাক উদ্যান হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। খলিফা বলিলেন, তিনি কি তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছেন? সে বলিল, হাঁ। খলিফা বলিলেন তৎপরে কে প্রতিবাদী হইল? সে বলিল, ওমার। খলিফা বলিলেন, তিনি কি তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন? সে বলিল, হাঁ। এইরূপ সে ব্যক্তি ওছমানের সম্বন্ধে বলিল, খলিফা বলিলেন, তাহা হইলে আলিও কি তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছেন? ইহাতে সে নিরুত্তর হইয়া গেল। তখন ছাফ্‌ফাহ তাহার উপর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেন।

হজরত আলি ও আব্বাছ যখন এই হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, আমার কোন ওয়ারেছ হইবে না, তখন তাঁহারা কিরূপে হজরত আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বত্বের দাবি করিয়াছিলেন? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হজরতের হাদিছ কেবল বিশিষ্ট সম্পত্তির জন্য কথিত হইয়াছে, সমস্ত প্রকার পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্য কথিত হয় নাই। এই হেতু তাঁহারা দাবি করিয়াছিলেন।

হজরত ওমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দাবি করার কারণ এই যে, যৌথভাবে উহার পরিচালনা করা কষ্টকর হইয়াছিল, এইহেতু উভয়ে উহা ভাগ বাটোয়ারা করার দাবি করিয়াছিলেন, তাহা হইলে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে উহার বিলি বন্দোবস্ত, আদায় তহসিল ও ব্যয় করিতে পারেন। হজরত ওমার এইরূপ ভাগ বন্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করেন।

নাবাবি বলেন, এইরূপ বন্টন করা হইলে, কিছুকাল পরে উহা ফারাএজি স্বত্ব হওয়ার কুধারণা জন্মিতে পারে। এইহেতু হজরত ওমার উহা ভাগ বন্টন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

ছাহহ বোখারি, ১১৪৩৫ পৃষ্ঠা ও ছহিহ মোছলেমের ১।৯১ পৃষ্ঠা;—

হজরত আএশা বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ)এর কন্যা ফাতেমা তাঁহার এন্তেকালের পরে আবুবকরের নিকট বিনা যুদ্ধে আল্লাহতায়ালা নবি (ছাঃ)কে যে সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নিজের মিরাছি অংশ বিভাগ করিয়া দিতে আবেদন করিয়াছিলেন। ইহাতে হজরত আবুবকর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ হইবে না, আমরা যাহা ত্যাগ করিয়াছি, উহা ছদকা। তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর কন্যা ফাতেমা রাগান্বিত হইয়া হজরত আবুবকরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, তাঁহার এই বিচ্ছিন্নতা তাঁহার এন্তেকাল হওয়াকাল তক ছিল। তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর পরে ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

হজরত আএশা বলিয়াছেন, ফাতেমা খয়বর, ফাদাক ও মদিনার অকফ সম্পত্তি যাহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অংশ দাবি করেন, আবুবকর তাঁহার এই দাবি অস্বীকার করতঃ বলিয়াছিলেন, নবি (ছাঃ) উক্ত সম্পত্তি দ্বারা যে কার্য্য করিতেন, আমি তাহাই করিব, উহার কোন অংশ ত্যাগ করিব না, কেননা আমি আশঙ্কা করি, যদি আমি নবি (ছাঃ)এর কোন কার্য্য ত্যাগ করি, তবে ভ্রান্ত হইয়া যাইব। হজরত ওমার মদিনার অকফগুলি হজরত আলি ও আব্বাছের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। (হজরত) ওমার খয়বর ও ফাদাক নিজের হস্তে রাখিয়া বলিয়াছিলেন, উভয়টী নবি (ছাঃ)এর অকফ, উপস্থিত জরুরি কার্য্য ও ঘটনাবলীর জন্য উভয়টী ব্যয়িত হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, হজরত ফাতেমা এতৎ সম্বন্ধে হজরতের হাদিছ শ্রবণ করিয়াও কেন হজরত আবুবকর (রাঃ)র উপর রাগান্বিত হইলেন ? ইহাতে ত হজরত নবি (ছাঃ)এর আদেশের উপর রাগান্বিত হওয়া প্রমাণিত হয়।

ইহার জওয়াবে এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি ফৎহোল-বারির ৬।১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اما سبب غضبها مع احتجاج ابي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تاويل الحديث على خلاف ما تمسك به ابو بكر و كانها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث و رأت ان منافع ما خلفه من ارض و عقار لا يمتنع ان يورث عنه و تمسك ابو بكر بالعموم و اختلفا في امر محتمل للتاويل فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك ٭

হজরত আবুবকর (রাঃ) উল্লিখিত হাদিছের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সত্বেও ফাতেমা (রাঃ)র রাগান্বিত হওয়ার কারণ এই যে, আবুবকর যে হাদিছটী প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত হাদিছের অন্য প্রকার অর্থ হওয়ার ধারণা করিয়াছিলেন, তিনি لا نورث "আমাদের সম্পত্তির ওয়ারেছ হইবে না" বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তির আয়ের উত্তরাধিকারিত্ব নিষিদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে আবুবকর উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ

করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ যেরূপ উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ হইতে পারিবে না, সেইরূপ উহার আয়ের অর্থের উত্তরাধিকারীও কেহ হইতে পারিবে না)। তাঁহারা উভয়ে এরূপ বিষয়ে মতভেদ করিয়াছিলেন, যাহার দ্বার্থ বাচক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যখন হজরত আবুবকর নিজের গৃহিত অর্থের উপর দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন, তখন হজরত ফাতেমা তজ্জন্য দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকটে আগমন করা হইতে বিরত থাকিলেন।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের ২১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

কাজি এয়াজ বলিয়াছেন, হজরত আবুবকর হাদিছের দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করার পরে হজরত ফাতেমা তাঁহার বিরোধিতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে 'এজমা'কে মান্য করিয়া লইয়াছিলেন। যখন তিনি হজরতের হাদিছ অবগত হইতে পারিলেন এবং (হজরত) আবুবকর উহার অর্থ প্রকাশ করিয়া দিলেন তখন (হজরত) ফাতেমা নিজের মত পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরে তিনি কিম্বা তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহই মিরাছি স্বত্ব বলিয়া দাবি করেন নাই। তৎপরে যখন (হজরত) আলি খলিফা পদে নিয়োজিত হইলেন, তখন হজরত) আবুবকর ও ওমার উক্ত সম্পত্তি যে ভাবে ব্যয় করিয়াছিলেন, তিনি উহার ব্যতিক্রম করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, হজরত আলি ও আব্বাছ উহা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে মোতাওয়াল্লি হওয়ার ও ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লওয়ায় দাবি করিয়াছিলেন।

২য় খণ্ড ছহিহ মোছলেমের টীকা নাবাবী, ৯০ পৃষ্ঠা;—

و اما ما ذكر من هجران فاطمة ابا بكر رض فمعناه انقباضها عن لقائه و ليس هذا من الهجران المحرم الذى هو ترك السلام و الاعراض عند اللقاء و قوله هذا الحديث فلم تكلمه يعني في هذا الامر او لانقباضها لم تطلب منه حاجة و لا اضطرت الي لقائه فتكلمه و لم ينقل قط انهما التقيا فلم تسلم عليه و لا كلمته *

(হজরত) ফাতেমার (হজরত) আবুবকরকে ত্যাগ করার অর্থ— তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা হইতে বিরত থাকিলেন, ইহার অর্থ সাক্ষাৎ করা কালে ছালাম ত্যাগ করা ও মুখ ফিরাইয়া থাকা, এই হারাম বর্জ্জন নহে

এই হাদিছে যে فلم تكلمه শব্দ আছে, ইহার অর্থ পরে তিনি এসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কোন আলোচনা করেন নাই, কিম্বা তিনি মনক্ষুণ্ন হওয়ায় তাঁহার নিকট কোন প্রয়োজনীয় বিষয় যাচ্ঞা করেন নাই এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা বলিতে বাধ্য হন নাই। কুত্রাপি ইহা রেওয়াএত করা হয় নাই যে, তাঁহারা উভয়ে পরস্পরে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, পরে ফাতেমা তাঁহাকে ছালাম করেন নাই এবং তাঁহার সহিত কথা বলেন নাই।

ফৎহোল-বারি ৬।১২২ পৃষ্ঠা ;—

قال بعض الائمة انما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه و الاجتماع به و ليس ذلك من الهجران المحرم لان شرطه ان يلتقيا فيعرض هذا و يعرض هذا و كان فاطمة و لما خرجت غضبي من عند ابى بكر تمادت فى اشتغالها بحزنها ثم بمرضها ●

কোন এমাম বলিয়াছেন, ফাতেমার হেজরতের অর্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা ও তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া হইতে বিরত থাকা, ইহা হারাম বর্জ্জন নহে, কেননা উহার শর্ত্ত এই যে, দুই জন লোক সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যেকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাওয়া। (তাঁহার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ না করার কারণ এই যে,) তিনি আবুবকরের নিকট হইতে রাগান্বিত হইয়া বাহির হইয়া যাওয়ার পরে (পিতৃ বিয়োগের) দুঃখ যন্ত্রনা ও পীড়ার কষ্টে সংলিপ্ত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

আরও লিখিত আছে ;—

و عن معمر فلم تكلمه فى ذلك المال و كذا نقل الترمذى عن بعض مشائخه ان معنى قول فاطمة لابى بكر و عمر لا اكلمكما اي فى هذا الميراث ◉

মোয়াম্মারের উক্তি ;—

"তৎপরে ফাতেমা এই সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন নাই। তেরমজি নিজের কোন শিক্ষক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা আবু বকর ও ওমারকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের উভয়ের সঙ্গে কথা বলিব না অর্থাৎ এই মিরাছি স্বত্ব সম্বন্ধে কথা বলিব না।" (ক্রমশঃ)

তারিখে-তাবারি, ২।২০২ পৃষ্ঠা ;—

فهجرته فاطمة فلم تكلمه فى ذلك حتى ماتت ●

"ইহাতে ফাতেমা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন, পরে মৃত্যুকালতক এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন নাই।"

শিয়ারা বলিয়া থাকেন, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হজরত ফাতেমা (রাঃ)কে রাগান্বিত করিয়াছিলেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, من اغضبها اغضبني "যে ব্যক্তি উক্ত ফাতেমাকে রাগান্বিত করিয়াছে, সে ব্যক্তি আমাকে রাগান্বিত করিয়াছে।"

আমাদের উত্তর এই যে, এই হাদিছে اغضبها শব্দ আছে, উহা اغضاب ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ কেহ কার্য্য কিম্বা কথা দ্বারা কোন লোককে রাগান্বিত করার ইচ্ছা করা। আর ইহা অতি স্বতঃসিদ্ধ যে, হজরত আবুবকর কখন হজরত ফাতেমাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন নাই, বারম্বার তিনি ওজর আপত্তি করা উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন।

والله يا ابنة رسول الله صلعم ان قرابة رسول الله صلعم احب الي ان اصل من قرابتي ●

"খোদার শপথ, হে রাছুলে খোদার কন্যা, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর আত্মীয়তার হক বজায় করা আমার নিজের আত্মীয়তা অপেক্ষা আমার নিকট সমধিক প্রীতিজনক, যখন হজরত আবুবকরের পক্ষ হইতে হজরত ফাতেমাকে ক্রোধান্বিত করার ইচ্ছা ও চেষ্টা করা হয় নাই, তখন তিনি উক্ত হাদিছের ভীতিপ্রদ কথার লক্ষ্যস্থল হইবেন কিরূপে?

হজরত ফাতেমা (রাঃ) মানবীয় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেই রাগান্বিত হইয়াছিলেন, ইহাতে হজরত আবুবকরের কোনই দোষ হইতে পারে না।

হজরত ফাতেমা (রাঃ) একাধিকবার গার্হস্থ্য ব্যাপার লইয়া হজরত আলির উপর রাগান্বিত হইয়াছিলেন। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, হজরত আলিও হজরত ফাতেমার মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় হজরত আলি গৃহ হইতে

বাহির হইয়া মছজেদে গিয়া বিনা বিছানায় মৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়া থাকিলেন, হজরত নবি (ছাঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া ফাতেমা বিবির নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমার চাচাত ভাই (আলি) কোথায়? তিনি বলিলেন, আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি দ্বিপ্রহরে আমার নিকট শয়ন করেন নাই।

হজরত মুছা (আঃ) মানবীয় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের বড় ভাই নৈকট্য প্রাপ্ত নবী হজরত হারুনের উপর এরূপ রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মস্তকের চুল ও দাড়ী ধরিয়া টানিয়া ছিলেন। হজরত হারুন তাঁহাকে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেন নাই, কাজেই হজরত হারুনের কোন দোষ হয় নাই।

দ্বিতীয় শিয়া ও ছুন্নিদের কেতাবে আছে, হজরত আবু বকর ফাতেমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ছুন্নিদিগের মাদারেজোন্নবুয়ত, বয়হকির কেতাবোল-অফা আবদুল হক দেহলবীর মেশকাতের টীকা, রিয়াজোন্নাজারা ও এবনোছ-ছামানের কেতাবোল-মোয়াফাকাতে আছে, হজরত ফাতেমা (রাঃ) হজরত আবু বকরের উপর রাজি হইয়াছিলেন। এস্থলে এমাম বয়হকীর রেওয়াএতটী উদ্ধৃত করিতেছি।

ফৎহোল-বারি, ৬।১২২ পৃষ্ঠা ;—

روى البيهقي من طريق الشعبي ان ابا بكر عاد فاطمة فقال لها علي هذا ابو بكر يستأذن عليك قالت اتحب ان اذن له قال نعم فاذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت ◎

বয়হকি, শা'বির রেওয়াএত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিশ্চয় আবুবকর ফাতেমার পীড়ার অবস্থা তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন, ইহাতে আলি তাঁহাকে বলিলেন, ইনি আবুবকর, তোমার নিকট উপস্থিত হইতে অনুমতি চাহিতেছেন। ফাতেমা বলিলেন, আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করি। হজরত আলি বলিলেন, হাঁ, তখন তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। আবুবকর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজি করিতে চেষ্টা করিলেন, এমন কি তিনি রাজী হইয়া গেলেন।

শিয়া এমামিয়াদের যেহ্‌জাজোছ্-ছালেকিন ইত্যাদি কেতাবে আছে ;—

ان ابا بكر لما راى ان فاطمة انقبضت عنه و هجرته و لم تتكلم بعد ذلك فى امر فدك كبر ذلك عنده فاراد استرضاءها فاتاها فقال لها صدقت يا ابنة رسول الله فيما ادعيت و لكن رسول الله صلعم يقسمها فيعطى الفقراء و المساكين و ابن السبيل بعد ان يؤتى منها قوتكم و الصانعين بها فقالت افعل فيها كما كان ابى رسول الله صلعم يفعل فيها فقال ذلك الله على ان افعل فيها ما كان يفعل ابوك فقالت و الله لتفعلن فقال و الله لافعلن فقالت اللهم اشهد فرضيت بذلك و اخذت العهد عليه و كان ابو بكر يعطيهم منها قوتهم و يقسم الباقى فيعطى الفقراء و المساكين و ابن السبيل ●

"নিশ্চয় আবুবকর যখন দেখিলেন যে, ফাতেমা তাঁহার উপর ক্ষুন্ন হইয়াছেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং ইহার পরে 'ফাদাক' সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হয়, তখন তিনি তাঁহাকে রাজী করার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে রাছুলের কন্যা, আপনি নিজের দাবীতে সত্য কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে দেখিয়াছি, তিনি উহা হইতে তোমাদের খোরাক ও কর্ম্মচারিদের খোরাক দিয়া ভাগ করিয়া দরিদ্র, মিছকিন ও মোছাফেরদিগকে প্রদান করিতেন। ইহাতে (হজরত) ফাতেমা বলিলেন, আমার পিতা রাছুলুল্লাহ উহা যে ভাবে ব্যয় করিতেন, আপনিও সেই ভাবে ব্যয় করুন। তখন (হজরত) আবুবকর বলিলেন, আমি তোমার জন্য খোদাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোমার পিতা উহা যেরূপ ভাবে ব্যয় করিতেন, আমিও সেইরূপ ভাবে ব্যয় করিব। (হজরত) ফাতেমা বলিলেন, খোদার কছম, আপনি ঐরূপ করিবেন। (হজরত) আবুবকর বলিলেন, খোদার কছম, নিশ্চয় আমি উহা করিব। (হজরত) ফাতেমা বলিলেন, হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক। তৎপরে তিনি রাজী হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইলেন। (হজরত) আবুবকর উহা হইতে তাঁহাদের খোরাক দিতেন এবং অবশিষ্ট অংশ বন্টন করিয়া দরিদ্র, মিছকিন ও মোছাফেরদিগকে দান করিতেন।"

— শিয়া ও ছুন্নিদিগের কেতাব হইতে সপ্রমাণ হইল যে, হজরত ফাতেমা (রাঃ) হজরত আবুবকরের উপর রাজী হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, রাফেযীরা বলেন যে, হজরত ফাতেমা মৃত্যুকাল অবধি হজরত আবুবকরের সহিত কথা বলেন নাই, তাহাদের দাবী বাতীল। শিয়াদের তোহফাতোল-আহবারের ৩২।৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত আবুবকর আএশা, হাফছা, জয়নব প্রভৃতি হজরতের বিবিগণকে ১২ হাজার টাকা করিয়া মাসিক মোশাহারা দিতেন, পক্ষান্তরে হজরত ফাতেমাকে কিছুই দিতেন না, ইহা একেবারে জলন্ত মিথ্যা কথা, কেননা শিয়া ও ছুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের কেতাব হইতে প্রমাণিত হইল যে, হজরত আবুবকর উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে ফাতেমা, আলি, আব্বাছ প্রভৃতি সমস্ত আহলে বয়েতের খোরাক দিতেন। অবশিষ্ট অংশ ফকির, মিছকিন ও মোছাফেরদিগকে দান করিতেন।

ছহিহ্ মোছলেম, ২।৯১ পৃষ্ঠা ;—

(হজরত) ফাতেমা এন্তেকাল করিলে, হজরত আলি রাত্রে তাঁহাকে দফন করিয়াছিলেন, আবুবকরকে তাহার দফনের সংবাদ প্রদান করেন নাই, হজরত আলি তাহার জানাজা পড়িয়াছিলেন।"

শিয়ারা বলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ফাতেমা প্রথম খলিফার উপর নারাজ ছিলেন।

আমাদের উত্তর ,—

ছহিহ রেওয়াএতে আছে, হজরত ফাতেমা মৃত্যু পীড়ায় বলিয়াছিলেন, আমি লজ্জা করি যে, আমার মৃত্যুর পরে বেপর্দ্দা অবস্থাতে লোকদের সাক্ষাতে আমার লাশকে বাহির করা হইবে।

এই হেতু হজরত আলি হজরত ফাতেমার জানাজাতে কোন লোককে ডাকেন নাই।

কতক রেওয়াএতে আছে, দ্বিতীয় দিবস হজরত আবুবকর, ওমার ও অন্যান্য ছাহাবাগণ হজরত আলির গৃহে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বলিলেন, আপনি কেন আমাদিগকে সংবাদ প্রদান করেন নাই। তদুত্তরে হজরত আলি বলিয়াছিলেন, ফাতেমা অছিএত করিয়াছিলেন, যখন আমি এন্তেকাল করি, তখন রাত্রিতে আমাকে দফন করিবেন, যেন আজনবি লোকদের চক্ষু আমার খাটিয়ার উপর না পড়ে, এই হেতু এইরূপ করিয়াছি। ইহাই প্রসিদ্ধ রেওয়াএত।

পক্ষান্তরে 'কছলোল-খেতাব' কেতাবে আছে, হজরত ফাতেমা (রাঃ) ২৮ বৎসর বয়সে, হজরত নবি (ছাঃ)এর এন্তেকালের ৬ মাস পরে ৩রা রমজানে মঙ্গলবারের রাত্রে মগরেব ও এশার মধ্যে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক, ওছমান, আবদুর রহমান বেনে আওফ ও জোবাএর বেনে আওয়াম এশার সময় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবুবকর ছিদ্দিক হজরত আলির অনুমতিতে তাঁহার জানাজার এমাম হইয়া চারি তকবির পড়িয়াছিলেন।

শিয়াদের তোহফাতোল-আহবাবের ৩১ পৃষ্ঠায় আছে ;—

و آت ذا القربى حقه •

"তুমি আত্মীয়গণের হক দাও।"

এই হুকুম নাজেল হইলে, হজরত নবি (ছাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ)কে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে তিনি বলেন, ফাতেমাকে বাগে-ফাদাক দান কর। সেই সময় তিনি তাঁহাকে উহা দান করেন। ইহা ফাতেমার অধিকারে ছিল, পরে হজরত আবুবকর বাদশাহী পাইয়া উহা দখল করিয়া লন।

আমাদের উত্তর ;—

উহা ছুরা রুম ও বনি ইছরাইলের আয়ত। উভয় ছুরা মক্কা শরিফে নাজেল হইয়াছিল। যে সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল, সেই সময় ফাদাকের অস্তিত্ব ছিল না। মদিনা শরিফে হেজরত করার পরে ফাদাক মুছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। কাজেই শিয়াদের উক্ত দাবি একেবারে বাতীল।

এক্ষণে আসুন, শিয়াদের উপস্থাপিত ছুরা নমলের আলোচনা করা হউক ;—

উক্ত আয়তের অর্থ এই—এলম, নবুয়ত ও নাফছানি কামালাতে হজরত ছোলায়মান (আঃ) হজরত দাউদ (আঃ)এর ওয়ারেছ হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ পার্থিব অর্থ সম্পদ নহে।

এইরূপ অর্থ যে সত্য, ইহার প্রমাণ শিয়াদের অছুলে-কাফির নিম্ন লিখিত বর্ণনায় পাওয়া যায় ;—

وعن ابى عبد الله ان سليمان ورث داؤد و ان محمدا ورث سليمان ⊚

"আবূ আবদুল্লাহ (জা'ফর চাদেক) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ছোলায়মান দাউদের ওয়ারেছ হইয়াছিলেন এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ (ছাঃ) ছোলায়মানের ওয়ারেছ হইয়াছিলেন।"

যদি উক্ত আয়তের উত্তরাধিকারিত্বের মর্ম্ম অর্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব হইত, তবে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কিরূপে হজরত ছোলায়মান (আঃ)এর ওয়ারেছ হইতেন ?

দ্বিতীয়, ইতিহাস তত্ত্ববিদ্গণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হজরত দাউদ (আঃ)এর ১৯টী পুত্র ছিল, যদি অর্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব মর্ম্ম হইত, তবে তাঁহার সমস্ত পুত্র ওয়ারেছ হইতেন, আল্লাহতায়ালা বিশেষ করিয়া হজরত ছোলায়মান (আঃ)এর উত্তরাধিকারিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে ইহার অর্থ এলম ও নবুয়তের উত্তরাধিকারিত্ব হইবে।

শিয়াদের উপস্থাপিত ছুরা মরয়েমের আয়তের অর্থ কি, তাহার আলোচনা করা হউক।

উহার অর্থ এই যে "হজরত জিকরিয়া (আঃ) বলিয়াছিলেন, হে খোদা! তুমি আমার জন্য তোমার নিকট হইতে একজন 'অলি' প্রদান কর যে, সে আমার ওয়ারেছ হইবে ও ইয়াকুবের বংশধরগণের ওয়ারেছ হইবে।"

যদি এই আয়তের অর্থ সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব উদ্দেশ্য হইত, তবে হজরত ইয়াকুব (আঃ)এর আওলাদ প্রায় দুই সহস্র বৎসর এন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পত্তি অবন্টন অবস্থায় থাকা, হজরত জিকরিয়া (আঃ)এর এন্তেকালের পরে উহা বণ্টন হওয়া প্রতিপন্ন হয় এবং হজরত এহইয়া (আঃ)র সমস্ত বনি ইছরাইল সম্প্রদায়ের সম্পত্তির ওয়ারেছ হওয়া প্রতিপন্ন হয়। উভয় মত বাতীল, কাজেই এস্থলে উহার অর্থ এলম ও নবুয়তের উত্তরাধিকারিত্ব হইবে। ইহাতে শিয়াদের দাবী বাতীল সপ্রমানিত হইল।

শিয়ারা যখন দেখিলেন যে, তাঁহারা এত চেষ্টা করা সত্বেও হজরত ফাতেমা (রাঃ)'র উত্তরাধিকারিত্ব সপ্রমান করিতে অক্ষম হইলেন, তখন তাঁহারা কতকগুলি জাল রেওয়াএত রচনা করতঃ 'হেবা' প্রমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শিয়ারা বলেন, নবি (ছাঃ) হজরত ফাতেমাকে বাগে-ফাদাক 'হেবা' করিয়াছিলেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) এই হেবার সাক্ষী তলব করিলেন ইহাতে হজরত ফাতেমা (রাঃ) হজরত আলি ও ওম্মে আয়মন নাম্নী দাসীকে সাক্ষী উপস্থিত করিলেন, তাহাদের এক অন্য রেওয়াএতে এমাম হাছান ও হোছাএনকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তখন হজরত আবুবকর তাঁহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাতেই হজরত ফাতেমা রাগান্বিত হইলেন।

আমাদের উত্তর ;—

ছুন্নিদিগের কোন কেতাবে এইরূপ রেওয়াতের নাম গন্ধ নাই।

বরং কোরআন শরিফের ছুরা হাশরে বাগে-ফাদাকের অকফ হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে যেহেতু আল্লাহ, উহা রাছুল, তাঁহার আত্মীয়গণ, এতিমগণ দরিদ্রগণ ও মোছাফেরগণের প্রাপ্য অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আরও আবু দাউদের হাদিছ হইতে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফাতেমা উহা নবি (ছাঃ) এর নিকট হইতে দান স্বরূপ তলব করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা তাঁহাকে দান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

ইহাতেই শিয়াদের হেবা সংক্রান্ত রেওয়াএতটী অমূলক হওয়া প্রতিপন্ন হইল।

আর যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য উক্ত জাল রেওয়াএতটী ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে বলি, এই হেবা প্রমানের জন্য হজরত আলি ও দাসী উম্মে আয়মানের সাক্ষী উপস্থিত করা হইলেও উহাতে হেবা সাব্যস্ত হইতে পারে না, কেননা কোরআন শরিফের আয়তে আছে ;—

، استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ،

এইরূপ ছুরা বাকারার ৩৮ রুকুর আয়তে বুঝা যায় যে, একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে, উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

যদি হজরত আবুবকর হজরত ফাতেমাকে এই অসম্পূর্ণ সাক্ষ্যের জন্য বাগে-ফাদাক দান করিতেন, তবে তিনি পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষান্বিত হইতেন।

শাহাদতের নেছাব পূর্ণ না হওয়ায় যদি দাবি প্রমাণিত না হয়, তবে ইহাতে হজরত আলিকে মিথ্যাবাদী বলা প্রমাণিত হয় না।

মনে ভাবুন, যদি দুইজন লোক কোন লোককে জেনা করিতে দেখে, তবে এই সাক্ষ্যে হদ জারি করা হইবে না, কিন্তু এই দুইটা লোকের মিথ্যাবাদী হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

যে রেওয়াএতে এমাম হাছান ও হোছাএনের সাক্ষ্যের কথা আছে, উহা জাল রেওয়ায়েত, অধিকন্তু পিতার জন্য সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইতে পারে না। ছাওয়ায়েকে-মোহরাকা, ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উক্ত পৃষ্ঠা,—

قال زيد والله لو رفع الامر فيهما الى لقضيت بقضاء ابى بكر رض ●

"(এমাম) জয়েদ বলিয়াছেন, খোদার কছম, যদি এই সম্বন্ধে আমার নিকট বিচার উপস্থিত হইত, তবে আমি আবুবকর (রাঃ)র ন্যায় বিচার করিতাম।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

عن اخيه الباقر انه قيل له اظلمكم الشيخان من حقكم شيا فقال لا ومنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمنا من حقنا ما يزن حبة خردلة ●

"তাহার ভ্রাতা (এমাম) বাকের হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আবুবকর ও ওমার তোমাদের হক হইতে কিছু পরিমাণ অত্যাচার করিয়াছেন কি?"

যে খোদা নিজের বান্দার উপর কোরআন নাজেল করিয়াছেন—যেন উহা অত্যাচারিদের পক্ষে ভীতি প্রদর্শক হয়, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা সরিষা পরিমাণ আমাদের হক নষ্ট করেন নাই।" ইহা দুইজন আহলে-বয়েতের সাক্ষ্য।

আমরা যদি তর্কের খাতিরে উক্ত রেওয়াএতের ছহিহ্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে বলি, যতক্ষণ হেবার বস্তু হেবা গ্রহণকারির কবজায় না আসে, ততক্ষণ উহা হেবা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা যেরূপ ছুন্নিদের মত, সেইরূপ শিয়াদের মত।

শিয়াদের জামেয়োর-রোমাবীর ১৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

قبض شرط است در هبه وما دام که در هبه قبض متحقق نشود
حکم هبه ندارد ◎

"হেবাতে দখল করা শর্ত্ত, যতক্ষণ হেবাতে দখল পাওয়া না যায়, ততক্ষণ উহা হেবার অন্তর্গত হইবে না।" হজরত ফাতেমা বাগে-ফাদাকে দখল পান নাই। কাজেই তিনি উহার মালিক হইতে পারেন নাই।

(২) আবু-ওমামা বাহেলীর উক্তি;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হইয়াছিল—একজন তাপস, অন্যজন আলেম, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তাপসের উপর আলেমের এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব যেরূপ তোমাদের সামান্য লোকের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব।

তৎপরে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, আছমান সকলের ও জমিনের অধিবাসিগণ, স্বীয় গর্ত্তে পিপীলিকা পর্য্যন্ত এবং মৎস্য পর্য্যন্ত লোকদের সংশিক্ষা প্রদাতাকে নেক দোওয়া করিয়া থাকেন।— তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। দারমি, মকহুল হইতে 'মোরছাল' ভাবে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং তিনি 'দুই ব্যক্তি' শব্দ উল্লেখ করেন নাই। তিনি (নিম্নোক্ত কথা হজরতের হাদিছ বলিয়া) উল্লেখ করিয়াছেন, "তাপসের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব এরূপ যেরূপ তোমাদের সামান্য লোকের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব।"

তৎপরে তিনি (মকহুল কিম্বা হজরত) এই আয়ত পাঠ করিলেন "আল্লাহকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলেমগণ ভয় করিয়া থাকেন।" তৎপরে মকহুল হাদিছটী শেষ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিলেন।

—৭

টীকা ;—

মকহুল হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী ছাহাবার নাম উল্লেখ করেন নাই, এইহেতু উহাকে মোরছাল বলা হইয়াছে।

মকহুল একজন প্রধান তাবেয়ী ছিলেন, তিনি কাবুলের বন্দিগণের অন্তর্গত ছিলেন, এবং এমাম আওজায়ির শিক্ষক ছিলেন।

জুহরী বলিয়াছেন, বিদ্বান চারিজন ছিলেন, যথা—মদিনাতে এবনোল-মোছাইয়েব, কুফাতে শা'বী, বাসরাতে হাছান বাছারি ও শাম দেশে মকহুল। মকহুলের জামানাতে তদপেক্ষা সুদক্ষ মুফতি অন্য কেহই ছিল না। তিনি যতক্ষণ ইহা না বলিতেন, لا حول و لا قوة الا بالله ইহা আমার রায়, আর রায় সত্য হইতে পারে এবং ভ্রান্তিমূলক হইতেও পারে, ততক্ষণ কোন ফৎওয়া দিতেন না।

যে ব্যক্তি শরিয়তের এলমগুলি শিক্ষা করে এবং ফরজ এবাদতগুলি আদায় করে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ দরজার কথা এই হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে।

এলমে-দীন ও মুক্তিদাতা বিষয়ের শিক্ষাদাতার দরজা ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রকৃত আলেম আল্লাহতায়ালার জাত, জালাল ও মহিমা সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ, আর যে আবেদ আলেম নহে, সে উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত নহে, এইহেতু আলেম সমধিক খোদা-ভীরু হইয়া থাকেন, ইহাই আলেমের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। মূল কথা, এলমের কল্যাণে খোদাভীরুতা লাভ হয়, ইহাই তাকওয়ার ফল স্বরূপ। ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব ও শারাফাতের মূলীভূত কারণ। ইহাতে ইশারা এই হইতেছে যে, যাহার এলমে খোদাভীরুতা লাভ না হয়, সে নিরক্ষরের তুল্য বরং নিরক্ষর। এইহেতু বলা হইয়া থাকে, নিরক্ষরের জন্য একবার-পরিতাপ, আর আলেমের জন্য ৭ বার পরিতাপ। বিদ্বানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে জাহেল।—মেঃ, ১।২৩১।

(৩) আবুছইদ খুদরির উক্তি ;—

হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের অনুগামী হইবে, আরও নিশ্চয় তাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন উদ্দেশ্যে

তোমাদের নিকট আগমন করিবে। অনন্তর যখন তাহারা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে কল্যাণের উপদেশ প্রদান করিও।—তেরমেজি।

টীকা ;—

আলেম ছাহাবাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, লোকেরা তোমাদের কার্য্য ও কথা অনুসারে তোমাদের অনুসরণ করিবে, কেননা তোমরা আমার নিকট হইতে সৎস্বভাব সকল শিক্ষা করিয়াছ, আমার কথাগুলি শরিয়ত, আমার কার্য্যগুলি তরিকত ও আমার অবস্থাগুলি হকিকত।

যখন তাহারা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তোমরা তাহাদিগকে সৎকার্য্যের আদেশ প্রদান করিও, তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিও, উহা শিক্ষা দিও।

এইরূপ অর্থ হইতে পারে, তাহাদিগকে এলমে-দীন ও সত্যপথ প্রাপ্তদিগের স্বভাবগুলি শিক্ষা দিতে আমার অছিএত গ্রহণ কর।

হাদিছে কুদছিতে আছে ;—

আল্লাহতায়ালা হজরত দাউদ (আঃ)কে বলিয়াছিলেন, যখন তুমি আমার অনুসন্ধানে ব্রতী কোন লোককে দেখিবে, তখন তুমি তাহার সেবক হইয়া যাও।

(৪) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, হেকমতপূর্ণ কথা বিচক্ষণ জ্ঞানীর প্রনষ্ট বস্তুর তুল্য, তিনি যে স্থলে উহা প্রাপ্ত হন, উহা গ্রহণ করিতে সমধিক উপযুক্ত।—তেরমেজি ও এবনো-মাজা উহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং তেরমেজি বলিয়াছেন, ইহা 'গরীব' হাদিছ, রাবি এবরাহিম বেনে-ফজলকে হাদিছের রেওয়াএত সম্বন্ধে দুর্ব্বল বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

টীকা ;—

যেরূপ কোন হারান বস্তুর মালিক যে কোন ব্যক্তির হস্তে পাইলেই গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিবেচক ব্যক্তি দীনের কথা অতি নিকৃষ্ট ও নগণ্য-জঘন্য ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিলেও গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী আমল করিয়া থাকেন

কোন বোজর্গ বলিয়াছেন, 'যদি কেহ পীর বাএজিদ বস্তামীর নিকট সত্যকথা শ্রবণ করে এবং ঐরূপ নিজের দাসীর নিকট শ্রবণ করতঃ গ্রহণ না করে, সে ব্যক্তি অহঙ্কারী দলের অন্তর্ভূক্ত হইবে।

শেখ ছা'দী লিখিয়াছেন, সদুপদেশ প্রাচীরের উপর লিখিত থাকিলেও মানুষের উহা শিরোধার্য্য করা উচিত।

এই হাদিছে ইহাও বুঝা যায় যে, যদি কেহ কোন কথা শ্রবণ করতঃ বুঝিতে সক্ষম না হয়, তবে যে ব্যক্তি উহা বুঝিতে সমধিক উপযুক্ত ও ফকিহ হন, তাঁহার নিকট উহা উপস্থিত করা উচিত।

যেরূপ কোন প্রনষ্ট রত্ন পাওয়া গেলে, উহার মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া উচিত।

এই হাদিছের রাবী জইফ হইলেও মর্ম্মটী সত্য, এবনো-আছাকের হজরত আলি (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যাহা বলা হইয়াছে, উহার দিকে লক্ষ্য কর এবং কোন্ ব্যক্তি বলিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিও না।— মেঃ, ১।২৩২, আশেঃ, ১।১৭২।১৭৩।

(৫) এবনো-আব্বাছের উক্তি ;—

হজরত বলিয়াছেন, একজন ফকিহ শয়তানের উপর সহস্র তাপস অপেক্ষা সমধিক কঠিন। তেরমেজি ও এবনো-মাজা।

টীকা ;—

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের তত্বজ্ঞান এবং উহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ফকিহ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, ইনি শয়তানের কুটচক্র ও আক্রমণের কথা অবগত হইয়া থাকেন এবং অন্তরে নিক্ষিপ্ত অছওয়াছা ও এলহামের কথার প্রভেদ করিতে জানেন। আর দীন ও শরিয়তের আহকাম ও উহার জায়েজ নাজায়েজ বিষয়গুলির বিস্তারিত বিবরণ যিনি অবগত হয়েন, তাহাকেও ফকিহ বলা হয়, কিন্তু ইহার সঙ্গে শর্ত্ত এই যে, তিনি হারাম কার্য্যগুলিতে লিপ্ত না হয়েন, অধিকন্ত এই যে, তিনি গোনাহ কার্য্যকে তুচ্ছ বলিয়া না জানেন এবং উহা হালাল বলিয়া ধারণা না করেন, কেননা ইহাতে কাফের হইয়া যাইতে হয়।

তাপস এই দুই বিষয়ে তাঁহার তুল্য নহেন। শয়তান যখনই লোকদের উপর কামনা বাসনার দ্বার উদঘাটন করে এবং তাহাদের অন্তরে কুবাসনাকে সজ্জিত করিয়া দেখায়, তখন মা'রেফাতপন্থী ফকিহ উহার কূটচক্রগুলি এবং উহার গুপ্ত ক্ষতিগুলি তরিকতপন্থী মুরিদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়া উক্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহাকে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফেলেন, পক্ষান্তরে তাপস এবাদতে লিপ্ত থাকিলেও শয়তানের কূটজালে আবদ্ধ হইয়া থাকে, অথচ সে উহা বুঝিতে পারে না।—মে, ১।২৬৩, আঃ, ১।১৭৩।

(৬) আনাছের উক্তি ;—

হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুছলমানের উপর এলম চেষ্টা করা ফরজ, অনুপযুক্ত লোকের নিকট উহা সমর্পণ করা যেরূপ শূকরগুলির গলদেশে রত্ন, মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপন করা।—এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। বয়হকী শোয়াবোল-ইমানে' হাদিছের প্রথম অংশ 'মোছলেম' পর্য্যন্ত রেওয়াএত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই হাদিছের মতনটী প্রসিদ্ধ, উহার ছনদটী দুর্ব্বল।

এই হাদিছটী বহু ছনদে রেওয়াএত করা হইয়াছে, উহার সমস্তই দুর্ব্বল।

টীকা ;—

একটি হাদিছ বহু ছনদে উল্লিখিত হইলে, উহা জইফ হইলেও সবল হইয়া পড়ে, ইহার ছনদগুলির বিস্তারিত বিবরণ ছেফ্‌রোছ-ছায়াদাতের টীকাতে লিখিত হইয়াছে।

নাবাবী বলিয়াছেন, ইহার মর্ম্ম ছহিহ। আলিকারী বলিয়াছেন, হাদিছটী বহু ছনদে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় যে, উহার মৌলিকতা আছে এবং একটী ছনদ অন্যটীর সমর্থন করে। নাবাবীর শিষ্য মোজ্জাই বলিয়াছেন, উহার রেওয়াএতগুলি 'হাছান' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। আলকামি, জামেয়ে-ছগিরের টীকাতে লিখিয়াছেন, আমি এই হাদিছটীর ৫০টী ছনদ দেখিয়াছি উহা একখণ্ড পুস্তকে সংগ্রহ করিয়া উহা ছহিহ হওয়ার হুকুম দিয়াছি। কিন্তু উহা ছহিহ হাদিছের দ্বিতীয় প্রকার, উহাকে ছহিহ লেগায়রেহি বলা হয়।

জাজ্রী ও এবনো-ছালাহ উহার ছহিহ হওয়া অস্বীকার করিলেও এরাকি বলিয়াছেন, কতক এমাম উহার কোন কোন ছনদকে ছহিহ স্থির করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থকার উহার শেষাংশে مسلمة, 'প্রত্যেক মুছলমান স্ত্রীলোক' যোগ করিয়াছেন, কিন্তু কোন ছনদে এই শব্দ নাই। মাওলানা আবদুল হক ছাহেব লিখিয়াছেন, مسلمة 'মোছলেম' শব্দ মছনদে-আবি হানিফাতে আছে। ইহা মেরাকাতের মর্ম্ম। এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, কোন্ এলম শিক্ষা করা ফরজ।

যে এলম মুছলমানদিগের পক্ষে জরুরী—তাহাই ফরজ। যখন কেহ মুছলমান হয়, তখন তাহার পক্ষে আল্লাহতায়ালার অহ্দানিএত, তাঁহার জাত ও ছেফাতের এলম ও নবি (ছাঃ)এর নবুয়তের এলম শিক্ষা করা ওয়াজেব হইয়া পড়ে। এইরূপ ইমান সংক্রান্ত জরুরী বিষয়গুলি ওয়াজেব হইয়া যায়। নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, নামাজের আহকামের এল্ম জানা ওয়াজেব হয়। রমজান উপস্থিত হইলে, রোজার আহকাম এবং জাকাতের উপযুক্ত হইলে জাকাতের আহকাম শিক্ষা করা ওয়াজেব হইয়া থাকে।

বিবাহ করিলে, হায়েজ, নেফাছ ও স্ত্রী পুরুষের আহকাম শিক্ষা করা ওয়াজেব হইয়া থাকে। কেনা বেচা করা কালে উহার আহকাম শিক্ষা করা ওয়াজেব। ছুফিগণ বলিয়া থাকেন, বিশুদ্ধ ভাবে এবাদত করা, নফছের দোষ সমূহ ও ওয়াছওয়াছার তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা ওয়াজেব।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, অনুপযুক্ত লোককে শিক্ষা দেওয়া জায়েজ নহে। শরিয়তের এলম সাধারণতঃ সমস্ত লোককে শিক্ষা দেওয়া জায়েজ হইবে। হকিকত ও সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি উপযুক্ত লোক ব্যতীত অনুপযুক্ত লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া জায়েজ নহে। মজহাবের এখতেলাফি মছলাগুলি সাধারণ লোক-দিগকে শিক্ষা দেওয়া জায়েজ নহে। লোকে জোনাএদ বাগদাদী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দুইজন লোক একই বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি প্রত্যেককে পৃথক পৃথক জওয়াব দিয়া থাকেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, লোকদিগকে তাহাদের জ্ঞানের পরিমাণে জওয়াব দিতে হয়।—আঃ, ১।১১১। মেঃ, ১।২২৩০

(৭) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, দুইটী স্বভাব মোনাফেকের মধ্যে সমবেত হয় না—একটী সৎ স্বভাব এবং অপরটী দীন সংক্রান্ত জ্ঞান :—তেরমেজি

টীকা ;—

মোনাফেকের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথম যাহার অন্তরে ঈমান না থাকে, সে খাটী মোনাফেক। দ্বিতীয় রিয়াকার, ইহা কার্য্যের হিসাবে কপটতা আনয়ন করে। মূল কথা, মোনাফেকের মধ্যে সৎস্বভাব ও দীন সংক্রান্ত জ্ঞান এই উভয় বিষয় একত্রিত হইতে পারে না, কিম্বা উভয়ের মধ্যে একটীও তাহার মধ্যে সংযুক্ত হইতে পারে না।

سمت শব্দের অর্থ স্বভাব, চরিত্র ও রীতিনীতি, তিবি বলিয়াছেন, সৎ-রীতির অর্থ নেককার (সাধু পুরুষ) দিগের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করা। মিরাক বলিয়াছেন, সৎ রীতির অর্থ সৎপথগামী হওয়া। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার অর্থ সজ্জনদের আকৃতি ধারণ করা। এবনো-হাজার যাহা উহার অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মর্ম্ম, উহা এই বিবিধ প্রকার সৎকার্য্য করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হওয়া, সাধু সজ্জনদিগের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করা, ও প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দোষাবলী হইতে পবিত্র হওয়া।

তুরপুস্তি বলিয়াছেন, দীন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রথমে অন্তরে নিহিত হয়, তৎপরে উহা রসনাতে প্রকাশিত হয়, অবশেষে উহা আমল করার সুযোগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে খোদা ভীরুতা ও পরহেজগারী লাভ হয়।

আর যে ব্যক্তি মাত্র ফেকহের কয়েক অধ্যায় অধ্যয়ন করে, আর তাহার উদ্দেশ্য দশবাসীদিগের ভক্তি, সম্মান লাভ ও কিছু অর্থ সঞ্চয় করা হয়, ইহা উচ্চ দরজার বিষয় নহে।

হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদের উপর ভাষাভাষী মোনাফেকের ভয় করিয়া থাকি।

এই হাদিছে উপরোক্ত গুণদ্বয় দ্বারা অলঙ্কৃত হইতে ঈমানদারদিগকে উৎসাহিত করা হইয়াছে, কেননা মোনাফেকেরা উপরোক্ত গুণদ্বয়ের অধিকারী হইয়া থাকে না। মেঃ, ১।২৩৪।

(১) আনাছের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এলম অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে, সে যতক্ষণ (না) (গৃহে) প্রত্যাবর্ত্তন করে, ততক্ষণ জেহাদে (ব্যাপৃত) থাকে।—তেরমেজি ও দারমী।

টীকা ;—

যে এলম শিক্ষা করা ফরযে আএন কিম্বা ফরযে-কেফায়া উহা শিক্ষা করিতে যে ব্যক্তি গৃহ কিম্বা শহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে, সে যতক্ষণ উহা শিক্ষা করিতে থাকে, জেহাদের ফল প্রাপ্ত হয়, কেননা ইহাতে দীন সঞ্জীবিত করা হয়, শয়তানকে লাঞ্ছিত করা হয় ও নফ্ছকে কষ্টে নিক্ষেপ করা হয়, ইহা জেহাদের কার্য্য। যখন সে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তদপেক্ষা অধিকতর দরজা লাভে সমর্থ হইয়া থাকে, উহা নবিগণের উত্তরাধিকারিত্ব।—মেঃ, ১'২৩৪।

(২) ছাখ্বারা আজ্দির উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এলম অন্বেষণ করে, ইহা তাহার পূর্ব্বকৃত গোনাহ কার্য্যের কাফ্ফরা হইবে।—তেরমেজি ও দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। তেরমেজি বলিয়াছেন, এই হাদিছটির ছনদ জইফ রাবি আবু দাউদ জইফ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

টীকা ;—

এই হাদিছে যে গোনাহগুলি মাফ হওয়ার কথা আছে, উহা ক্ষুদ্র গোনাহগুলি। আর ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, এলম শিক্ষা করিলে, সমস্ত প্রকার গোনাহ হইতে তওবা করার ও লোকের হকগুলি আদায় করার সুযোগ লাভ হইয়া থাকে। আবুদাউদ নামীয় রাবি ছোনান লেখক আবুদাউদ নহে।

রাবি ছাখ্বারার কুনইয়াত আবু আবদুল্লাহ, আজ্দ এমন দেশের একটী সম্প্রদায়ের নাম, সমগ্র আনছার তাহার বংশধর। ছাখ্বারা সেই আজ্দ সম্প্রদায়ভুক্ত, ইনি ছাহাবা ছিলেন। মেঃ, ১।২৩৪।

(ক্রমশঃ)

(৩) আবু ছইদ খুদরির উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, ঈমানদার ব্যক্তি যতক্ষণ (না) তাহার পরিণতি বেহেশ্‌ত লাভ হয়, ততক্ষণ সৎকথা (এলম) শ্রবণ করা হইতে পরিতৃপ্ত হয় না। তেরমেজি।—

টীকা ;—

ঈমানদারেরা যতক্ষণ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া বেহেশতে প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহারা এলমের কথা শ্রবণ করিতে বিরত হয় না।—১।৩৪

(৪) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি এলম সংক্রান্ত এরূপ বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয় যে, সে উহা অবগত থাকে, তৎপরে সে উহা গোপন করে, কেয়ামতের দিবস অগ্নিময় গ্রাস (লাগাম) তাহার মুখে স্থাপন করা হইবে। আহমদ, আবুদাউদ ও তেরমেজি। এবনো-মাজা আনাছ হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা,—

এবনো-হাজার বলিয়াছেন, এলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্য—উহা প্রচার করা ও লোকদিগের উপকার করা, উহা গোপন করাতে উক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

সৈয়দ বলিয়াছেন, কোন কাফের ইছলাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, কিম্বা নব ইছলামধারি নামাজ ইত্যাদি শিক্ষা করিতে চাহিলে, কিম্বা কোন লোক হালাল হারামের মছলা জিজ্ঞাসা করিলে, যদি কোন আলেম উহা গোপন করে, তবে উপরোক্ত প্রকার শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

গর জরুরী নফল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, এইরূপ হুকুম হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, কোন সাক্ষীকে সাক্ষ্য সংক্রান্ত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে উহা গোপন করে, তবে উক্ত প্রকার শাস্তিগ্রস্ত হইবে।

জামে' ছগিরে আছে, আহমদ, আবুদাউদ, তেরমেজি, এবনো-মাজা ও নাছায়ি উহা আবুহোরায়রা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো হাব্বান ও আবুইয়ালি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

অয়নোল আরাব ও খাত্তাবী বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান এই হাদিছ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এই হাদিছটী জইফ বরং উহা জাল। ছাখাবী মাকাছাদে হাছানাতে উক্ত হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন, তেরমেজি উহা হাছান বলিয়াছেন এবং হাকেম উহা ছহিহ বলিয়াছেন।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যদি কাহারও নিকট একখানা কেতাবে থাকে, আর একজন তালেবোল এলম উহা পড়ার জন্য আরিএত চাহে, কিন্তু মালিক উহা দিতে অস্বীকার করে, তবে উপরোক্ত হাদিছের আজাবের লক্ষ্যস্থল হইবে, বিশেষতঃ যখন সেই কেতাব মাত্র এক নোছ্খা থাকে। এই গোনাহতে অনেক লোক লিপ্ত হইয়া থাকে।—১।২৩৫।

(৫) কা'ব বেনে মালেকের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে এলম অন্বেষণ করে যে, তদ্দ্বারা বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, কিম্বা তদ্দ্বারা নির্ব্বোধ লোকদিগের সঙ্গে বিরোধ করে, অথবা তদ্দ্বারা লোকদিগের মুখ নিজের দিকে আকর্ষণ করে, আল্লাহ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

বিশুদ্ধ আল্লাহতায়ালার জন্য দীনি এলম শিক্ষা করা জরুরী, ইহাতেই এলমের অসীম ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে, যদি দুন্‌ইয়াবি স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্যে উহা শিক্ষা করা হয়, তবে ছওয়াব পাওয়া দূরের কথা, আজাব গ্রস্ত হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্থলে তিনটী বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথম আলেমদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করা, দ্বিতীয় নির্ব্বোধদিগের সহিত কলহ ও বাদ-বিসম্বাদ করা, তৃতীয় লোকেরা তাহার সম্মান করিবে ও তাহাকে দানখয়রাত করিবে, এই হেতু তাহাদের অন্তর নিজের দিকে আকর্ষণ করা, লোকদের নিকট সুনাম অর্জ্জন করা।

ادخله النار ইহার একপ্রকার অর্থ এই—

আল্লাহ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার অর্থ—আল্লাহ তাহাকে দোজখে দাখিল করিয়া দিন।—১৩৫।

(৬) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ এলম শিক্ষা করে যদ্দারা খোদা-তায়ালার সন্তোষ লাভ অন্বেষণ করা হয়, অথচ পার্থিব সম্পদ লাভ ভিন্ন উহা শিক্ষা করে না, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস বেহেশতের সৌরভ প্রাপ্ত হইবে না। আহমদ, আবুদাউদ ও এবনো-মাজা।

টীকা ;—

যে ব্যক্তি পার্থিব অর্থ বা সম্মান লাভ উদ্দেশ্যে দীনি এলম শিক্ষা করে, সে ব্যক্তি কেয়ামতে বেহেশতের সৌরভ প্রাপ্ত হইবে না। যে সৌরভ ৫ শত বৎসরের পথ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কতক বোজর্গ বলিয়াছেন, পার্থিব সম্পদ লাভ উদ্দেশ্যে দীনী এলম শিক্ষা করা অপেক্ষা দুনইয়াবি এলম উক্ত উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা ভাল। ইহার দৃষ্টান্ত, যে রূপ বাদ্য যন্ত্র দ্বারা মৃত লাশকে টানিয়া লওয়া এবং কেতাবের পৃষ্ঠা দ্বারা উহা টানিয়া আনা। হাছান বাসারি (রঃ) এক ব্যক্তিকে পর্ব্বতের উপরে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহারা আমাদের সমশ্রেণিগণ অপেক্ষা উত্তম, কেননা ইহারা দুনইয়া দ্বারা পার্থিব অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। আর আমাদের সহচরগণ দীন দ্বারা পার্থিব সম্পদ অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদ এই উদ্দেশ্যে অর্জ্জন করিয়া থাকে যে, আখেরাতের কার্য্য সম্পাদন করিতে সুযোগ লাভ হইবে, আর যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদ লাভ উদ্দেশ্যে আখেরাতের কার্য্য করে, এতদুভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।

যদি কেহ দীনি এলম শিক্ষা করে এবং তাহার উদ্দেশ্য আমল ও শরিয়ত প্রচার হয়, উহার সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি বলিয়াছেন, ইহা উক্ত হাদিছের লক্ষ্যস্থল হইবে না। মাওলানা মোহাদ্দেছ দেহলবি বলিয়াছেন, নিয়তের হিসাবে ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু পূর্ণ ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

হাদিছের মূল মর্ম্ম এই যে, যাহারা দুনইয়া লাভ উদ্দেশ্যে দীনি এলম শিক্ষা করে, তাহারা হিসাব অন্তে নৈকট্য প্রাপ্ত বিশুদ্ধ সঙ্কল্পকারি খাস (বান্দাগণের) সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যখন খাসবান্দাগণ হাশর প্রান্তরে নীত হইবেন, তখন তাঁহারা বেহেশতের সৌরভ লাভে গৌরবান্বিত হইবেন, ইহাতে উক্ত স্থানের দুঃখ ও যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তি লাভ করিবেন, তাহাদের অন্তর শক্তি অর্জ্জন করিবে। যাহার মস্তিষ্কে সর্দ্দি প্রবল হয়, সে ব্যক্তি যেরূপ কোন বস্তুর সৌরভ লাভে সক্ষম হয়না, সেইরূপ যাহার অন্তর দুনয়াবি স্বার্থে কলুষিত হইয়াছিল সে ব্যক্তি বেহেশতের সৌরভ লাভে বঞ্চিত হইবে।

এমাম এবনো-হাজার বলিয়াছেন, এইরূপ নিয়তে এলম শিক্ষা করা হারাম, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত মত। হাদিছে বুঝা যায়, যদি কেহ বিশুদ্ধ নিয়তে এলম শিক্ষা করে, পরে পার্থিব সম্পদ রাশি তাহার করায়ত্ব হয়, ইহাতে কোন ক্ষতি হইবেনা। বরং বিশুদ্ধ সঙ্কল্প সহ এলম শিক্ষা করিলে, ইহার সুফল এই যে, দুনইয়া তাহার পদতলে দলিত অবস্থায় উপস্থিত হয়। একটী হাদিছে ইহার ঈঙ্গিত আছে।—মেঃ, ১।২৩৫।২৩৫, আঃ, ১।১৭৫।১৭৬।

(৭) এবনো-মছউদের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা উক্ত বান্দাকে গৌরব দান করুন যে আমার উক্তি শ্রবণ করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে ও উহা রক্ষা করিয়াছে (বিস্মৃত হয় নাই এবং লোকদের কাছে প্রচার করিয়াছে) পরন্তু অনেক ফেকহ স্মরণকারী ফকিহ নহে (উহার মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম নহে)। অনেক ফেকহ বহণকারী এরূপ লোকের নিকট (পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন) যে তাহা অপেক্ষা সমধিক ফকিহ হয়েন। তিনটী স্বভাবের সহিত অলঙ্কৃত থাকা অবস্থায় কোন মুসলমানের অন্তর হিংসা পরায়ণ কিম্বা বিশ্বাস ঘাতক হইতে পারে না।

(১) আল্লাহতায়ার জন্য বিশুদ্ধ ভাবে কার্য্য করা।

(২) মুছলমানদিগের কল্যান কামনা করা।

(৩) তাহাদের জামায়াতের অনুসরণ করা।

কেননা তাহাদের দোওয়া যাহারা তাহাদের পশ্চাতে থাকে, তাহাদিগকে বেষ্টন করে। শাফেয়ি ও মদ-খল কেতাবে বয়হকি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। জায়েদ বেনে ছাবেত হইতে আহমদ, তেরমেজি, আবু দাউদ, এবনো মাজা ও দারমি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন, কিন্ত তেরমেজি ও আবুদাউদ ثلث لا يغل عليهن শেষ পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন নাই।

টীকা ;—

نضر الله ইহার মূল نضارة উহার দুইপ্রকার অর্থ আছে, (১) মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ (২) পদ মর্য্যাদা ও গৌরব, نضر الله الخ এর দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে— (১) আল্লাহতায়ালা উক্ত বান্দাকে সৌন্দর্য্যশালী করিয়াছেন, কিম্বা উন্নত মর্য্যাদা ধারি ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন যে, আমার হাদিছ শ্রবণ করতঃ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছে কিম্বা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছে, তৎপরে সর্ব্বদা উহা রক্ষা করিয়াছে এবং উহা বিস্মৃত হয় নাই এবং লোকদিগের নিকট উহা পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার অর্থ আল্লাহতায়ালা উক্ত বান্দাকে সৌন্দর্য্যশালী কিম্বা গৌরবান্বিত করুন যেমন মাছাবিহ কেতাবে আছে ; -ادا ها كما سمعها, "যেরূপ শ্রবণ করিয়াছে, সেইরূপ (লোকদিগকের নিকট) পৌঁছাইয়া দিয়াছে।"

আরবাইন কেতাবে আছে,—

سمع مقالتي فوعا ها فاداها كما سمعها

আমার কথা শ্রবণ করিয়া উহা স্মরণ করিয়া লইয়াছে, তৎপরে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছে, সেইরূপ লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ উহা পরিবর্ত্তন ও বিকৃত না করিয়া বিনা কম বেশী অবিকল বর্ণনা করিবে। কিম্বা উহার শব্দ ও অর্থ পরিবর্ত্তন করিবে না।

যদি কেহ হাদিছ শ্রবণ করতঃ উহার শব্দ স্মরণ করিয়া না রাখিতে পারে, তবে নিজ শব্দ দ্বারা উহার অর্থ প্রকাশ করা যায় কি না! ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ইহাকে روايت بالمعنى বলা হয়।

অধিকাংশ মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, হাদিছের মূল মর্ম্মকে নিজ নিজ শব্দে প্রকাশ করা জরুরতের জন্য জায়েজ হইবে, কেননা যদি হাদিছের অবিকল শব্দ কেহ ভুলিয়া গিয়া থাকে, কিন্তু উহার মর্ম্ম মনে থাকে, এক্ষেত্রে যদি নিজ শব্দে উহা প্রকাশ না করা হয়, তবে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নবি (ছাঃ) যে হাদিছের অবিকল শব্দ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, ইহা উচ্চস্তরের হাফেজ হাদিছগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা উন্নত দরজার কথা।

হজরত (ছাঃ) ইহার কারণ এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনেক হাফেজে হাদিছ আছেন, তাঁহারা হাদিছ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত হাদিছের নিগূঢ় তত্ব বুঝিতে পারেন না, পরন্তু যে হেতু উহা স্মরণ রাখিয়া অন্যের নিকট পৌছাইয়া দিয়া থাকেন, এইহেতু ছওয়াবের অধিকারি হইয়া থাকেন, আবার কতক হাফেজে হাদিছ হয়ত মোটামোটী কিছু বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনি যাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা সমধিক উহার নিগূঢ় তত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। প্রথম ব্যক্তি যেরূপ মর্ম্ম আবিষ্কার করিতে না পারেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

(এমাম) আবু হানিফা (রঃ) মোহাদ্দেছ আ'মাশের নিকট ছিলেন, এমতাবস্থায় উক্ত এমাম আ'মাশ কয়েকটী মছলা জিজ্ঞাসিত হইলেন, ইহাতে তিনি এমাম আবু হানিফা (রঃ) কে বলিলেন, আপনি এই মছলাগুলির সম্বন্ধে কি বলেন? তিনি উহার উত্তর প্রদান করিলেন। এমাম আ'মাশ বলিলেন, আপনি কোথা হইতে ইহা (প্রাপ্ত হইয়াছেন?)।

এমাম আবু হানিফা [রঃ] বলিলেন, আপনার উক্ত হাদিছগুলি হইতে (প্রাপ্ত হইয়াছি) যে সমস্ত আমি আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি, এবং তিনি তাঁহার নিকট ছনদ সহ কয়েকটী হাদিছ উল্লেখ করিলেন। তৎশ্রবণে এমাম আমাশ বলিলেন, আপনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, আমি যাহা শত দিবসে আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলাম। আপনি তাহা এক ঘণ্টায় আমার নিকট বর্ণনা করিলেন। আপনি এই হাদিছগুলি অনুযায়ী যে কার্য্য করিতেছেন ইহাত আমি অবগত নহি। যে ফেকাহ তত্ববিদ সম্প্রদায় আপনারা চিকিৎসক সদৃশ এবং আমরা (মোহাদ্দেছগণ) ঔষধ বিক্রেতাতুল্য। হে পুরুষ! আপনি উভয় দিক্ গ্রহণ করিয়াছেন।

يُغِلُّ - يَغِلُّ - يُغَلُّ

প্রথমটী غِلٌّ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ হিংসা। দ্বিতীয় اِغْلَالٌ হইতে উহার অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা, তৃতীয়টী غُلُوْلٌ ধাতু হইতে উহার অর্থ এইরূপ।

যে মুছলমানের অন্তরে নিম্নোক্ত তিনটী বিষয় আছে, সে দ্বেষ, হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

প্রথম বিশুদ্ধ আল্লাহ-তায়ালার সন্তোষলাভ উদ্দেশ্যে কার্য্য করা, ইহাতে পার্থিব কোন স্বার্থ কিম্বা পারলৌকিক কোন স্বার্থ যেরূপ বেহেশতের সুখ সম্ভোগ ও নেয়ামত উদ্দেশ্য না হয়। কিম্বা লোক দেখান, লোক শুনান এইরূপ পার্থিব কোন স্বার্থ উদ্দেশ্য না হয়। প্রথমটী খাস লোকদের এখলাছ ও দ্বিতীয়টী সাধারণ লোকদের এখলাছ।

দ্বিতীয় সমস্ত মুছলমানের কল্যাণ কামনা করা, তাহাদের সাহায্য সহানুভূতি করা।

তৃতীয় আকিদা, জুমা-জামায়াত ইত্যাদি সৎকার্য্য মুছলমানদের জামায়াতের অর্থাৎ ছুন্নত-অল-জামায়াতের অনুসরণ লাজেম করিয়া লওয়া, কেননা তাঁহাদের দোয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণের উপর বর্ত্তিয়া থাকে, আর যাহারা তাহাদের জামায়াত হইতে বাহির হইয়া পড়ে তাঁহাদের বরকত ও তাঁহাদের দোয়ার বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে :—মেঃ ১।২৩৬।২৩৭, মাঃ ১।১৭৬।১৭৭। খয়রাতোল হেছান, ৩১

(১) এবনো-মছউদের উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ উক্ত ব্যক্তিকে প্রোজ্জ্বলিত করুন যে আমার নিকট হইতে কোন বিষয় শ্রবণ করিয়া যেরূপ শ্রবণ করিয়াছে, সেই রূপ (অন্যকে) পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

কেননা যাহার নিকট উহা প্রচার করা হইয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে সে (প্রথম) শ্রোতা অপেক্ষা সমধিক রক্ষাকারী ও হৃদয়ঙ্গমকারী হইয়া থাকে। তেরমেজি ও এবনো মাজা উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

(২) এবনো আব্বাছের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা যাহা জান তদ্ব্যতীত আমা হইতে হাদিছ বর্ণনা হইতে বিরত থাক, অপিচ যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন দোজখের অগ্নি নিজের বাসস্থান স্থির করিয়া লয়। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো-মাজা এবনো মছউদ ও জাবের হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং তিনি

اتقوا الحديث عني الا ما علمتم

এই অংশ বর্ণনা করেন নাই।

টীকা ;—

যাহা হাদিছ বলিয়া জান, ইহার অর্থ যাহা হাদিছ বলিয়া তোমাদের প্রবল ধারণা হয়, তাহা বর্ণনা করা জায়েজ। সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করে, যদি কেহ লিখিত হাদিছ প্রেরণ করে, মৌখিক বর্ণনা না করে, ইহাও হাদিছ বলিয়া গ্রহনীয় হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।—মেঃ, ১।২৩৮

এবনো-আব্বাছের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ মনোক্তি মতে কোরাণ-শরিফের ব্যাখ্যা করে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখের অগ্নি স্থির করিয়া লয়। অন্য রেওয়াএতে আছে, যে ব্যক্তি জ্ঞাত না হইয়া কোরানের ব্যাখ্যা করে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখের অগ্নি স্থির করিয়া লয়। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

এমাম জালালদ্দিন ছাইউতি তফছিরে এৎকানের ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—ইহা অবগত হওয়া ওয়াজেব যে, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) নিজের ছাহাবাগণের নিকট কোরআন শরিফের অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেরূপ তাঁহাদের নিকট উহার শব্দগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—"আমি তোমার উপর কোরআন নাজেল করিয়াছি, এইহেতু যে তুমি লোকদিগের নিকট যাহা তাহাদিগের উপর নাজেল করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবে।"

ইহাতে কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয় বিষয় প্রকাশ করা বুঝা যাইতেছে।

আবু আবদুর রহমান ছালামী বলিয়াছেন, (হজরত) ওছমান বেনে আফ্‌ফাছ, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা কোরআন পাঠ করিতেন, নিশ্চয় তাঁহারা যখন নবী (ছাঃ) এর নিকট দশ-আয়ত শিক্ষা করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহারা তৎসমস্তের মধ্যে যে এলম ও আমল নিহিত আছে অবগত হইতেন, ততক্ষণ [অন্য আয়ত শিক্ষা করিতে] অগ্রসর

হইতেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা কোরআন, এলম ও আমল সমুদয় শিক্ষা করিয়াছি।" উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, তফছির কারক ছাহাবাগণ কোরআনের যে তফছিরগুলি প্রকাশ করিয়াছেন উহার অধিকাংশ হজরত নবী [ছাঃ] এর নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

আরও উক্ত তফছির, ১৭৮ পৃষ্ঠায় ;—

"বেদয়াতিদিগের কয়েক সম্প্রদায়ের ন্যায় যাহারা দলীল ও মর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন, তাহারা কতকগুলি বাতীল মতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোরআনের উপর মনোনিবেশ করিয়াছেন, তৎপরে নিজেদের কল্পিত মত অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের কল্পিত মত ও তফছির সম্বন্ধে ছাহাবী ও তাবেয়িগণের মত প্রমাণরূপে গৃহীত হয় নাই। নিশ্চয় তাহারা নিজেদের মজহাবের মূল নিয়ম পদ্ধতিগুলি অনুসারে তফছির সকল রচনা করিয়াছেন। যথা—আবদুর রহমান বেনে কয়ছাল আছাম্ম, জাব্বায়ি, আবদুল জাব্বার, রোম্মানি ও জামাখশারি প্রভৃতির তফছির। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ লালিত্য পূর্ণ ভাষা প্রয়োগকারী ছিলেন, নিজের কথার মধ্যে গোপন ভাবে বেদয়াত মত সকল নিহিত করিতেন, অথচ অধিকাংশ লোক ইহা অবগত হইতে পারে না। যেরূপ কাশ্যাফ প্রণেতা প্রভৃতি, এমন কি তাহাদের বহু বাতীল তফছির বহু ছুন্নি লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে।

যদি কোন আয়ত সম্বন্ধে ছাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণ কর্ত্তৃক কোন তফছির উল্লিখিত হইয়া থাকে, আর এক সম্প্রদায় আগমন পূর্ব্বক তাহারা যে মজহাবের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে উহা (বলবৎ করার) উদ্দেশ্যে উক্ত আয়তের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করে, অথচ উক্ত মতটী ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত না হয়, তবে সেই সম্প্রদায় এবং সম্বন্ধে মো'তাজেলা প্রভৃতি বেদয়াতি দলের সমকক্ষ (শরিক) হইবে। মূল কথা, যে ব্যক্তি ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত ও তফছির ত্যাগ করতঃ উহার বিপরীত মত ও তফছির গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি উহাতে ভ্রান্ত, বরং বেদয়াত মতাবলম্বী হইবে ; কেননা উক্ত ছাহাবা ও তাবেয়িগণ কোরানের তফছির ও মর্ম্ম সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইছলাম ও সঙ্গীত পুস্তকের প্রথম ভাগের লিখিত হইয়াছে।

মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, যাহারা আভিধানিক নহো ছরফ তত্ববিদগণের শরিয়তের অনুকূল মতের অনুসরণ না করিয়া নিজের মনোক্তি মতে কোরানের ব্যাখ্যা করে, তাহারাই উক্ত হাদিছের লক্ষ্যস্থল। শানে নজুল, নাছেক, মনছুখ, প্রাচীন যুগের ঘটনাবলী ও আহকাম সম্বন্ধে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের রেওয়াএতের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আয়তে মোতাশাবেহাত সম্বন্ধে মোজাছেমা সম্প্রদায় প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করতঃ জ্ঞান অসম্ভব ধারনা করে এরূপ মত গ্রহণ করিয়াছে।

দার্শনিকদের কল্পিত মতগুলির উপর আস্থা স্থাপন করা, অথচ উহার অকাট্য প্রমান নাই বা উহার শরিয়তের এলমগুলির সমর্থন পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত উক্ত হাদিছের লক্ষ্যস্থল হইবে। বয়হকি বলিয়াছেন, মনোক্তি মতের অর্থ বিনা দলীলের কল্পিত মত। দলীল প্রমান সমর্থিত মত হইলে, উহাতে দোষ নাই।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তফছিরের এল্‌ম নবি (ছাঃ) এর রেওয়াএত হইবে, কিম্বা এমামগণের মত হইবে, কিম্বা নহো ছরফ ইত্যাদি আরবি এলম হইবে অথবা ওছুলের নিয়ম কানুন হইবে। যাহা রেওয়াএত হইতে গৃহীত হয়, উহাকে তফছির বলা হয়, আর যাহা উহা হইতে আবিষ্কৃত হয়, উহাকে তা'বিল বলা হয়।

বিনা এলমের কথা, ইহার অর্থ দলিলে কাৎয়ি দলীলে আক্লি, রেওয়াএত সংক্রান্ত দলীল কিম্বা জ্ঞানানুমোদিত শরিয়তের অনুকূল দলীল এইরূপ কোন দলীল না থাকে।

এমাম এবনো হাজার বলিয়াছেন এই হাদিছের শাস্তির সমধিক লক্ষ্যস্থল উক্ত বেদয়াতি সম্প্রদায় হইবে যাহারা কোরানের শব্দ হইতে যাহা বুঝা যায় কিম্বা যাহা উদ্দেশ্য হয় উক্ত অর্থ খণ্ডন করিয়া যাহা বুঝা যায় না এবং উদ্দেশ্য না হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে, এই হিসাবে তাহারা দলীল ও অর্থ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইয়াছে, যেরূপ আবদুর রহমান বেনে কায়ছান, জাব্বারি, আবদুল জাব্বার, রোম্মানি, জামাখশারি প্রভৃতি, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের লালিত্যপূর্ণ কথাগুলির মধ্যে বেদয়াত মত ও বাতিল তফছিরগুলি সংযোগ থাকে, অধিকাংশ ছুন্নী সম্প্রদায়ের উপর কূট জাল বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে? যেরূপ কাশ্শাফ প্রণেতা ইহার নিকট এবনে আতিয়ার তফছির, বরং

এমাম এবনো আরফা মালিকি অধিক পরিমাণ তাহার উপর দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি কাশ্শাফ প্রণেতা অপেক্ষা সমধিক অনিষ্টকর কেননা সকলেই কাশ্শাফ প্রণেতার মো'তাজেলা (ভ্রান্ত) সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার কথা অবগত আছে, এইহেতু তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকে, পক্ষান্তরে এবনো আতিয়া নিজেকে ছুন্নত অল-জামায়াত ভুক্ত হওয়ার দাবি করিয়া লোকদিগকে ধোকা দিয়া থাকে—মে!, ২৩৮।২৩৯।

লেখক বলেন, হিন্দুস্তান ও বঙ্গদেশে যে সমস্ত বাতীল তফছির প্রচারিত হইতেছে, তৎসমস্তের কিছু আলোচনা করা জরুরী বিবেচনা করিতেছি।

ছার সৈয়দ আহমদ ছাহেব কয়েক পারার উর্দ্দূ তফছির প্রচার করিয়াছেন, উহার মধ্যে বহু বাতীল মত সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু উহা উর্দ্দ ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া বঙ্গবাসিদিগের পক্ষে তত মারাত্মক হইতে পারে নাই। কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলী ছাহেবের ইংরাজী ভাষায় লিখিত ও উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত তফছির, ইহাতে শত শত বাতীল মত সন্নিবেশিত হইয়াছে, খোদা আমাকে কিছুকাল জীবিত রাখিলে তাঁহার বাতীল তফছিরের যথা সম্ভব কতকটার আলোচনা করিব। তাহার ইংরাজি ভাষায় লিখিত তফছির খানা ইংরাজি শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে প্রাণহন্তা হলাহল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কাদিয়ানি মিষ্টার বশিরদ্দিন ছাহেবের সামান্যকয়েক পারার উর্দ্দূ তফছির এই পর্য্যায়ভুক্ত।

ডাক্তার আবদুল হাকিম ছাহেবের ইংরাজি ও উর্দ্দূ তফছিরের কতকটা কাদিয়ানি মত সন্নিবেসিত হইয়াছে, তিনি প্রথম কাদিয়ানি মতাবলম্বী ছিলেন, পরে ছুন্নি হইয়াছেন, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রথম কতকগুলি কাদিয়ানি মত উহাতে বাকী রহিয়া গিয়াছে।

খৃষ্টান সেল সাহেব, পামার সাহেব ও রডওয়েল সাহেবের ইংরাজি তফছিরে অনেক বাতীল মত ও টীকা টিপ্পনী আছে, কিন্তু যে হেতু উহা খৃষ্টানদের লিখিত, এই হেতু মুছলমানেরা তৎসমুদয়ের উপর আস্থা স্থাপন করেন না। খৃষ্টান গোল্ডসেক ছাহেবের বঙ্গভাষায় লিখিত ত্রিশ পারার তফছির অতি মারাত্মক হইয়াছে, আমি উহার বড় বড় ধোকা গুলি আমার কয়েক পারা তফছিরে খণ্ডন করিয়াছি, জীবিত থাকিলে, অবশিষ্ট গুলি খণ্ডন

করিতে থাকিব। দুঃখের বিষয়, উহাতে খৃষ্টানি মত আছে, এইহেতু অনেক মুছলমান উহা স্পর্শ করেন না। ব্রাহ্ম বাবু গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদে অনেক ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে।

মাজহাব অমান্যকারী মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেবের অনুবাদ ও টীকাতে কতকগুলি ভুল ভ্রান্তি আছে। সব চেয়ে বড় মারাত্মক মাওলানা আকরাম খাঁ ছাহেবের কয়েক পারার তফছির। ইনি প্রকাশ্যে মাজহাব অমান্যকারী দল ভুক্ত হইলেও কাদিয়ানি দলের সমস্ত বাতীল মত উহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দুনইয়ার হানাফী শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলী, অহাবী, শিয়া প্রভৃতি আলেমগণ এতকাল পর্য্যন্ত যত তফছির লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, খাঁ ছাহেব তৎসমস্তের বিপরীত মত লিখিয়াছেন। তাঁহার গুরু স্যার সৈয়দ আহমদ ছাহেব ও কাদিয়ানি মির্জা মোহাম্মদ আলি ছাহেব, তাঁহার, তফছির মুছলমানদের পক্ষে পাঠ করা হারাম কারণ দুনইয়ার সমস্ত হারাম তাহার নিকট হালাল এহেন লোকের লিখিত কেতাব খোদা ভীরু মোছলমানগণের স্পর্শ করা কি জায়েজ হইতে পারে?

খোদা আমাকে জীবিত রাখিলে, একে একে তাহার যাবতীয় বাতীল তফছিরের কথা প্রকাশ করিয়া দিব।

ফুরফুরার আলা হজরত যে বারে হজ্জে তশরিফ লইয়া যান, সেই বারে ইনস্পেক্টর মরহুম মৌলবি আবদুল লতিফ ছাহেব হজরত নবি (ছাঃ)কে স্বপ্নে বলিতে শুনেন, যখন ফুরফুরার পীর সাহেব দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন তাঁহাকে কোরান শরিফের বিপরীত বিপরীত তফছির লিখিয়া একদল লোক ইছলামকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে তাহাদের প্রতিবাদ করিতে বলিবেন, নচেৎ আমি তাঁহার দলের কোন কেতাব মঞ্জুর করিব না।

হজরত পীর ছাহেব আমার উপর সেই ভার দিয়া গিয়াছেন। খোদা-তায়ালা যেন আমাকে হজরত নবি (ছাঃ) এর সেই আদেশ পালন করিতে ক্ষমতা প্রদান করেন। আমিন, আমিন,

[৪] জোমহুরের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিঅনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করে, ইহাতে সত্য মত প্রকাশ করিলেও ভ্রান্তিমূলক কার্য্য করিল। তেরমেজি ও আবুদাউদ।

টীকা ;—

এমাম এবনো হাজার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এল্‌মে তফছিরের যোগ্যতা ও শর্ত্তগুলি আয়ত্ব না করিয়া থাকে এবং অনুমান ও কল্পনা বলে কোরানের ব্যাখ্যা করিতে মনোনিবেশ করে, সে ব্যক্তি দুই চারিটীর স্থলে প্রকৃত মত প্রকাশ করিলেও অধিক ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, কাজেই সর্ব্বতোভাবে সেই অযোগ্য লোকের কোরানের ব্যাখ্যা করা ভ্রান্তিমূলক কার্য্য ও গোনাহ হইবে। যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত ১৫টী বিষয় অবগত থাকে, সেই তফছির করার উপযুক্ত হইবে।

অভিধান, নহো, ছরফ, এস্তেকাফ, মায়ানি, বয়ান, বদি, কেরাত, "অছুলে-আকায়েদ" অছুলে ফেকহ, শানে-নজুল, প্রাচীনদের ইতিবৃত্তি, নাছেখ মনছুখ, ফেকহ হাদিছ, ইহা ব্যতীত এলমে মওহেবা, যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করিয়া আমল করে, আল্লাহ তাহাকে একপ্রকার (আধ্যাত্তিক) এলম প্রদান করেন, ইহা এলমে মওহেবা। প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ উল্লিখিত এলমগুলির কতকাংশ প্রত্যক্ষ ভাবে আয়ত্ব করিয়াছিলেন, আর কতকাংশ তাঁহাদের প্রকৃতিতে অলক্ষ্যে নিহিত ছিল। তাঁহারা এই অংশ বিনা শিক্ষায় প্রদত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ শর্ত্তধারি উপযুক্ত ব্যক্তি কোরানের ব্যাখ্যা করিলে, প্রকৃত ব্যাখ্যা করিলে, দুইটী নেকী পাইয়া থাকেন, দৈবাৎ ভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা করিলেও গোনাহগার হইবেন না, বরং একটী নেকী পাইবেন, এমাম মোজতাহেদগণ শরিয়তের আহকামে ভুল করিলেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে।

বাতেনিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় ধারণা করিয়া থাকে যে, কোরআন শরিফের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দুই প্রকার মর্ম্ম আছে, উহার স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহনীয় নহে উহার অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহনীয়, ইহা ভ্রান্তিমূলক মত।

এই মতানুসারে কোন কোন ছুফি বলিয়াছেন, ফেরয়াওনের অর্থ নফ্‌ছ, মূছার অর্থ কল্‌ব (অন্তর), ইহা আয়তের ইঙ্গিত নহে, বরং আসল মর্ম্ম। এমাম) গাজ্জালি প্রভৃতি বলিয়াছেন, দুইটী কারণ ব্যতীত কোরান ও

হাদিছের প্রকাশ্য অর্থ ত্যাগ করতঃ অন্য কূটার্থ গ্রহণ করা হারাম, প্রথম শরিয়ত প্রবর্ত্তকের পক্ষ হইতে অন্য প্রকার অর্থ নির্দ্ধারিত হয়, দ্বিতীয় জ্ঞান উহার অন্য প্রকার অর্থ নির্ণয় করিতে বাধ্য করে।

মাওয়ার্দ্দি বলিয়াছেন, কতক ধর্ম্ম ভীরু ব্যক্তি এই হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করতঃ বলিয়াছেন যে, এজতেহাদ করতঃ কোরানের মর্ম্ম আবিষ্কার করা যদিও বৈষম্যভাব বর্জ্জিত নজির আদি থাকে, জায়েজ নহে। আমরা যে কোরানের গবেষণা করিতে ও উহা হইতে আহকাম আবিষ্কার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, ইহা তাহার বিপরীত মত। যেরূপ আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ;—

لعلمه الذين يستنبطونه منهم ইহাতে এজতেহাদ করিয়া আহকাম আবিষ্কার করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

অবুনইম প্রভৃতির হাদিছ ;—

القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوهه কোরান স্মরণ করা ও বুঝিয়া লওয়া সহজ এমন কি মোজতাহেদগণ উহার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম নহেন উহার কতক কথা বহু অর্থবাচক, কিম্বা বিবিধপ্রকার আদেশ উপদেশ হালাল ও উহার বিপরীত মর্ম্ম প্রকাশ করে, কিন্তু তোমরা উহার উৎকৃষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ কর। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, কোরান শরিফে এজতেহাদ ও এস্তেম্বাৎ করা জায়েজ। একদল লোক উপরোক্ত মতধারীদের মত গ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর রেওয়াএত ব্যতীত সর্ব্বতোভাবে কোরান শরিফের তফছির করা হারাম, যদিও উহার মধ্যে নিহিত এলম সফল হয়। এই দল এরূপ সীমা অতিক্রম করিয়াছে যে, নোত্রখের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত জামানার আলেম সম্প্রদায় এই মতের বিপরীত ছিলেন, ইহাই উপরোক্ত দলের নির্ব্বুদ্ধিতার ও অসত্যপরায়ণ হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ।

মহ্ইয়োছ-ছুন্নাৎ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এজতেহাদ করিয়া এরূপ সম্ভব মর্ম্ম গ্রহণ করা যাহা আয়তের পূর্ব্বকার ও পরবর্ত্তী এবারতের অনুকূল হয় এবং কোরআন ও হাদিছের বিপরীত না হয় তফছিরকারক আলেমগণের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ যেরূপ

مرج البحرين (الى) يخرج منهما اللولو و المرجان এই আয়তদ্বয়ের সাগরদ্বয়ের অর্থ আলি ও ফাতেমা ও মুক্তা ও প্রবালের অর্থ হাছান ও হোছাএন লইয়াছেন, ইহা নিষিদ্ধ তফছির, কতকটী টীকাকার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আরবি অভিধান ও হকিকত, মাজাজ, মোজমাল, মোফাছ্ছাল, আম, খাস ইত্যাদি তফছিরকারকের জ্ঞাতব্য বিবিধ প্রকার শব্দের ব্যবহার অবগত না হইয়া কোরআনের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে, সে ব্যক্তি আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিলেও গোনাহগার হইবে, কেননা সে শরিয়তের বিনা অনুমতি কোরানের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে।

তিনি তুরপুস্তি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, নিজ কল্পনা অনুসারে তফছির করার অর্থ এই যে, এরূপ মত প্রকাশ করা যাহার ভিত্তি কোরান ও হাদিছের এলমের উপর স্থাপিত না হয়, বরং তাহার জ্ঞানানুমোদিত কল্পনা অনুসারে মত প্রকাশ করা। তফছিরের এলম লোকদের মুখে শুনিতে হইবে, যথা শানে নজুল, নাছেখ, মনছুখ, এমামগণের মত, তাঁহারা হকিকত মাজাজ, মোজমাল, মোফাছ্ছাল, আম, খাস ইত্যাদি যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, দীনি অছুল সংক্রান্ত আলোচনা। এই সমস্ত উহার অন্তর্গত যে ব্যক্তি এই শর্ত্তগুলি আয়ত্ত না করিয়াছে, তাহার কথা বাতিল। সে সত্যকথা প্রকাশ করিলেও গোনাহগার হইবে। লেখক বলেন, মাওলানা আকরাম খাঁ ও মিষ্টার মোহম্মদ আলির তফছিরদ্বয় এই পর্য্যায়ভুক্ত।

জোন্দাব জোন্দোব আবুজার গেফারির নাম তাঁহার গুণ-গরিমা বহু বিস্তৃত।

আবদুল্লাহ বাজালির পুত্রের এই নাম ইনি একজন ছাহাবা, হাছান বাছারি ও এবনে ছিরিন তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

জোন্দাব কাছারি কিম্বা কোশায়রি অথবা আলকামি এই তিন জনের মধ্যে কোন একজন ইহবেন।—মেঃ ১।২৩৭।২৪০, আঃ ১।১৭৭।

(১) আবু হোরায়রার উক্তি;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোরান সম্বন্ধে বিরোধ করা কোফর। আহমদ ও আবুদাউদ উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

মোতাশাবেহাত আয়তগুলি লইয়া বিরোধ করা, অর্থাৎ একজন নিজের দাবি একটী আয়ত দ্বারা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইল অন্যের উপর প্রতিবাদে দ্বিতীয় আয়ত উপস্থিত করিল, যেন একটী আয়তকে অন্য আয়তের বিপরীত ধারণা করিল, ইহাতে পরিনামে কাফেরীতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

জয়নোল আরাব উহার অর্থে বলিয়াছেন, কোরান শরিফের আল্লাহ তায়ালার কালাম হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে কাফের হইতে হইবে।

বয়জবি উহার অর্থে বলিয়াছেন, কোরানের একাংশ দ্বারা অন্য অংশের উপর অসত্যারোপ করা, ইহাতে কোরানের উপর দোষারোপ করার সুযোগ হইয়া থাকে, কোরান-পাঠকারীর পক্ষে বিভিন্ন মর্মবাচক আয়তগুলির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, কেন না উহার একাংশ অন্য অংশের সত্যতা প্রমাণ করে। আর যদি সমতা স্থাপন করিতে অক্ষম হয়, তবে যেন নিজের বুদ্ধির ত্রুটী ধারণা করিয়া আল্লাহ ও রছুলের উপর প্রকৃত এলমের ভার অর্পণ করিবে।

শরহোছ-ছুন্নাহ কেতাবে আছে, কোরান ৭ কেরাতে নাজেল হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটী কোরান, উহার উপর ঈমান আনা ওয়াজেব উহার কোন একটী অস্বীকার করিলে, কাফের হইতে হয়। মেঃ ১।২৪০।

(১) আমর বেনেশোয়াএব তাঁহার পিতা হইতে, তাঁহার দাদা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন নবি (ছাঃ) একদল লোকের (কথা) শ্রবণ করিলেন যাহারা কোরান সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছিলেন ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিলেন তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিলেন তাহারা এই জন্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে তাহারা আল্লাহতায়ালার কেতাবের একাংশকে অপরাংশের বিপরীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালার কেতাবকে এই জন্য নাজেল করা হইয়াছে যে উহার একাংশ অন্য অংশে সত্যতা প্রমাণ করিবে। কাজেই তোমরা উহার একাংশ দ্বারা অন্য অংশের উপর অসত্যারোপ করিও না, তোমরা উহার যে অংশ বুঝিতে পার উহার বর্ণনা কর, আর যে অংশ বুঝিতে না পার, উহা উহার জ্ঞাতার উপর ন্যস্ত কর। আহমদ ও এবনো-মাজা।

টীকা ;—

ছাহাবাগণ একটী আয়তকে অন্য আয়তের বিপরীত বলিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন। এখন নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন এই হেতু য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন, য়িহুদীগণ ইঞ্জিল অমান্য করিতেন খৃষ্টানগণ তওরাত অমান্য করিতেন। য়িহুদিগণ নিজেদের মতের বীপরীত বলিয়া তওরাতের কতকাংশ অমান্য করিতেন এবং খৃষ্টানগণ নিজেদের মতের বিপরীত ধারণায় ইঞ্জিলের কতকাংশ অমান্য করিতেন।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ তওরাত ও ইঞ্জিলের মূল মর্ম ত্যাগ করতঃ নিজেদের মনগড়া অর্থ গ্রহণ করিতেন। আল্লাহতায়ালার কেতাব এই ভাবে নাজেল করা হইয়াছে যে, উহার একটী অপরটীর সমর্থন করে ইঞ্জিল তওরাতের সমর্থন করিয়াছে, কোরান শরিফ সমস্ত আছমানি কেতাবের সত্যতা স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ নাছেখ আয়ত প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, মনছুখ হুকুমের প্রতি আমল করা হইবে না, মোহকাম (محكم) আয়ত প্রকাশ করিয়াছে যে মোতাশাবেহ (متشابه) আয়তের উপর আমল করা যাইবে না, কোন দলীল হইতে যে আয়তটী মোয়াও-য়াল (مؤول) প্রতিপন্ন হইয়াছে, উহা প্রকাশ করিয়াছে যে, 'জাহের' (ظاهر) আয়তের উপর আমল করা হইবে না, খাস (خاص) ও মোকাইয়াদ (مقيد) আয়তদ্বয় প্রকাশ করিয়াছে যে, আ'ম (عام) ও মোতলাক (مطلق) আয়তের উপর আমল করা হইবে না।

এইহেতু তোমরা একটীর দ্বারা অপরটীর উপর অসত্যারোপ করিওনা, বরং বল, আল্লাহ তায়ালা নিজ রাছুলের উপর যাহা নাজেল করিয়াছেন সমস্তই সত্য।

তোমরা শরিয়তের নিয়ম কানুন অনুসারে যাহা বুঝিতে পার তাহা প্রকাশ কর। আর মোতাশাবেহাত ইত্যাদির তুল্য যাহা বুঝিতে না পার তাহা আল্লাহতায়ালার উপর কিম্বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আলেমের উপর ন্যস্ত কর এবং নিজের কল্পনাবলে উহার অর্থ প্রকাশ করিও না।

মোজহের বলিয়াছেন, কোরানের এক আয়ত দ্বারা অন্য আয়তের প্রতিবাদ করার নজির এই—ছুন্নত-অল-জামায়াত সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন,

ভাল-মন্দ সমস্তই আল্লাতায়ালার পক্ষ হইতে হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ ছুরা নেছার ১১-রুকুর আয়ত ;—

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۝

"তুমি বল, (ভাল মন্দ) সমস্তই আল্লাহতায়ার পক্ষ হইতে।"

কাদরিয়া নামক ভ্রান্ত দলেরা বলিয়া থাকে, উহা সত্য মত নহে, ইহার প্রমাণ উহার পরবর্ত্তী আয়ত ;

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۝

"যে কল্যাণ তুমি প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা খোদার পক্ষ হইতে, আর যে অকল্যাণ তুমি প্রাপ্ত হইয়া থাক উহা তোমার নিজের পক্ষ হইতে।

কাদরিয়াদের এইরূপ মতভেদ নিষিদ্ধ। এইরূপ বিভিন্ন অর্থবাচক আয়তগুলির মীমাংসা এই যে, মুছলমানদিগের এজ্‌মা (এক বাক্যে গৃহীত মত) যে মতের উপর হইয়াছে, তাই গ্রহণ করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় আয়তের অন্ত সদার্থ লইতে হইবে।

আমরা বলিব, ভাল মন্দ সমস্তই আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে, আর শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তফছিরকারকগণ বলিয়াছেন, উহা উহার পূর্ব্বোল্লিখিত আয়তের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, উহা এই ;—

فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا (يعنى ان المنافقين لا يعلمون ما هو الصواب و يقولون ما اصابك الخ -

"কি হইয়াছে—এই সম্প্রদায়ের যে, তাহারা কথা বুঝিতে পারে না") অর্থাৎ নিশ্চয় মোনাফেকগণ সত্য মত কি, তাহা বুঝিতে পারে না। আর তাহারা বলিয়া থাকে যে, তুমি যে কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছ, উহা আল্লাহতায়ালার পক্ষে হইতে, আর তুমি যে অকল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছ, উহা তোমার নিজের পক্ষ

হইতে।" আর কোন কোন তফছিরকারক বলিয়াছেন, ইহা স্বতন্ত্র আয়ত, ইহা তকদীর সংক্রান্ত ব্যাপার নহে।

আয়তের অর্থ এই—হে মোহম্মদ কিম্বা হে মানুষ, তুমি যে জয়, লুণ্ঠিত দ্রব্য, সুখ শান্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাক, উহা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়া থাক। আর তুমি যে পরাজয়, অর্থ সম্পদের ক্ষতি ও পীড়া প্রাপ্ত হইয়া থাক, উহা তোমার কৃত পাপের বিনিময়। যেরূপ কোরানে আছে ;—

و ما اصابكم مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفو عن كثير -

"আর তোমরা যে বিপদে পতিত হও, উহা তোমাদের কৃত গোনাহ কার্য্যের জন্য, আল্লাহ অনেক গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন।"

হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোরান শরিফের কয়েকটী আয়ত বিপরীত অর্থবাচক বলিয়া অনুমিত হয়, সে-কয়েকটী আয়ত উপস্থিত করিয়াছিল ;—

(১) فلا انساب بينهم يومئذ و لا يتساءلون

"সেই দিবস তাহাদের মধ্যে বংশগত সম্বন্ধ থাকিবে না এবং তাহরা পরস্পরে জিজ্ঞাসবাদ করিবে না।"

পক্ষান্তরে অন্য আয়তে আছে ;—

و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون

এবং তাহাদের মধ্যে একে অন্যের দিকে মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে।"

(২) ربنا ما كنا مشركين

"হে আমদের প্রতিপালক, আমরা মোশরেক ছিলাম না।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মোশরেকেরা নিজের অবস্থা গোপন করিবে।

পক্ষান্তরে অন্য আয়তে আছে ;—

و لا يكتمون الله حديثا

"এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট কথা গোপন করিতে পারিবে না।"

ইহা প্রথম অয়তের বিপরীত ;—

(৩) خلق الارض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى الي السماء

এই আয়তে বুঝা যায় যে, প্রথমে জমি সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে অন্য আয়তে আছে ;—

والارض بعد ذلك دحاها

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রথমে আছমান সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

তদুত্তরে হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছিলেন, প্রথমে সিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া কালে কেহ কাহারও নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া কালে একে অন্যের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। যে সময় আল্লাহ খালেছ বান্দাগণের গোনাহ মা'ফ করিয়া দিবেন, মোশরেকেরা বলিবে, আইস, আমরা খোদার নিকট বলি, আমরা মোশরেক ছিলাম না, তখন তাহাদের মুখে মোহর স্থাপন করা হইবে, ইহাতে তাহাদের হস্ত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তখন তাহারা বুঝিবে যে, তাহারা আল্লাহতায়ালা হইতে কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না।

আল্লাহ প্রথমে জমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে আছমান সৃষ্টি করিয়াছিলেন, والارض بعد ذلك دحاها ইহার, অর্থ তৎপরে জমি হইতে পানি, তৃণ, পাহাড়, জীব-জন্তু পয়দা করিয়াছিলেন।

(৪) এক আয়তে আছে ;—

في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেয়ামতের দিবস সহস্র বৎসর হইবে।

অন্য আয়তে আছে ;—

في يوم كان مقداره خمسين الف سنة

ইহাতে বুঝা যায় যে কেয়ামতের দিবস ৫০ সহস্র বৎসর হইবে।

হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন ;—

আল্লাহতায়ালা যে ৬ দিবস দুনইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উক্ত দিবস সহস্র বৎসরের হইবে।

আর কেহ কেহ বলিয়াছেন, কাফেরদের জন্য কেয়ামত ৫০ সহস্র বৎসর হইবে। গোনাহগার ইমানদারদের জন্য কেয়ামত সহস্র বৎসর হইবে।

নেককার পরহেজগারদের জন্য দুই রাকয়াত নামাজের সময় হইবে।

আমর শোয়াএবের পুত্র, তাঁহার দাদার নাম মোহম্মদ বেনে আবদুল্লাহ বেনে আমর, ইনি তাবেয়ি ছিলেন। শোয়াএবের দাদার নাম আবদুল্লাহ বেনে আমর বেনেল আছ, ইনি ছাহাবী ছিলেন। عن جده অর্থ তাঁহার দাদা হইতে, কাহার দাদা হইতে, ইহাতে সন্দেহ আছে, যদি আমরের দাদা মর্ম্ম হয় তবে হাদিছ মোরছাল হইবে। আর যদি শোয়াএবের দাদা মর্ম্ম হয়, তবে হাদিছ মোত্তাছেল হইবে। মেঃ, ১।২৪০।২৪১, ছহিহ বোখারি, ২।৭১২।

(১) এবনো মছউদের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোরআন সপ্ত অক্ষরের উপর নাজেল করা হইয়াছে, প্রত্যেক আয়তের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অংশ আছে এবং প্রত্যেকের সীমা উন্নতস্থল আছে।—মাছাবিহ লেখক উহা শরহোছ-ছুন্নাহ কেতাবে রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

সপ্ত অক্ষরের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আরবের প্রচলিত সাত ভাষায় উহা নাজেল করা হইয়াছে, কোরায়েশি, ছোকাএফ, তাই, হাওয়াজেন, হোজাএল, এমন ও বনু তামিম এই সাত সম্প্রদায়ের ভাষায় উহা নাজেল করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ কোরান শরিফ কোরাএশি ভাষায় নাজেল হইয়াছিল, ইহাই হজরতের ভাষা ছিল, অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই ভাষায় কোরান পড়া কষ্টকর হইয়া পড়িল, তখন নবি (ছাঃ) এই সম্বন্ধে সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিতে আল্লাহতায়ালার দরবারে আবেদন জানাইলেন, তখন খোদার আদেশ আসিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ভাষায় কোরান পড়িতে পারে। হজরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত কাল পর্য্যন্ত এইরূপ সাত ভাষায় কোরান পাঠ করা হইত, যখন তিনি দেখিলেন, উহাতে লোকদের মধ্যে মতভেদ হইতেছে এবং একদল অন্য দলের উপর দোষারোপ করিতেছে, তখন তিনি হজরত আবু বকর (রাঃ)র আদেশ অনুসারে ও হজরত ওমারের অনুমোদনে জয়েদ বেনে ছাবেত যে ভাষায় কোরান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কয়েক

খানা অনুলিপি লিপিবদ্ধ করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভাষায় লিখিত অনুলিপি ধ্বংস করিয়া দিলেন, সেই ভাষাগুলির সামান্যই স্থায়ী থাকিল, ছাহাবাগণ ইহার উপর একমত হইলেন। আভিধানিক বিদ্বানগণ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, বয়হকি ও এবনো-আতিয়া এই মতটী ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) স্পষ্টতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতের উপর এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছে যে, আরবদের ভাষা সাত অপেক্ষা অনেক বেশী, ইহার এইরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, আরবদের ভাষা সংখ্যায় অনেক বেশী হইলেও সমধিক ফছিহ (প্রাঞ্জল) সাতটি ভাষা।

উক্ত মতের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, হেশাম নিজের ভাষায় কোরান পড়িয়াছিলেন, ইহাতে হজরত ওমার (রাঃ) উহার উপর এনকার করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, হেশাম ও হজরত ওমরের ভাষা একই ছিল, যদি সাত অক্ষরের অর্থ সাত ভাষা হইত, তবে হজরত ওমার (রাঃ) এইরূপ করিলেন কেন? তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, হজরত ওমার (রাঃ) উহা অবগত না হওয়ার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দল বলেন, সাত অক্ষরের অর্থ সাত প্রকার কেরাত, সাতজন এমাম এই হেতু পৃথক পৃথক কেরাত প্রণালী মনোনীত করিয়াছেন। ادغام এদগাম, امال এমালা, وقف অকফ, حركت যের, জবর, পেশ ইত্যাদিতে সাত জন কারীর মতভেদ হইয়াছে, কেহ مَلِكِ পড়েন, কেহ مَالِكِ পড়েন, কেহ بظنين পড়েন, কেহ بضنين পড়েন।

তৃতীয় দল বলেন, কোরানের সাত প্রকার অর্থ আছে, (১) আদেশ (২) নিষেধ, (৩) প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত, (৪) উদাহরণ, (৫) উপদেশ, (৬) পুরস্কারের অঙ্গীকার, (৭) শাস্তির অঙ্গীকার। কেহ কেহ সাত প্রকার অর্থের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, (১) আকায়েদ, (২) আহকাম (৩) স্বৎসভাব, (৪) প্রাচীন ইতিহাস, (৫) উদাহরণ, (৬) পুরস্কারের অঙ্গীকার, (৭) দণ্ডের অঙ্গীকার।

আবার কেহ কেহ সাত প্রকার অর্থের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, (১) আদেশ, (২) নিষেধ, (৩) হালাল, (৪) হারাম, (৫) মোহকাম, (৬) মোতাশাবেহ, (৭) উদাহরণ।

কেহ কেহ বলেন, এস্থলে সপ্ত অর্থে নির্দ্দিষ্ট সপ্ত সংখ্যক নহে, বহু বিস্তার বুঝায়, আরব্য লোকেরা বাহুল্য অর্থে সাত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রত্যেক আয়তের দুই প্রকার অর্থ আছে, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বাহ্ মর্ম্মের অর্থ যাহা সমস্ত আরবি ভাষাভাষিগণ বুঝিয়া থাকেন, আভ্যন্তরিক মর্ম্মের অর্থ যাহা আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট বান্দাগণ বুঝিয়া থাকেন। তফছিরে অর্থাৎ প্রাচীনদিগের রেওয়াএতে যে অর্থ প্রকাশিত হয়, উহা বাহ্ অর্থ। তা'বিলি অর্থকে অর্থাৎ জ্ঞানোনুমোদিত অর্থকে আভ্যন্তরিক অর্থ বলা হয়।

কেহ বলিয়াছেন, বাহ্ অর্থের মর্ম্ম কোরানের উপর বিশ্বাসস্থাপন ও আভ্যন্তরিক অর্থের মর্ম্ম উহার উপর আমল করা।

কেহ বলিয়াছেন, বাহ্ অর্থের মর্ম্ম কোরান পাঠ করা। আভ্যন্তরিক অর্থের মর্ম্ম উহার অর্থবোধ ও তৎসম্বন্ধে গবেষনা করা।

বাহ্ ভাবের অর্থ উহার শব্দ ও আভ্যন্তরিক ভাবের অর্থ উহার অর্থ।

বাহভাবের অর্থ কোরানের প্রাচীন কাহিনীগুলি প্রকাশ্যভাবে ইতিহাস এবং উহাতে উপদেশ গ্রহণ উহার আন্তরিক ব্যাপার। প্রত্যেক বাহ্ ও আভ্যন্তরের সীমা ও অন্ত আছে, প্রত্যেক সীমা ও অন্তের এরূপ একটী স্থান আছে যে, তথায় উন্নত হইতে পারিলে, উক্ত সীমা ও অন্তের অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ উহার অর্থে বলিয়াছেন, প্রত্যেক বাহ্ ও আভ্যন্তরের সীমার উন্নত স্থল আছে, তথায় উন্নীত হইলে, উহা বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়। বাহ্ ভাবের উন্নত স্থল আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা করা এবং এইরূপ বিষয়ের অনুসরণ করা যাহার উপর শানে-নজুল, নাছেখ ও মনছুখ ইত্যাদি বাহ্ বিষয়গুলির জ্ঞানলাভ নির্ভর করে। আন্তরিক ভাবের উন্নত স্থল নফছ শুদ্ধ করা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির আদবগুলির সহিত অলঙ্কৃত হওয়া, স্পষ্ট মর্ম্মের অনুসরণ করি   কষ্ট স্বীকার করা ও তদনুযায়ী আমল করা।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সীমার অর্থ শরিয়তের নির্দ্ধারিত ও বিধিবদ্ধ আহকাম, প্রত্যেক হুকুমের এরূপ একটী স্থান আছে যে, তথায় উন্নত হইতে পারিলে, সমস্ত প্রকার আহকাম ও হদ্দের অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভব হয়, নবি (ছাঃ) ও বড় বড় দরজা বিশিষ্ট আলেমগণ সেই স্থলে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক আয়তের ৬০ সহস্র নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে কোরআন শরিফের দ্বারা ৭০টী উষ্ট্র বহন করিতে পারি।

তাফ্‌তাজানি বলিয়াছেন, কতক সূক্ষতত্ত্ববিদ্‌ বিদ্বান্‌ বলিয়াছেন, আয়ত-গুলির প্রকাশ্য মর্ম্মগুলি গ্রহনীয় হইবে, ইহা সত্বেও উহাতে নিগূঢ় তত্ত্বরাশির ইঙ্গিত আছে, তৎসমস্ত তরিকত ও মা'রেফাত পন্থীদের পক্ষে প্রকাশিত হয়, স্পষ্ট গ্রহনীয় মর্ম্ম ও সেই নিগূঢ় তত্ত্বরাশির মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব হয়, ইহা পূর্ণ ইমান ও বিশুদ্ধ মা'রেফাতের অন্তর্গত।—মেঃ, ১।২৪২।২৪৩, আঃ, ১।১৭৮।১৭৯।

(১) আবদুল্লাহ বেনে আমরের উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, এলম তিন প্রকার (১) মোহকাম আয়ত (২) স্থায়ী ছুন্নত, (৩) তুল্য কেয়াছি মাছায়েল, এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে তাহা অতিরিক্ত।—আবুদাউদ ও এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

শরিয়তের মূল দলীল তিনটী প্রথম কোরান শরিফের মোহকাম আয়ত-গুলি যাহা মনছুখ হয় নাই এবং একই প্রকার মর্ম্মবাচক, ইহাই কোরআনের মূল, উহার অর্থ নিশ্চিত, অন্য প্রকার অর্থের সম্ভাবনা উহাতে নাই। মোতাশাবেহাত আয়ত গুলির অর্থ মোহকাম আয়তগুলির বিপরীত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আরবী সাহিত্য, অছুলে আকায়েদ ও অছুলে ফেক্‌হ উহার অন্তর্গত।

দ্বিতীয় স্থায়ী ছুন্নত, উহার অর্থ যে হাদিছ নবি (ছাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, ছহিহ ও গ্রহণযোগ্য ছনদে সপ্রমাণ হইয়াছে এবং উহার উপর আমল চলিয়া আসিতেছে।

তিনি বলিয়াছেন, স্থায়ী ছুন্নতের অর্থ যে হাদিছের ছনদগুলি সুরক্ষিত রহিয়াছে, কিম্বা যে হাদিছগুলির মতনগুলি দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করা হইয়াছে। فريضة عادلة ফরিজা শব্দের অর্থ যে হকুমটী কোরান ও হাদিছের উপর কেয়াছ করিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে, আদেলা শব্দের অর্থ কোরান ও হাদিছ উল্লিখিত মছলাগুলির তুল্য কেয়াছি মছলাগুলি সত্য ও তৎসমস্তের উপর আমল করা ওয়াজেব। ইহাতে এজমা ও কেয়াছের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেয়াছি মছলার উপর কোন সময়ের মোজতাহেদগণের একমত হইয়া থাকে, উহাকে এজমা বলা হয়।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, শরিয়তের দলীল চারিটী—কোরান, হাদিছ, এজমা ও ছহিহ্ কেয়াছ।

উল্লিখিত এলমগুলি ব্যতীত অন্যান্য এলেম আবশ্যকীয়, যেরূপ অস্ত্র প্রয়োগ, চিকিৎসা বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা, বয়ন বিদ্যা। এই সমস্ত শরিয়তের এলমের অন্তর্গত নহে, কোরান ও হাদিছ শিক্ষা করিতে নহো বিদ্যা যে পরিমাণ আবশ্যক, তাহাই আবশ্যকীয়, তদতিরিক্ত অনাবশ্যকীয়।

এবনো-মালেক বলিয়াছেন, এই তিন এলমের সংলগ্ন যে এলমগুলি, যথা—নহো, ছরফ, ওরুজ, হাকিমি ইত্যাদি ইহা জরুরি, এব্যতীত সমস্ত অনাবশ্যকীয়। মেঃ, ১।২৪৪।২৪৫। আঃ, ১।১৭৯।১৮০।

(১) আওফ বেনে মালেক আশজায়ির উক্তি;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, শাসন কর্তা; কিম্বা আদিষ্ট কর্মচারী অথবা গর্ব্বিত ব্যক্তি ভিন্ন উপদেশ প্রদান করে না, আবুদাউদ ইহা রেওয়াত করিয়াছেন।

দারমি আমর বেনে শোয়াএব হইতে, আমর তাহার পিতা হইতে, তাহার দাদা হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন। দারমির অন্য রেওয়াএতে গর্ব্বিত ব্যক্তি স্থলে রিয়াকার (কপট) শব্দ আছে।

টীকা;—

তিন ব্যক্তি উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন কিম্বা প্রাচীন যুগের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকেন যেন লোকেরা তদ্দারা উপদেশ গ্রহণ করে, প্রথম শাসন-কর্ত্তা ও আমির, দ্বিতীয় শাসনকর্ত্তার পক্ষ হইতে আদিষ্ট ব্যক্তি কিম্বা আল্লাহ-র

তায়ালার পক্ষ হইতে আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি, যেরূপ কতক আলেম ও অলিউল্লাহ।

তৃতীয়, অহঙ্কারি ব্যক্তি কিম্বা রিয়াকার ব্যক্তি—নেতৃত্ব ও সম্মান লাভ উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে, এই ব্যক্তি রিপুর কামনা চরিতার্থ করিয়া থাকে এবং গৌরব অন্বেষণ করিয়া থাকে।

কোন রেওয়াএতে مختال স্থলে مختال আছে। খোকাবার (হিলাছাজ) উহার অর্থ, কেহ কেহ এই রেওয়াএতকে সমধিক ছহিহ বলিয়াছেন। এই হাদিছে এমামের (খলিফার) অনুমতি ব্যতীত ওয়াজ নছিহত করা সম্বন্ধে তিরস্কার করা হইয়াছে। খলিফা প্রজাদের কল্যান সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ও তাহাদের উপর সমধিক দয়াশীল হইয়া থাকেন। যদি তিনি নিজে উপদেশ প্রদান না করেন, তবে তিনি আলেমগণের মধ্যে এরূপ একটী লোককে এজন্য নির্ব্বাচন করিবেন যিনি এলম, পরহেজগারি, দীনদারি, ত্যাগ স্বীকার, লোভ সম্বরণ ও উৎকৃষ্ট আকিদা সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং জাহেলি, ফাছিকি, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও বেদয়াত হইতে নির্দ্দোষ।

এই হাদিছ হইতে ইহা অবিষ্কার করা হইয়াছে যে, ওয়াজ হেদাএত ও ও মুরিদ করা উদেশ্য পীরি আসনে সমাসীন হওয়া পীর বোজর্গগণের বিনা অনুমতি ওখেলাফত জায়েজ হইবে না। যেরূপ কতক নিরক্ষর ও রিপুর অনুসরণকারি করিয়া থাকে, কোন টীকাকার বলিয়াছেন, খলিফা কিম্বা তাঁহার আদিষ্ট নায়েব খোৎবা পাঠের উপযুক্ত, ইহা এই হা'দিছের সার মর্ম। আ:, ১১১৮০। মে:, ১১২৪৫।

মালেকের পুত্র আওফ একজন ছাহাবা, প্রথমে তিনি খয়বর যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি ঐ যুদ্ধে পতাকাধারী ছিলেন, পরে ইনি শামদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথায় ৭৩ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। আ:, ১১৮০।

(১) আবু হোরায়রার উক্তি;—

নবি (ছা:) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিনা এলম ফৎওয়া প্রদান করে, যে ব্যক্তি যাহার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার উপর গোনাহ,

বর্ত্তিবে। যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে এরূপ কার্য্যের পরামর্শ দিল যে, সে জানে যে, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্যে কল্যান আছে, সে সত্যই তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। আবু দাউদ উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা ;—

এই হাদিছে প্রথম أُفْتِيَ معروف أَفْتِي হইতে পারে, أُفْتِيَ مجهول হইতেও পারে, أَفْتَى হইলে, দ্বিতীয় أُفْتِيَ শব্দের অর্থ اِسْتَفْتِيَ হইবে।

এক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ হইবে,—যে ব্যক্তি না জানিয়া অসত্য ফৎওয়া দেয়, ফৎওয়া জিজ্ঞাসাকারী এরূপ অযোগ্য লোকের নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এজন্য এই জিজ্ঞাসাকারীই এই গোনাহ কার্য্যের জন্য দায়ী হইবে। বিশেষতঃ যখন তদপেক্ষা বড় আলেম সেই অঞ্চলে বর্ত্তমান থাকেন।

আর যদি أُفْتِيَ শব্দ হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, যে ব্যক্তি বিনা এলম ফৎওয়া প্রদত্ত হয়, যে ব্যক্তি ফৎওয়া দিয়াছে, তাহার উপর গোনাহ বর্ত্তিবে। অর্থাৎ একজন নিরক্ষর লোক কোন আলেমের নিকট একটী মছলা জিজ্ঞাসা করিল, আলেম বাতীল জওয়াব দিলেন, সেই নিরক্ষর লোকটী উহার উপর আমল করিল, কিন্তু উহার বাতীল হওয়ার কথা জানিতে পারিল না, এক্ষেত্রে মুফতি মোজতাহেদ না হইলে তিনি এই গোনাহ কার্য্যের দায়ী হইবেন। এই অর্থটী সমধিক ছহিহ।

একজন অন্যের নিকট কোন বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিল যে, সে জানে যে উহাতে অকল্যান ও অনিষ্ট হইবে, এরূপ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতার গোনাহতে লিপ্ত হইবে। অন্য হাদিছে আছে, ان المستشار مؤتمن "নিশ্চয় পরামর্শ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া থাকে।—মেঃ ১। ২৪৫।২৪৬, আঃ, ১।১৮০।

(১) মোয়বিয়ার উক্তি ;—

নিশ্চয় নবি (ছাঃ) পদস্খলিত হওয়ার যোগ্য জটিল মছলা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা,—

اغلوطات বহু বচন, ইহার এক বচন اُغْلُوْطَةٌ যে জটিল মছলাগুলি দ্বারা আলেমগণকে বিভ্রান্ত করা লইয়া থাকে, উহা اغلوطة নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এইরূপ মছলাগুলি জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ। কেননা ইহাতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসাকারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়।

এজহারে আছে, যদি প্রথমাবস্থাতে ইহা করা হয়, এই নিষেধে হারাম হওয়া প্রমাণিত হইবে, কেননা ইহাতে অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয়, আর এইরূপ কষ্ট দেওয়া হারাম। ইহাতে ফাছাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা হয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যের ত্রুটী প্রকাশ করা হয়।

আর যদি প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ইহা করা হয়, তবে হারাম হইবে না, ইহার প্রমাণ এই আয়ত ;—

وجزاء سيئة سيئة مثلها

এমাম শাফেয়ি (রাঃ) খলিফা হারুণ রশিদের দরবারে কতগুলি জটিল মছলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তিনি অতি সত্বর তৎসমূহের উত্তর দিয়া প্রশ্নকারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক ব্যক্তি ৬ শত দেরম রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার ভগ্নী মাত্র একটী দেরম পাইল, ইহা কিরূপ ?

প্রশ্নকারী অনেক ক্ষণচুপ করিয়া থাকিয়া অক্ষম হইয়া পড়িল। তখন হারুন-রশিদ এই মছলাটী প্রকাশ করিতে বাললেন। এমাম শাফেয়ি বলিলেন, এক ব্যক্তি দুইটী কন্যা, মাতা, স্ত্রী, ১২টী ভ্রাতা ও একটী ভগ্নী ও ৬ শত দেরম রাখিয়া এন্তেকাল করিয়াছে, এক্ষেত্রে ভগ্নী মাত্র এক দেরম পাইবে। আবহারি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।—মেঃ, ১।২৪৬।

(১) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা ফারাএজ ও কোরান শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা প্রদান কর, কেননা নিশ্চয় আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব —তেরমেজি।

টীকা ;—

ফারায়েজ শব্দের অর্থ কয়েক প্রকার হইতে পারে, (১) মৃতের সম্পত্তির দায় ভাগ-তত্ত্ব, (২) আল্লাহ যাহা বান্দাগণের প্রতি ফরজ করিয়াছেন, (৩) আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত ফরজগুলি। (৪) যে সমস্তের জ্ঞানলাভ করা লোকদের উপর ওয়াজেব। এই ফরজগুলি শিক্ষা করিতে ও দিতে এই হেতু উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে যে, ইহার জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে।

তিনি বলিয়াছেন, এস্থলে ফারায়েজ ও কোরান শিক্ষা করিতে ও দিতে বলা হইয়াছে, ফারায়েজের অর্থ হাদিছের আহকামগুলি।—আঃ, ১।১৮১। মেঃ, ১।২৪৬

আবুদ্দারদার উক্তি ;—

আমরা রাছুলে খোদা (ছাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আকাশের দিকে নিজের নয়ন উত্তোলন করিলেন, তৎপরে তিনি বলিলেন, ইহা এরূপ সময় যে, উহাতে লোকদের নিকট হইতে এলম (অহি) অচিরে উত্থাপন করিয়া লওয়া হইবে, এমন কি তাহারা তদ্দ্বারা কোন বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান হইবে না।—তেরমেজি।

টীকা ;—

নবি (ছাঃ) আছমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাশফের দ্বারা অবগত হইলেন যে, তাহার মৃত্যু সন্নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং অহি বন্ধ হইয়া যাইবে।—মেঃ, ১।২৪৬।

আবু হোরায়রার উক্তি ;—

তিনি (নবি ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, অচিরে লোকেরা এলম অন্বেষণ করিতে উষ্ট্রের হৃৎপিণ্ডগুলি আহত করিবে, কিন্তু তাহারা মদিনার আলেম অপেক্ষা সমধিক প্রবীণ আলেম অন্য কাহাকেও প্রাপ্ত হইবে না।—তেরমেজি।

জামেয়ে-তেরমেজিতে আছে, এবনো ওয়ায়না বলিয়াছেন, নিশ্চয় উক্ত মদিনার আলেম মালেক বেনে আনাছ হইবেন। এইরূপ আবদুর রাজ্জাক হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

এছহাক বেনে মুছা বলিয়াছেন, আমি এবনো-ওয়ায়নার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, নিশ্চয় উক্ত আলেম ওমরিআহেদ ছিলেন, তাঁহার নাম আবদুল আজিজ বেনে আবদুল্লাহ ছিল।

টীকা ;—

رواية শব্দের অর্থ নবি (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। ضرب اكباد الابل এর অর্থ উষ্ট্রগুলির হৃৎপিণ্ডগুলিকে আঘাত করা। উহার মূল মর্ম্ম এই যে, উষ্ট্রগুলি ত্বরিতগতিতে পরিচালিত করা এবং এই পরিচালনাতে অতিরিক্ত সাধ্যসাধনা করা, ইহাতে উষ্ট্রগুলি যন্ত্রনাগ্রস্থ হইয়া থাকে, দূরপথ অতিক্রম করিতে উহাদের হৃৎপিণ্ড আহত হইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত পিপাসার জন্য পীড়িত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার অর্থ উষ্ট্রগুলিকে কষ্টে নিক্ষেপ করা এবং অতি দ্রুত ধাবিত করান, ইহাতে উষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বিকম্পিত হইতে থাকে এবং আহত হইয়া পড়ে।

তিবি বলিয়াছেন, উহার অর্থ অতি দ্রুত ভ্রমণ করা, কেননা যে ব্যক্তি অতি দ্রুত ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, সে উটের উপর আরোহণ করতঃ উহার হৃৎপিণ্ডে পদাঘাত করিতে থাকে।

এই কথাতে ইহা বুঝা যায় যে, এলম শিক্ষার্থিগণ সমধিক আগ্রহশীল ও সমধিক উন্নত উদ্দেশ্য সাধনকারী হইয়া থাকে, কেননা যাহার যে পরিমাণ আগ্রহ বেশী হয় এবং উদ্দেশ্য উন্নত ধরণের হয়, তাহার চেষ্টা চরিত্র সেই পরিমাণ বেশী হয়। মূল মর্ম্ম এই যে, অচিরে এরূপ সময় উপস্থিত হইবে যে, লোকেরা এলম অন্বেষণকল্পে বহুদূর দেশে দ্রুত ভ্রমণকারী হইবে, কিন্তু তাহারা মদিনার আলেমের তুল্য প্রধান আলেম কাহাকেও পাইবে না, কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছাহাবা ও তাবেয়িনগণের জমানার হিসাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরে ইছলামের প্রত্যেক শহরে প্রবীণ প্রবীন আলেম পয়দা হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ মদিনা শরিফে ছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, মদিনার আলেমের অর্থ স্বয়ং জাতে পাক হজরত নবি (ছাঃ)।

এবনো ওয়ায়নার নাম ছুফ্ইয়ান, ইনি মক্কাবাসী প্রবীণ এমাম ছিলেন, এমাম শাফেয়ি, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

ইনি বলিয়াছেন, মদিনার আলেম বলিয়া এমাম মালেক বেনে আনাছের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি মদিনা শরিফের এমাম এবং মহা মহা এমামগণের মধ্যে অন্যতম, এমাম শাফেয়ি শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার জামানাতে মদিনা শরিফে তাঁহার তুল্য প্রবীণ আলেম কেহ ছিলেন না।

আবদুর রাজ্জাক একজন প্রধান মোহাদ্দেছ ছিলেন, অতিপ্রসিদ্ধ, বহু হাদিছ রেওয়াএতকারী ও লেখক বহু গ্রন্থ লেখক ছিলেন, এমাম আহমদ বেনে হাম্বল এহইয়া বেনে মঈন প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

এছহাক বেনে মুছা বলিয়াছেন, আমি (ছুফ্ইয়ান) বেনে ওয়ায়নার মুখে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, মদিনার আলেমের অর্থ ওমরি জাহেদ, তাঁহার নাম আবদুল আজিজ বেনে আবদুল্লাহ। তুরপুস্তি বলিয়াছেন, শেখ আবু মোহম্মদ নিজ কেতাবে লিখিয়াছেন, ছুফ্ইয়ান বেন ওয়ায়না বলিয়াছেন, মদিনার আলেমের অর্থ এমাম মালেক, আর আবদুর রাজ্জাক বলিয়াছেন— উহার অর্থ ওমরি জাহেদ।

ওমরি জাহেদ কোন্ ব্যক্তি ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন, তিনি আবদুল আজিজ, তিনি আবদুল্লাহর পুত্র, তিনি ওমারের পুত্র, তিনি হাফ্ছের পুত্র, তিনি আছেমের পুত্র, তিনি হজরত ওমার বেনেল খাত্তাবের পুত্র।

এই আবদুল আজিজ মদিনার ফকিহ্গণের ও প্রধান আলেমগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তিনি জুহরি মোহাম্মদ বেনে মোনকাদের, আবদুল্লাহ বেনে দীনার, আবু হাজেম, হোমাএদোত্তাবিল ও হেশাম বেনে ওরওয়ার নিকট হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ওমারি জাহেদের অর্থ আবদুল্লাহ বেনে ওমার বেনে হাফ্ছ, তিনি অতি সুদক্ষ আলেমগণের শেষ ছিলেন, মালেক বেনে আনাছ অপেক্ষা অগ্রগণ্য ছিলেন।

কেহ কেহ ওমরি জাহেদের অর্থ খলিফা ওমার বেনে আবদুল আজিজ বলিলেও তেরমেজির মত ছহিহ, কেননা এই খলিফা মদিনাবাসী ছিলেন না, বরং শামবাসি ছিলেন।

মওলানা দেহলবী বলিয়াছেন, যেহেতু মদিনার আলেম কোন্ ব্যক্তি ছিলেন, ইহা নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা কষ্টকর, কাজেই প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস ও ধারণা মতে এক একজনকে স্থির করিয়াছেন, যেহেতু এমাম মালেক নিজের জামানাতে হাদিছ, ফেকহ, এজতেহাদ ও এমামতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই পবিত্র শহরের বৈশিষ্ট, সম্বন্ধ ও স্থায়িত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এইহেতু প্রবল ধারনা হয় যে, তিনি এই হাদিছের লক্ষ্যস্থল হইবেন। ইহা সত্বেও তাঁহার জামানাতেও তাঁহার পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী জামানাতে এই শহরে ও দুনইয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য আলেম, মোজতাহেদ ও এমাম ছিলেন, ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, ইহা শেষ জামানার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কেননা সেই সময় মদিনা শরিফে এলম সীমাবদ্ধ থাকিবে, ইহা কোন কোন হাদিছ হইতে প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাই সমধিক যুক্তিযুক্ত মত। আ: ১।১৮১।১৮২, মে:, ১।২৪৬।২৪৭।

(১) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি যাহা রাছুলুল্লাহ হইতে অবগত হইয়াছি তম্মধ্যে এই হাদিছ তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এরূপ লোক সকল প্রেরণ করিবেন যে, তাঁহারা এই উম্মতের জন্য তাদের দিনকে সঞ্জীবিত করিবেন। আবুদাউদ।

টীকা ;—

فیما اعلم ছহিহ মতে أَعْلَمُ হইবে, ইহা কাহার কথা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা গ্রন্থকারের কথা, এক্ষেত্রে অর্থ এইরূপ হইবে, আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে কিম্বা আমি যাহা অবগত হইয়াছি তন্মধ্যে ইহা এই যে, আবু হোরায়রা এই হাদিছটী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে রেওয়াত করিয়াছেন। অন্য কোন লোক হইতে নহে। কেহ কেহ ইহা গ্রন্থকারের কথা হওয়ার প্রতি সন্দেহ করিয়াছেন, সৈয়দ বর্ণনা করিয়াছেন জয়নোল আরাব, তুরপুস্তির

অনুসরণ করতঃ বলিয়াছেন, শব্দ اعلم হউক, আর اعلم শব্দ হউক, ইহা মাছাবিহ লেখকের কথা। اعلم হইলে, এইরূপ অর্থ হইবে, আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে এই হাদিছটী আবু হোরায়রা হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। اعلم انعال এর ماضی হইলে, এইরূপ অর্থ হইবে। আবুহোরায়রা অন্যান্য সমস্ত ছাহাবাকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে যাহা অবগত করাইয়াছেন, তন্মধ্যে ইহাই একটী বিষয়।

সৈয়দ বলিয়াছেন, فيما اعلم কথাটী গ্রন্থকারের কথা হওয়া অস্পষ্ট, বিবেক বুদ্ধি ইহা স্বীকার করে না, আমি মূল আবু দাউদ অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ রেওয়াএত প্রাপ্ত হইয়াছি যে, আবি আলকামা হইতে, আবু-হোরায়রা হইতে আমি যাহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে অবগত হইয়াছি তন্মধ্যে ইহা আছে, ইহা স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে যে, فيما اعلم গ্রন্থকারের কথা নহে।

তিনি বলিয়াছেন, فيما اعلم আবু হোরায়রার কথায় বিবরণ হইতে পারে। فيما اعلم তাঁহার কার্য্যের বিবৃতি হইতে পারে। সৈয়দ বলিয়াছেন, اعلم আবু হোরায়রার কথা হওয়া অস্পষ্ট, বরং প্রকাশ্য মত এই যে, ইহা আবু আলকামার কথা। এইরূপ اعلم আবুহোরায়রার কার্য্যের বিবৃত্তি হওয়াতে সন্দেহ ও ভুল আছে।

এই হাদিছে যে উম্মত শব্দ আছে, উহার অর্থ উম্মতে এজাবাত, উম্মতে দাওয়াত অর্থ হইতেও পারে। মোল্লা আলি কারী লিখিয়াছেন;—

على راس كل مائة سنة এর অর্থ প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে কিম্বা প্রারম্ভে হইতে পারে। আবুদাউদের টীকা আওনোল মা'বুদের ৪।১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

على راس كل مائة سنة اى النهائه او ابتدائه

'প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগের অর্থ শেষ ভাগে, কিম্বা প্রথম ভাগে।'

আবুদাউদের টীকা বজলোল মজহুদের ৫।১০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

على راس كل مائة اى لنتهائه او ابتدائه *

"প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগের অর্থ হয় উহার শেষভাগে না হয় উহার প্রথম ভাগ।"

আওনোল মা'বুদ ১১৭ পৃষ্ঠা ;—

قال الطيبى الراس مجاز عن آخر السنة و تسميته راسا باعتبار انه مبدا سنة آخرى ◎

তিনি বলিয়াছেন, বৎসরের শিরোভাগের মাজাজি অর্থ উহার শেষভাগ, উহা আগামী বৎসরের প্রারম্ভ হওয়ার হিসাবে বৎসরের শিরোভাগ বলা হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, বৎসরের কিম্বা শতাব্দির শিরোভাগের মুখ্য অর্থ প্রথম ভাগ, আর মাজাজি (কল্পিত) অর্থ শেষ ভাগ। আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, হকিকী অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইলে, মাজাজি অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

উক্ত কেতাবে, ১৮০ পৃষ্ঠা ;—

قال المناوى في مقدمة فتح القدير تحت قوله على راس كل مائة سنة اى اوله و راس الشي اعلاه و راس الشهر اوله و انت خبير بان المتبادر من الحديث انما هو ان البعث و هو الارسال يكون علي راس القرن اى اوله *

মানাবি 'ফৎহোল কদীর'এর ভূমিকায় প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে টীকায় লিখিয়াছেন, শতাব্দীর শিরোভাগের অর্থ উহার প্রথম ভাগ, কোন বস্তুর শিরোভাগের অর্থ উহার উচ্চভাগ, মাসের শিরোভাগের অর্থ উহার প্রথম ভাগ। তুমি অবগত আছ যে, হাদিছ হইতে বুঝা যায় যে, মোজাদ্দদ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রেরিত হইবেন। মাজালেছোল আবরার ৪৮৬পৃষ্ঠা ;—

و المراد من راس كل مائة سنة اولها *

'প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগের অর্থ উহার প্রথম ভাগ।'

আওনোল-মা'বুদ, ১৭৯ পৃষ্ঠা ;—

এবনোল-আছির, তিবি প্রভৃতি ধারণা করিয়াছেন যে, মোজাদ্দেদ উক্ত ব্যক্তি হইবেন—যিনি শতাব্দী গত হওয়ার সময় জীবিত, প্রসিদ্ধ বিখ্যাত ও লোকদিগের অনুরক্ত হয়েন, কাজেই তাঁহারা শতাব্দী গত হওয়ার পরে মোজাদ্দেদের জীবিত থাকা শর্ত্তস্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমার পক্ষে এই শর্ত্ত করার দলীল প্রকাশিত হয় নাই।"

উল্লিখিত প্রমাণে বুঝা যায় যে, মোজাদ্দেদের শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম ও জহুর হওয়ার দাবি দলীল হীন দাবি, এমাম শাফেয়ি ১৫০ হিজরীতে, কাজি আবুল আব্বাছ ২৪৯ হিজরীতে, এমাম গাজ্জালী ৪৫০ হিজরীতে এমাম রাজী ৫৪৪ হিজরীতে, এমাম জালালুদ্দিন ছোইউতি ৮৪৯, এমাম এছফেরাইনি ৩৪৪ হিজরীতে, এমাম এবনো-জরির তাবারি ২২৪ হিজরীতে, শামছুদ্দিন জজরি ৭৫১ হিজরীতে ও তকিউদ্দীন এবনো দকিকোল-ইদ ৬২৫ হিজরীতে পয়দা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও জন্ম শতাব্দীর শেষ ভাগে হয় নাই, কাজেই উপরোক্ত দাবী বাতীল।

আওনাল-মা'বুদ, ১৮১ পৃষ্ঠা ;—

এমাম এবনো-হাজার 'ফৎহোল-বারি' কেতাবে বলিয়াছেন, হাদিছ হইতে মোজাদ্দেদের একাধিক ব্যক্তি হওয়ার অর্থ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত, কেননা (দীনি ইছলাম) সংস্কার করিতে যে গুণাবলীর আবশ্যক হয়, তৎসমুদয় এক প্রকার কল্যাণকর বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে এবং সমস্ত কল্যাণকর কার্য্য এক ব্যক্তির মধ্যে থাকা জরুরি নহে, কিন্তু উহা ওমারবেনে আবদুল আজিজের মধ্যে থাকার দাবি করা যাইতে পারে; কেননা তিনি প্রথম শতাব্দীর শিরোভাগে সমস্ত কল্যাণকর গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত এবং তৎসমস্তে অগ্রগামী হওয়া সত্বেও হকুমতের মালিক (খলিফা) ছিলেন। এই হেতু (এমাম) আহমদ বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় তাঁহারা (বিদ্বানগণ) হাদিছটী তাঁহার উপর প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার পরে যিনি (মোজাদ্দেদ রূপে) আসিয়াছেন, তন্মধ্যে (এমাম) শাফেয়ি যদিও উৎকৃষ্ট গুণাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন, তথাচ তিনি জেহাদ ও ন্যায় বিচারের হকুমতের অধিকারী ছিলেন:—এই হেতু যে কোন ব্যক্তি শতাব্দীর শিরোভাগে উল্লিখিত গুণাবলীর কোন একটী গুণে অলঙ্কৃত হয়েন, তিনি উক্ত হাদিছের লক্ষ্যস্থল হইবেন, উক্ত মোজাদ্দেদ একাধিক হউক আর না হউক।

মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতে'র ১।২৪৭ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন ;—

আরও মোজাদ্দেদ হওয়া ফকিহগণের জন্য বিশিষ্ট নহে, কেননা তাঁহাদের দ্বারা উম্মতের বহু উপকার সাধিত হইলেও খলিফাগণ, মোহাদ্দেছগণ, কারিগণ, উপদেষ্টাগণ ও দরবেশগণ কর্ত্তৃক তাহাদের বিস্তর উপকার সাধিত হইয়া থাকে, কেননা দীনের রক্ষণাবেক্ষণ, রাজ্য শাসনের নিয়ম পদ্ধতি ও সুবিচার প্রচার খলিফাগণের বিশিষ্ট কার্য্য, এইরূপ কারিগণ ও মোহাদ্দেছগণ যে কোরাণ ও হাদিছ শরিয়তের মূল ও দলীল, উহার তত্ত্বাবধান (আয়ত্বাধীন) করত: (উম্মতের) উপকার সাধন করিয়া থাকেন। উপদেষ্টাগণ উপদেশ প্রদান করিয়া ও পরহেজগারি লাজেম করিয়া লওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়া উপকার সাধন করিয়া থাকেন।

তৎপরে তিনি উহার ২৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আমার নিকট সমধিক প্রকাশ্যমত এই যে, মোজাদ্দেদ এক ব্যক্তি হইবেন না, বরং একদল হইবেন। যাহাদের প্রত্যেকে কোন এক শহরে শরিয়তের এলমগুলির মধ্যে এক বিষয়ে কিম্বা কয়েক বিষয়ে বক্তৃতা সংক্রান্ত বিষয়ের কিম্বা লিখিত বিষয়ের মধ্য হইতে যাহা কিছু তাহার পক্ষে সহজ হয়, তদ্বিষয়ে সংস্কার সাধন করেন।" এইরূপ বজলোল মজহুদের ৫।১০৫।১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মজমুয়া-ফাতাওয়া লাখনবি, ২।১৫২ পৃষ্ঠা ;—

এবনোল আছির বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান্ এই মত ধারণ করিয়াছেন যে, হাদিছের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা উত্তম, কেননা من يجدد لها دينها নবি (ছাঃ) এর এই কথার সপ্রমাণ হয় না যে, শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত (মোজাদ্দেদ) এক ব্যক্তি হইবেনা, বরং কখন কখন মোজাদ্দেদ্ এক ব্যক্তি হইবেন, কখন একাধিক ব্যক্তি হইবেন, কেন না ফকিহগণ কর্ত্তৃক দীন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে উম্মতদিগের সর্ব্বব্যাপী উপকার সাধিত হইলেও তাঁহাদের ব্যতীত বাদশাহগণ মোহাদ্দেছগণ, কেরাত তত্ত্ববিদ্গণ, উপদেষ্টাগণ ও পীর অলিগণের ন্যায় ব্যক্তিদের দ্বারা উম্মতগণের বহু উপকার সাধিত হইয়া থাকে, ইহাদের এক শ্রেণীর লোক এক বিষয়ে যে উপকার করিয়া থাকেন, অন্য শ্রেণী তাহা করিতে পারেন না, কেননা, দীন রক্ষা করিতে রাজ্য শাসনের নিয়ম পদ্ধতি রক্ষা করা, ন্যায় বিচার প্রচলন করা ও রেওয়াএতগুলি আয়ত্বাধীন করা আসল বিষয়।

পীর দরবেশগণ ওয়াজ নছিয়ত করিয়া পরহেজগারি ও বৈরাগ্য লাজেম করিয়া লওয়ার প্রতি উৎসাহিত করিয়া উপকার সাধন করিয়া থাকেন, কাজেই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ মত এই যে, উক্ত হাদিছে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একদল প্রসিদ্ধ বোজর্গের পয়দা হওয়া ইশারা হইবে—যাহারা লোকদের জন্য তাহাদের দীনের সংস্কার করিবেন এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের উপর উক্ত দীনের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, কিন্তু ইহা জরুরী হইবে যে, শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত মোজাদ্দেদ ব্যক্তি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন এক বিষয়ে প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত ও লোকদের ইঙ্গিত স্থল হয়েন।'

আশেয়া তোল্লামাত, ১।১৮২ পৃষ্ঠা ;—

কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, উক্ত শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ, উক্ত (মোজাদ্দেদ) এক ব্যক্তি হউক, আর একদল হউক, কেননা من শব্দ এক ব্যক্তির উপর এবং একাধিক ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আরও মোজাদ্দেদ আলেম ও ফকিহগণের সহিত বিশেষত্ব রাখে না, বরং বাদশাহ, আমির, কারী, মোহাদ্দেছ, পীর দরবেশ, তাপশ, নহো তত্ত্ববিদ্ চরিত ও ইতিহাস তত্ত্ববিদ্ ধনবান ও দাতাগণ—যাহারা অর্থ সম্পত্তি ও আসবাব পত্র আনেন, নেককার সৎপাত্রসমূহে ব্যয় করিয়া থাকেন এবং দীন প্রচার ও শক্তিশালী করার উপলক্ষ হইয়া থাকেন, আর যে সমস্ত শ্রেণী কর্ত্তৃক দীনের শক্তি, পূর্ণতা ও প্রচার প্রকাশিত হয়, উক্ত মোজাদ্দেদ শ্রেণী ভুক্ত হইবেন। আর যদি সমস্ত শহর ও দেশ অগ্রগ্রহণ করা হয়, তাহাও সম্ভব এক জামানায় এক শহরে একজন তাঁহার দল সমেত এইরূপ গুণে গুণান্বিত হয়েন, তাহাও অসম্ভব নহে।

বজলোল মজহুদ, ৫।১০৩।১০৪ পৃষ্ঠা ;—

আমি যে মতাবলম্বন করিয়াছি, ইহার কারণ এই যে, যে কোন ব্যক্তি মোজাদ্দেদিএতের পদে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ দীনের সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেক বিষয়ের সংস্কার করেন নাই। অনেক মোহাদ্দেছের ফেকহ সংস্কার করার কোন অংশ নাই, অনেক ব্যক্তি

সংকার্য্য সমূহের উৎসাহ প্রদানকারী, অথচ বিবিধ এলম প্রচারে সংশ্রবহীন, ইহা সত্ত্বেও ইহা শুনা যায় না যে, ইহাদের কাহারও শব্দ ফয়েজ সমস্ত দেশ ব্যাপী হইয়াছে এবং প্রকাশ্যভাবে সমস্ত গ্রাম ও শহর তাঁহার সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যাহা বলিয়াছি, ইহাতে ব্যাপার সহজ হইবে, ইহা সত্ত্বেও مَن শব্দ এক ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট নহে। ইহা অসম্ভব নহে যে, বড় বড় শহরের প্রত্যেক শহরে শতাব্দীর শিরোভাগে এক একজন মোজাদ্দেদ হইবেন।

এই হিসাবে সমস্ত উম্মতের মোজাদ্দেদ এক হওয়া জরুরী নহে।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে বিভিন্ন প্রকারের মোজাদ্দেদ হইয়া দীন ইছলামের বিভিন্ন প্রকারের সংস্কার সাধন করিবেন। বাদশাগণ রাজ্যে সুশাসন প্রচলন করিয়া, কারিগণ কোরান পাঠের নিয়ম প্রচার করিয়া, মোহাদেছগণ হাদিছ প্রচার করিয়া, তফছির তত্ত্ববিদগণ তফছির তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, ইতিহাস তত্ত্ববিদগণ সত্য ইতিহাস প্রচার করিয়া, পীর বোজর্গগণ তরিকত ও মা'রেফত তত্ত্ব প্রচার করিয়া, উপদেষ্টা আলেমগণ শরিয়তের আদেশ নিষেধ প্রকাশ করিয়া ও ধনিগণ টাকা কড়ি ব্যয় করিয়া ইছলামের সংস্কার করিবেন। মোজাদ্দেদের কোন এক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা জরুরী। আর প্রত্যেক মোজাদ্দেদের জাহেরী ও বাতেনি উভয় এলমে সুদক্ষ হওয়া জরুরী নহে।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, যাহারা মোজাদ্দেদ হইবেন, তাঁহাদিগকে কিরূপে নির্ণয় করা হইবে ?

আওনোল মা'বুদ, ১৮০ পৃষ্ঠা ;—

و لا يعلم ذلك المجدد الا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء ◎

"মোজাদ্দেদ হওয়া তাঁহার সমসাময়িক বিদ্বানগণের প্রবল ধারণা ব্যতীত জানা যাইতে পারে না।'

এমাম জুহ্রি ও এমাম আহমদ বেনে হাম্বল খলিফা ওমার বেনে 'আবদুল আজিজ (রঃ) কে প্রথম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও এমাম শাফেয়িকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

ফকিহ্ হাছছান বেনে মোহম্মদ তাঁহার শিক্ষক হইতে কাজি আবুল আব্বাছকে তৃতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

পাঠক, মনে রাখিবেন, অমুক অমুক শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, ইহার মর্ম্ম ইহা নহে যে, তাঁহা ব্যতীত সমস্ত দুনইয়াতে অন্য কোন মোজাদ্দেদ ছিলনা।

আওনোল মা'বুদে আছে, জুহারি, কাছেম বেনে মোহম্মদ, ছালেম বেনে আবদুল্লাহ, হাছান বাছারি ও মোহম্মদ বেনে ছিরেনকে প্রথম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

এমাম এহইয়া বেনে মইনকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে।

তোহ-ফাতোল মোহ-তাদিন কেতাবে আছে, এমাম জালালদ্দিন ছোইউতি (রঃ) কাজি আবুল আব্বাছ, ও এমাম আবুল হাছান আশয়ারিকে তৃতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মজমুয়া ফাতাওয়া কেতাবে এমাম মোহম্মদ এবনে জরির তাবারিকেও উক্ত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে।

জামেয়োল অছুল কেতাবে খলিফা মোকতাদের, এমাম আবুজাফর তাহাবি হানফী ও এমাম নাছায়িকেও উক্ত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে।

এমাম জালালদ্দিন ছোইউতি উক্ত কেতাবে আবুবকর বাকেল্লাণী, আবু তাইয়েব ছো'নুকি ও আবু হায়েদ এছফেরাইনিকে চতুর্থ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু জামেয়োল অছুল কেতাবে খলিফা কাদের বিল্লাহ ও আবুবকর মোহম্মদ খারোজমি হানাফীকেও এই শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে।

আওনোল মা'বুদ কেতাবে মোস্তাদরেক প্রণেতা এমাম হাকেম ও হাফেজ আবদুল গণি বেনে ছইদ মিসরীকে এই শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে।

মজমুয়া-ফাতাওয়ায় ২।১৫২ পৃষ্ঠায় অন্যান্য কেতাবের বরাত দিয়া লিখিত আছে, এমাম গাজ্জলী পঞ্চম শতাব্দীর মোজাদ্দেদগণের অন্তর্গত ছিলেন।

আরও উহাতে এমাম ফখ্রদ্দিন রাজিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে। এমাম জালালদ্দিন ছোইউতি 'তোহফাতোল মোহতদীন' কেতাবে এমাম রাফেয়িকেও উক্ত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

মজমুয়া- ফাতাওয়াতে তকিউদ্দিন এবনে-দকিকোল ইদকে সপ্তম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে। এমাম জালালদ্দিন ছোইউতি, ছেরাজদ্দিন বোলকিনি ও জয়নদ্দিন এরাকিকে অষ্টম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মজমুয়া ফাতাওয়াতে শামছদ্দিন জজরিকেও উক্ত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে। তিনি উক্ত কেতাবে এমাম জালালদ্দিন আবদুর রহমান ছোইউতি ও শামছদ্দিন ছাখাবিকে নবম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

আওনোল-মা'বুদে শামছদ্দিন বেনে সেহাবদ্দিন রামালীকে দশম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে, কিন্তু মজমুয়া ফাতাওয়াতে মোল্লা আলি কারি প্রভৃতিকে উক্ত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব হজরত এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দিকে একাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আওনোল-মা'বুদ প্রণেতা এবরাহিম বেনে হাছান কোর্দ্দারিকেও উক্ত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি (রঃ) নিজেই দ্বাদশ-শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, কিন্তু আওনোল-মা'বুদ প্রণেতা শাএখ ছালেহ বেনে মোহম্মদ ফোল্লানী ও সৈয়দ মোরতাজা হোছায়নি জোবায়দীকেও উক্ত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

মাওলানা কারামতআলি জৌনপুরীছাহেব হজরত সৈয়দআহমদ বেরেলবী ছাহেবকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করিয়াছেন।

আরব ও আজমের অন্যান্য দেশে সেই শতাব্দীতে কোন্ কোন্ মোজাদ্দেদ হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা হয় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গ ও আসামের মোজাদ্দেদ ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলা ছিলেন, ইহার প্রমাণ তাঁহার জীবনীতে লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মোজাদ্দেদ কোন্ কোন্ বোজর্গ হইয়াছেন তাহা স্থিরকৃত হয় নাই।

এই হাদিছটী আবুদাউদ রেওয়াএত করিয়াছেন, তেবরানি 'আওছাতে' উহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার ছনদ ছহিহ ও উহার রাবিগণ সমস্তই বিশ্বাসযোগ্য হাকেম এই হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন।—মেঃ, ১১২৫৮।

একটী জরুরী মন্তব্য

কাদিয়ানিদের গুরু মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব নিজে এই হাদিছেরবলে নিজেকে জামানার মোজাদ্দেদ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। অহাবিদলের গুরু মৌঃ আকরাম খাঁ ছাহেব তাহার এই দাবি খণ্ডন করিতে গিয়া মূল মোজাদ্দেদের হাদিছটী দুর্ব্বল প্রমাণ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন।

তিনি যে মির্জ্জা গোলাম আহমদ খাঁ ছাহেবের মোজাদ্দেদিএত অস্বীকার করিতেছেন, আমরা তাঁহার এই মতের সমর্থন করি এবং বলি, যদি মির্জ্জাছাহেব মোজাদ্দেদ হন, তবে দাজ্জাল বড় মোজাদ্দেদ হইবে।

কিন্তু যে হাদিছটী প্রথম শতাব্দী হইতে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বড় বড় মোহাদ্দেছ ও আলেম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, উহাকে খাঁ ছাহেবের বাতীল হাদিছ বলিয়া দাবি করা একটী অবান্তর কথা ও অর্থহীন দাবি।

(১) এবরাহিম বেনে আবদুর রহমান ও জরির উক্তি ;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী জামানার লোকদের মধ্যে উহার বিশ্বাস পরায়ণ সম্প্রদায় এই এলম বহন করিবেন, সীমা অতিক্রমকারি বেদয়াতিদের উহার পরিবর্ত্তন, বাতীল মতাবলম্বীদের মিথ্যা দাবি ও মূর্খদিগের বাতীল ব্যাখ্যা নিরাকৃত করিবেন।—বয়হকি মদখল কেতাবে মোরছাল ভাবে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আমি অচিরে فانما شفاء العي السؤال জাবেরের এই হাদিছটী যদি খোদা ইচ্ছা করেন, তবে তায়াম্মোমের অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

টীকা;—প্রাচীন আলেমগণ গত হওয়ার পরে তাঁহাদের পরবর্ত্তী স্থলাভিষিক্ত কতক বিশ্বাস পরায়ণগণ দীনদার পরহেজগার লোক এই কোরান ও হাদিছের এলম শিক্ষা করিয়া উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সাধ্যসাধনা করিবেন. জাবরিয়া, কদরিয়া, মোশাব্বেহাদের ন্যায় বেদয়াত মতাবলম্বীগণ কোরান ও

হাদিছের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতঃ ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিবে, বাতীল মতাবলম্বিগণ আমার এলমের কুটার্থ প্রকাশ করিয়া নিজেদের কুমতের পোষকতা করিবে এবং মূর্খ দলেরা কোরান ও হাদিছের বাতীল ব্যাখ্যা করিবে, সেই সময় উক্ত বিশ্বাস পরায়ণ সম্প্রদায় তাহাদের খণ্ডন করিয়া দীন ইছলাম রক্ষা করিবেন। এই দল মূল হাদিছ ও উহার ছনদ রক্ষা করিবেন, মোহকাম আয়ত উপস্থিত করিয়া মোতাশাবেহ আয়তের বাতীল ব্যাখ্যা খণ্ডন করিবেন। মদখলের কোন নোছখাতে এই হাদিছ বাকিয়া বেনে অলিদের রেওয়াএতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মোয়ান বেনে রেফায়া হইতে, তিনি এবরাহিম বেনে আবদুর রহমান ও জারি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

সৈয়দ বলিয়াছেন, বয়হকী মদখল কেতাবে বকিয়া বেনে অলিদ হইতে তিনি মোয়াজ বেনে রেফায়া হইতে, তিনি এবরাহিম বেনে আবদুর রহমান ওজরি, তিনি নবি (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।—

* يرث هذا العلم الخ

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, এছমাইল বেনে আশয়াশ মোয়াজ হইতে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

অলিদ বেনে মোছলেম এবরাহিম বেনে আবদুর রহমান হইতে, তিনি বিশ্বাসী শিক্ষককে, বর্ণনা করিয়াছেন। মোয়ান বিশ্বাসযোগ্য নহেন। সৈয়েদের কথা অনুসারে এই হাদিছের নাম মোয়ান নহে, বরং মোয়াজ।

এই হাদিছের সত্যতা ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হয়;—

আমার একদল উম্মত সত্যের উপর প্রবল থাকিবেন, যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না। এমন কি আল্লাহতায়ালার হুকুম (কেয়ামত) উপস্থিত হয়।

এবরাহিম বেনে আবদুর রহমান একজন বিশ্বাস তাবেয়ি ছিলেন। মেঃ, ১।২৪৮। আ শেঃ, ১ঃ১৮২।

এই হাদিছটীর লক্ষ্যস্থল নেচারি, কাদিয়ানি ও আকরামি দল, ইহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত